ERRATA, ADDENDA, CORRIGENDA AND INDEX

TO THE

Sambandha Nirnaya

Or Social History of Bengal

BY

LALMOHAN VIDYANIDHI BHATTACHARYYA

(AUTHOR OF THE BENGALI RHETORIC, &c)

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড়পত্র।

বঙ্গদেশীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত।

বাঙ্গালা অলঙ্কার (কাব্যনির্ণয়) প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা

শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মূল্য আট আনা। Price 8 annas

অকারাদি বর্ণানুযায়ী সূচীপত্র।

অনুরাগ এবং বিশেষ ভক্তি থাকিলেই দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তি হয়। সাত্বিক পূজায় এরূপ সংকীর্ত্তনে ব্যক্তিবিশেষের মনস্তুষ্টির ব্যাঘাত হইবে বলিয়া নিজের অনুষ্ঠিত ব্রতের অচ্ছিদ্রাবধারণে বৈমুখ্য প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হইতে সমর্থ হইলাম না।

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সম্বন্ধনির্ণয়ে পিতৃলোককে কিরূপ ভাবে অর্চ্চনা করা হইয়াছে? এবং কিরূপ ভাবে পূজা করা উচিত ছিল? তাহা কি কেহ আগ্রহ সহকারে দৃষ্টি করিয়াছেন? তাই আবার সে পূজায় অচ্ছিদ্রাবধারণ ও সাঙ্গতা সম্পাদন জন্য ক্রোড়পত্রের অবতারণা। বস্তুতঃ উহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কেহ দেখুন আর নাই দেখুন; স্বকীয় মনস্তুষ্টির নিমিত্ত এবং বুভুৎসু, অনুসন্ধিৎসু ও প্রিয়চিকীর্ষু ব্যক্তিবর্গের কৌতূহল চরিতার্থতায় মৎকৃত অর্চ্চনার ত্রুটি লিখিত হইল।

আমি ভ্রান্তি বশতই হউক অথবা অনবধানতা প্রযুক্তই হউক বলি নাই যে, গৌড়েশ্বর পঞ্চ গৌড়ের সম্রাট্ এবং তাঁহার অসীম পরাক্রম; তিনি মনে করিলেই বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর ভাগের সমুদয় ভূপতিবর্গকে সাগ্নিক ও শ্রেষ্ঠ বেদপারগ ব্রাহ্মণ পাঠাইবার জন্য আদেশ করিলে, তাঁহারা গৌড়েশ্বরের আদেশ শিরোধারণ পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গপারগ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে বঙ্গে প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। আদিশূর যে তাহা করেন নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? তিনি অবশেষে স্বীয় শ্বশুরকে অনুরোধ করেন যে, পঞ্চ গৌড়দেশ মধ্যে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বিপ্রশ্রেষ্ঠ। সুতরাং কান্যকুব্জদিগের মধ্য হইতে পঞ্চ গোত্রের মহর্ষিকল্প সাগ্নিক পঞ্চ বিপ্র বঙ্গদেশে প্রেরণ করা আবশ্যক।

২য়—কান্যকুব্জাধিপতির কন্যার অনুরোধ-ক্রমে অর্থাৎ আদি-

শূরের মহিষীর প্রার্থনায় প্রথমে যাজ্ঞিক পঞ্চ বিপ্রের পিতৃপঞ্চক পরম পণ্ডিত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি বঙ্গদেশে শুভাগমন করেন। তৎপরে পুত্রেষ্টি সমাধান বিষয়ে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় সদারাপত্য আদিশূরের আবাসে নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন।

৩য়—যজ্ঞ সমাধানান্তে পঞ্চ মহর্ষি রাঢ়দেশে অবস্থিত হইলে ইহাঁদিগের সহোদরচতুষ্টয় আদিশূরের অভ্যর্থনায় বরেন্দ্রভূমে নিবাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য গোত্রের যজ্ঞকর্ত্তা ভট্টনারায়ণকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট এইরূপ নামে নির্দ্দেশ করে। সুতরাং উভয় শ্রেণীতে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় যজ্ঞকর্ত্তা বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। বরেন্দ্রভূমে বসতি কালে ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঁই ওঝা (উপাধ্যায়) বরেন্দ্রভূমের আদি অধিষ্ঠানকর্ত্তা; রাঢ়ীয়দিগের মতে ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র আদিবরাহ। বন্দ্য-ঘটীয়দিগের আদিপুরুষ। বরেন্দ্রভূমের গ্রাম বিভাগ কালে ইনিই প্রথম গ্রাম পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম আদিগাঁই ওঝা।

৪র্থ—যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র মধ্যে এত শত্রুতা কেন? উত্তর—উভয় শ্রেণীই পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ পর-স্পরের নিন্দা করেন এবং দূরদেশে বাস নিবন্ধন বিভিন্ন বংশীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া আপনাদিগকে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ পরস্পরের মূল পুরুষ পৃথক্ নহেন। অধিক লিখিবার আবশ্যকতা নাই। দৃষ্টান্ত যথা—একই বংশের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির পুত্রাদি অধস্তন সন্ততির সহিত অনেক সময়ে পরস্পরের ঐক্য বাক্য দেখা যায় না। পরস্পরের কুটুম্ব ও বান্ধবগণের সহিত ভোজ্যান্নতা ও বৈবাহিক সম্বন্ধও দৃষ্ট হয় না। আর একটা উদাহরণ প্রদর্শন

করিলেই যথেষ্ট হইবে। যেমন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ৩৬ মেল এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর আটটী পটী এবং ভাবসমূহ আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আপনাদিগকে কুলীন বলিয়া বিশেষ গৌরব করেন স্বীয় স্বীয় মেল বা পটীর অন্তর্নিবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বতীত অন্য মেল বা পটীর সমাশ্রিত ব্যক্তিকে হেয় ও নিন্দনীয় জ্ঞান করেন। তদ্ধেতুক যে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন মেল ও পটী ভঙ্গ হইলেই উভয় শ্রেণীর সে দোষ দূরীভূত হয় ও মঙ্গলের সম্ভাবনা। কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বদ্বারী বিবাহ প্রচলিত ছিল। বারেন্দ্রশ্রেণীতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কর্ত্তৃক প্রথমে ঐ শ্রেণীতে পটীবদ্ধ হয়, তাহাতেই বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর পার্থক্য ও বিচ্ছেদ ঘটে। রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্র-গণও কিছুকাল পরে তদ্রূপে দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক ৩৬ মেলে আবদ্ধ হয়েন। তদবধি ইহাঁদিগের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে; এবং পরস্পরের বিচ্ছেদ জন্মিয়াছে।

৫ম—কোন নব্য গ্রন্থকার অনভিজ্ঞতা বশতই হউক অথবা নিজের বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতা দেখাইবার জন্যই হউক কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষিকে মহারাজা আদিশূর কর্ত্তৃক মালদহের গঙ্গাতীরে বালুকাময় পুলিনে অবস্থানের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহাদিগকে যে পাঁচ খানি কুটীর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, উহা জনশূন্য অরণ্যময় স্থান বলিয়া তাহার ভৌগোলিক দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। সম্রাট্ আদিশূরের মহত্ত্ব সংবর্দ্ধন করিবার জন্য রাজ্যের অপক্ষয় নিবারণ মানসে তদীয় বাদন্যতার অপূর্ব্ব প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার মতে সম্রাট্ আদিশূর পঞ্চ মহর্ষিকে

পাঁচটী রাজ্য দেন নাই; পাঁচ খানি কুটীর করিতে যে পরিমাণ স্থান আবশ্যক, তাবৎপরিমিত স্থান মাত্র দিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগকে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন। অনুমানের কি অদ্ভুত শক্তি! একবার ইহা ভাবা উচিত ছিল যে, যে পঞ্চ মহর্ষিকে মালদহের বিজন প্রদেশে বসাইতেছেন, তথায় তাঁহাদিগের পুত্রাদিকে বাসস্থান দিলেন না কেন? পিতৃবর্গ অপত্যবিদ্বিষ্ট অথবা পুত্রগণ পিতৃভক্তিহীন। তন্নিমিত্তই কি মালদহে পিতৃগণের নিবাসস্থান এবং পুত্রাদির নিবসতিস্থান বাঢ়দেশে স্থিরীকৃত হইল? কি আশ্চর্য্য যুক্তি! অনুমানের কি অপূর্ব্ব মহিমা। ও সকল বিষয় সামান্য শিশুগণও বুঝিতে পারে যে, পিতা ও পুত্রে অতি দূর স্থানে নিবসতি করা কর্ত্তব্য কি না?

সে কথা বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বিচার্য্য বিষয় এই, সম্রাট্ আদিশূর যে পঞ্চ মহর্ষিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা ও তপস্যাবলে কান্যকুব্জ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া আনিয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের দ্বারা সমস্ত বঙ্গে, বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য প্রচার করিবেন এবং যাঁহাদিগের প্রভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, সেই পঞ্চ মহর্ষি তৎকর্ত্তৃক সামান্য পর্ণশালায় সন্নিবিষ্ট হইবেন, ইহা সামান্য বুদ্ধির অগম্য।

গ্রন্থকারের অনুমানে পঞ্চ মহর্ষি সামান্য-ভিক্ষুক-বটুক মাত্র, সুতরাং তাঁহাদিগকে পাঁচ মুষ্টি তণ্ডুল, এক এক খানা কম্বল ও এক একটা ঘটী, এক একখানা থালা এবং বাসের জন্য পাঁচ খানি পর্ণশালা নির্দ্দেশ করিলেই সম্রাটের বদান্যতার একশেষ হইল। এবং পুত্রেষ্টির দক্ষিণা স্বরূপ এক একটী স্বর্ণ মুদ্রা তাহার সঙ্গে ফাউ (অবশেষ) দিলেই দানের, মর্য্যাদার, সুখ্যাতির, মহত্ত্বের

এবং ঔদার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইল! কি চমৎকার অনুমান! পাশ্চাত্য লোক এক একখানা দড়ীর খাটিয়া পান নাই কি?

এ সেরূপ কার্য্য বা অনুমান নহে। সম্রাটের নিজের মহত্ত্ব এবং দানের ও পাত্রের মহিমা বিচার অগ্রে কর্ত্তব্য। ব্রহ্মর্ষিকল্প ভট্টনারায়ণাদি কোথা হইতে আসিয়াছেন, কেমন ব্যক্তি, কিরূপ কার্য্যে আসিয়াছেন, কিরূপ দান করিলে সম্রাটের মহত্ত্ব থাকে এবং কিরূপ দানে গ্রহীতার মানের লাঘব না হয়, ইহা বোধ হয় সামান্য ব্যক্তিও বুঝিতে পারেন। ইহারা ভিক্ষুক নহেন। ভট্টনারায়ণ রাজপুত্র, শ্রীহর্ষাদি দরিদ্র নহেন।

ইহাঁরা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বেদ প্রচার ও ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপন নিমিত্ত সম্রাট্ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং তদ্রূপ সম্মানে সম্মানিত হইয়া পুত্রাদির সহিত নিরুপদ্রবে সুজলা সুফলা রাঢ়ভূমি অর্থাৎ রাষ্ট্র অধিকার পূর্ব্বক, সর্ব্বত্র বেদ প্রচার ও ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপন করিবেন, ইহাই সম্রাটের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং তাঁহার মর্য্যাদা ও চিরকীর্ত্তি রক্ষার একমাত্র হেতু। সম্রাট্ আদিশূর পঞ্চ মহর্ষিকে পাঁচটী রাজ্য দিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহা-দিগের উনষষ্টি সন্তানকে উনষষ্টি শাসনস্থানের অর্থাৎ পরগণার অধিকারী করিয়াছিলেন। যে পুত্র যে গ্রামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তৎসন্ততিগণ সেই সেই শাসনে পরগণার অধিকারী।

বরেন্দ্রভূমেও পঞ্চ মহর্ষির ভ্রাতৃগণ ও তাঁহাদিগের সন্তানপরম্পরা একশত গ্রামিন্; উত্তরবঙ্গে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য প্রচার করিবার জন্য স্থান পাইয়াছিলেন; তাঁহারাও এক একজনে এক একটী রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। তাহাতেই অতি শীঘ্র বঙ্গদেশে পুনর্ব্বার বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য প্রচার হয়। আমরা আর এ বিষয়ে অধিক কিছুই

বলিতে ইচ্ছা করি না। যিনি যাহাই বলুন বা যাহাই লিখুন, পঞ্চ মহর্ষির তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। দেবতাদিগকে যাহার যতদূর ক্ষমতা ও মনের মহত্ত্ব, সে তাবৎপরিমিত বস্তু নিবেদন করিয়া দিয়াই, আপনাকে কৃতী ও কৃতার্থ মনে করে। সুতরাং এ বিষয়ে আর তর্ক বিতর্ক করিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। কেবল সম্রাটের উদ্দেশ্য ও সদারাপত্য পঞ্চ মহর্ষির কার্য্যকলাপের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলেই যথেষ্ট। তথাপি আমরা পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য হরিমিশ্রাদির কুল-গ্রন্থ হইতে সদারাপত্য পঞ্চ মহর্ষির রাঢ়ে আবাস গ্রহণের প্রমাণ দেখাইতে বাধ্য হইলাম।

রাঢীয়গণ রাষ্ট্র অধিকার করেন বলিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থ প্রদেশসমূহ রাষ্ট্র অর্থাৎ রাঢদেশ বলিয়া বিখ্যাত। রাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে রাট্‌=রাঢ় হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের নাম ভড়।

বরেন্দ্র=শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত বলিয়াই পদ্মা-নদীর উত্তর সীমাস্থিত স্থানসমূহের নাম পৌণ্ড্র বা বরেন্দ্রভূম। তাহা হইতে বরেন্দ্র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই নামটী পালবংশীয় রাজাদিগের সময়ে স্বীকৃত হয়। তৎপূর্ব্বে ঐ প্রদেশের নাম পৌণ্ড্র দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। রাঢীয় পঞ্চ রাজ্যের পঞ্চকোটি এই নাম কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। রাঢীয় অন্য চারি রাজ্যের নগরের নামান্তর হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্তানগণের বাসস্থানের দেদীপ্যমান নাম বিদ্যমান। তাহা এ পক্ষে প্রচুর প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনিও (গ্রন্থকার) তাহা অপহ্নব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কেবল পঞ্চ মহর্ষিকে মহারাজাধিরাজ আদিশূরের তোষামোদকারী বিবেচনা করিয়া গৌড়ের রাজধানী সমীপে

পাঁচ খানি কুটীরে বসাইয়াছেন। মহারাজ সর্ব্বদা চাটুবাক্য শুনিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। পাঠক কি বিবেচনা করেন? বাজজৃম্ভিকায় ছোটিকা আবশ্যক।

"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ১১১ পৃষ্ঠে লিখিত আছে, পঞ্চমহর্ষিকে রাজা আদিশূর রাঢ় দেশের পঞ্চ নগরে বেদ ও ব্রাহ্মণ্য প্রচার জন্য আবাস স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। মালদহের নিকট পাঁচ খানি সামান্য গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তদীয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে তিনি প্রামাণিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। কেবল নিজের স্বকপোলকল্পিত কথার আড়ম্বর করিয়াছেন। তাঁহার লেখা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"যে বিস্তৃত ভূভাগ আমরা প্রাচীন গৌড় রাজধানীর বর্ত্তমান স্থান স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহারই নিকট কামকোটী বার্ত্তা ও অপর চারিটী গ্রামের সন্ধান পাইয়াছি। প্রায় পূর্ব্ব নামই বজায় আছে, অতি সামান্য রূপান্তর ঘটিয়াছে।"

"এতন্মধ্যে ব্রহ্মপুরীর বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুর। ইহা মালদহ হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে, ও ভাগীরথীর এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা ২৪, ৫৩, ৫৫ উঃ পূঃ ও দ্রাঘি ৮৮, ৮, ৩৫ পূঃ)।"

"হরিকোটির বর্ত্তমান নাম হরিপুর। ইহা ভাগীরথীপুরের অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ও কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান। (অক্ষা ২৫, ৩, উঃ ও দ্রাঘি ৮৮, ৬, ৪৫ পূঃ)।"

"কঙ্ক গ্রামের বর্ত্তমান নাম কাঁকড়ী। এখন রাজসাহী জিলায় ও ও গঙ্গার দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (অক্ষা ২৪, ৩৮, ৪৫, উঃ ও দ্রাঘি ৮৮, ২ পূঃ)।"

"বটগ্রামের বর্ত্তমান নাম বটরিয়া বা বটোড়ি। মালদহ জিলায়

গঙ্গার তটে অবস্থিত। (অথ্যা ২৪, ৪৬, ৪৫, উঃ ও গ্রাধি ৮৮, ১৩, ৫০ পৃঃ)। বহু অনুসন্ধান করিয়াও আমরা কামটী গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলাম না। বোধ হয় প্রাচীন গঙ্গার স্রোতপরিবর্ত্তনের সহিত সেই প্রাচীন গ্রাম গঙ্গার গর্ভশায়ী অথবা বিলুপ্ত হইয়াছে।"

দেদীপ্যমান অস্তিত্বসত্ত্বেও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-লেখক যে কি প্রকার অনুমানের উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া যুক্তিমূলক ও প্রামাণিক স্থানপঞ্চকের পরিবর্ত্তে কল্পনা প্রভাবে কেমন পাঁচখানি উটজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন! বলিহারি যাই।

কান্যকুব্জাগত মহর্ষিপঞ্চকের জীবিকানির্ব্বাহ জন্য, তদীয় ছাত্রগণের শিক্ষা বিধানার্থ, মহর্ষিপঞ্চকের তীর্থাবাস এবং আদিশূরের নিজ অধিকারে দ্বিজাতি মধ্যে বেদ প্রচার, ব্রাহ্মণ্য ও সদাচারের অভ্যাস প্রদর্শনে রাঢ়দেশে এবং গঙ্গাতীরে যে যে গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন নিমিত্ত কুলার্ণব হইতে এড়ুমিশ্রের কারিকা দেওয়া গেল।

তালিকা দ্বারা বিশেষরূপে অনুমান হয় যে, মহারাজাধিরাজ আদিশূর সদাচার-পরিচ্যুত অব্রাহ্মণ্য রাজ্যে সদাচার ও ব্রাহ্মণ্য সংস্থাপন নিমিত্ত একান্ত ব্যস্ত এবং ঔৎসুক্য দেখাইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত রাজ্য দিতে বাধ্য।

ব্রাহ্মণের কি করা কর্ত্তব্য মহর্ষিপঞ্চকের সে জ্ঞান বিশেষ ছিল। তন্নিবন্ধন তাঁহারা পাঁচজনেই গোত্রকার ঋষিদিগের ন্যায় অতি দূরতর স্থানে পরস্পর আশ্রম করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে স্থলপথে গমনাগমনের সুবিধা না থাকিলেও নদীপথে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল। নাব্য নদীতে নৌ-সাধনোদ্যত ব্যস্তকর গমনাগমনের

বিশেষ সুগমতা ও সত্বরতার বার্ত্তা শ্রুত হওয়া যায়। পঞ্চাশ দাঁড়ের পানসী ইহার দৃষ্টান্ত।

যাঁহারা পঞ্চ মহর্ষির কার্য্যকলাপ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন মহর্ষিপঞ্চক ভাগীরথীতটে ছাত্রাবাস সংস্থাপন করিয়া অনুগঙ্গ প্রদেশে অতি শীঘ্রই বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার সংস্থাপন করেন। অনুগঙ্গপ্রদেশে অবস্থিতি জন্য মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর, নবদ্বীপ, যশোহর, খুলনা এবং চব্বিশ পরগণার প্রজাসমূহের মধ্যে সহজেই এবং শীঘ্রই ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয়। ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে এবং গতানুগতিক ন্যায়ের দৃষ্টান্তে সভ্যতা ও ভব্যতার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার ক্রমশঃ লব্ধপ্রবেশ হয়। বরেন্দ্রভূমেও তদ্রূপ।

দনুজ মাধবের সময় হইতে পূর্ব্ববঙ্গে শ্রোত্রিয়গণই বিশেষ বিষয়াসক্ত হইয়াছিলেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির নানাপ্রকারে দোষ ঘটিয়া থাকে। সেই সকল দোষ পরিপাকজন্য শ্রোত্রিয়গণ কুলীন সন্তানগণকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের চির-কালের ভরণপোষণের ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মহচ্চরণে স্বর্ণশৃঙ্খল সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। তদবধি কুলীনসন্তানগণের অনায়াসে বৈবাহিক সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়াই কুলীনসন্তানগণ একেবারে নিশ্চিন্ত এবং সমস্ত কর্ত্তব্য বিষয়ে উদাসীন হইলেন। ক্রমে তাঁহাদিগের মনে এই অভিমানটুকু দেদীপ্যমান থাকিল যে, তাঁহারা অমুক মহাপণ্ডিত বা মহাপুরুষ আদিকুলীনের অধস্তন সন্তান। এই সূত্রে পৈতৃকস্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে কুলীনের ভাগ অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বস্থানে কুলীনগণের অধিকাংশ রহিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিথিলা (দ্বারভাঙ্গা)—তথাকার রাজা ব্রাহ্মণ., তিনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ শিষ্যের নিকট দ্বারভাঙ্গা রাজ্য পাইয়াছিলেন। গ্রন্থকার দেখুন—কত বড় রাজ্য! এখানে মহেশ্বরের কুল-পঞ্জিকার বচন যথা—

রাজোবাচ।

হরিমিশ্রেণ যদ্ব্যক্তং স্থানানি তন্নিবেশনে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ কথয়স্ব যথাশ্রুতং॥ ১।

এড়ুমিশ্র উবাচ।

তব শুশ্রূষয়া রাজন্ কথযামি যথাক্রমং।
নগরীঃ পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ সদ্যো জীবিকয়া দদৌ॥ ২।
শ্রুতিপ্রচারণে পশ্চাৎ পুনঃ পঞ্চানুগঙ্গকে।
শাণ্ডিল্যেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ॥ ৩।
পঞ্চকোটীমনুষ্যাথ সোহধ্যাস্ত নাকুলীশিকং।
পঞ্চানাং কোটয়ো যত্র পঞ্চকোটীতি সা স্মৃতা॥ ৪।
উত্তরস্যান্ত বীরা ভূর্যাম্যাং মল্লাদয়স্তথা।
বর্দ্ধমানস্ত পূর্ব্বস্যাং নাগরাজ্যঞ্চ পশ্চিমে॥ ৫।*
ভূমের্মেয়ত্বনির্দ্দেশাৎ মানভূমীতি সা স্মৃতা॥ ৪।

---

* কুলাচার্য্যশ্রেষ্ঠ বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের পাঠ যথা।—বারুণ্যাং নাগরাজ্যকং। এই পাঠ ঘোড়ানাশ, পাটুলী ও ভাজনঘাটের পুস্তকেও দেখা যায়।

যাজ্ঞিক পঞ্চ মহর্ষির নামাদি।

মহর্ষির নাম।	গোত্র।	জীবিকার্থ বাসস্থান	অধুনাতন নাম	তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী
(১) ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি	পঞ্চকোট বা মানভূমি	কালীঘাট *
(২) শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম	বাণকুণ্ডা (বাঁকুড়া)	অগ্রদ্বীপ +
(৩) দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি	বীরভূম কামকোটি	তন্ত্রীপুর ‡
(৪) বেদগর্ভ	সাবর্ণিক	বটগ্রাম	বর্দ্ধমান (বড়গ্রাম)	গুপ্তপল্লী ¶
(৫) ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটি গোপ ব্রহ্মপুরী	মেদিনীপুর (হবিকুটী) গোপ	ত্রিবেণী §

* নাকুলীশিকং নকুলেশ্বর ভৈরব সম্বন্ধীয় পীঠস্থানং। কৌশিকী= কালী।

\+ কাঁকডা কাঁকড়ী, কাক্টী প্রভৃতি অস্পষ্ট নামের অনেক গ্রাম এ প্রদেশে বর্ত্তমান।

‡ কামতা, কান্তা, কেঁউটা প্রভৃতি অপভ্রষ্ট নামের গ্রাম এই জিলায় দেখা যায়।

¶ বড়গাঁ। বর্দ্ধমানের তাৎপর্য্যার্থ।

§ অদ্যাপি মেদিনীপুরের নিকট চীরকোটি বা চিড়াকুটি গ্রাম বর্ত্তমান আছে। গোপ এই স্থান ত জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

সরিৎ সুবর্ণরেখাপি যাম্যাং যস্যা বিরাজতে ॥ ৬
সেয়ং পুণ্যতমা ভূমিশ্ছান্দড়স্য নিবেশনে।
বীরা ভূঃ কামকোটিঃ স্যাৎ প্রাচ্যাং গঙ্গাজয়ান্বিতা ॥ ৭
আরণ্যকঃ প্রতীচ্যাঞ্চ দেশো দার্ষদ উত্তরে।
(উত্তরা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।)
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা নদ্যো দক্ষিণে বহবঃ স্থিতাঃ ॥ ৮
স্বাস্থ্যরক্ষাবিধৌ দক্ষস্তত্রাবসৎ স্বকাঙ্ক্ষয়া।
বাণকুণ্ডে স্থিতঃ কঙ্কো বর্দ্ধমানস্য বারুণঃ ॥ ৯
তত্র হর্ষো ভরদ্বাজঃ কবিশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।
জন্মভূসদৃশং মত্বা তত্রাতিষ্ঠৎ স্বকামতঃ ॥ ১০
প্রাচ্যাং ভাগীরথী যত্রোদীচ্যামপি চকাশতে।
স্বেচ্ছয়া বেদগর্ভেণ বর্দ্ধমানঃ স যাচিতঃ ॥ ১১
এতেভ্যো জীবিকাহেতোর্দদাবেতান্নৃপো মুদা।
পঞ্চভ্যঃ পাঞ্চতীর্থেষু পুনঃ পঞ্চ দদৌ নৃপঃ ॥ ১২
ছান্দড়স্য চতুষ্পাঠী ত্রিবেণ্যাং পরিকীর্ত্তিতা।
কৌশিক্যাঃ পাদমূলে চ বিদ্যা নারায়ণী স্থিরা ॥ ১৩
মেদিন্যা বর্দ্ধিতাংশো বৈ বটগ্রামঃ সমীরিতঃ।
নদীমাতৃকদেশোঽয়ং শস্যপূর্ণো মনোরমঃ ॥ ১৪
গঙ্গা:ভাগীরথী যত্র তত্র দক্ষস্য মাতৃকা।
অগ্রদ্বীপো মহাতীর্থো গঙ্গা যত্রোত্তরামুখী ॥ ১৫
কাশীতুল্যো সদাপূতো মুক্তিক্ষেত্রং ন সংশয়ঃ।
তত্রাবাসে মতিশ্চক্রে হর্ষো বেদ-প্রচারণে ॥ ১৬
শান্তিপণমুনের্বাসাৎ শান্তিপুরমিতি স্মৃতং।
তস্য দাক্ষিণ্যগুপ্তিত্বাৎ গুপ্তপল্লীতি যা বভৌ ॥ ১৭

ত্রিষু সীমসু ত্রিস্রোতা দিশস্তু বারুণীং বিনা।
তয়োর্ভাগীরথী নিত্যমন্তরাবর্ত্ততে গুণৈঃ॥ ১৮
যত্র দ্বিজাঃ সুখায়ন্তে দুঃখায়ন্তে ন কর্হিচিৎ।
বেদো বিবিচ্য রম্যাস্তামধ্যবাস সশিষ্যকঃ॥ ১৯
নবদ্বীপেঽবসদ্রাজা তব পশ্চাৎ পিতামহঃ।
যদা পিতৃবিরোধেষু বৈদ্যশ্রেণী দ্বিধাঽভবৎ॥ ২০
দ্বিজমুখ্যাঃ পুরা বাসানাদহুরনুগঙ্গকে।
(কচিৎ আদহুরনুগঙ্গকান্ ইতি পাঠঃ।)
প্রাচ্যা যাম্যা উদীচ্যা যে কায়স্থা দ্বিজকিঙ্করাঃ॥ ২১
অন্যেঽপি বহবঃ শূদ্রা গোপাদ্যা নবশায়কাঃ।
দণ্ডিনশ্চ মহাভাগা মুক্তিকামা বিশেষতঃ।
অন্ত্যজা অপি যে ভক্তা ন ত্যজেয়ুঃ সরিদ্বরাং॥ ২২

কুলপঞ্জিকা।

পঞ্চমহর্ষির উনষষ্টি সন্তানের নাম সমেত ৫৯ শাসনের স্থিতি সন্নিবেশ।

ভট্টনারায়ণ-সন্ততির বেদ-প্রচারার্থ আশ্রমের নাম।

১। মাধব আকাশ—হাবড়া জিলা ৩ সংখ্যক কুলী গ্রামের সহিত একীভূত, কুলাকাশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রধান বংশীয় কুলীন সন্তানের আবাস আছে।

২। মধুসূদন করালক—বীরভূম জিলার কড়ায় বা কবাল (বর্দ্ধমান জিলার কাঁটোয়ার দক্ষিণ কড়ুই গ্রাম প্রসিদ্ধ)।

৩। বাসুক কুলিশ—আকাশ দেখ। (১ সংখ্যা) বর্দ্ধমান জিলার কুলী গুষুনী অপ্রসিদ্ধ নহে। থানা মন্ত্রেশ্বর।

৪। গুঁই বা গুহ কুলভি—বর্দ্ধমান জিলায় ইন্দেশ থানার অন্তর্গত।

৫। কোয় কুশারি—বর্দ্ধমান জিলার অম্বিকা কালনার এক ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বাংশেই অধুনা কুশোডাঙ্গা নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বকালে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ছিল, এখন গঙ্গার চড়ায় ডাঙ্গা হওয়াতে সুতরাং কুশোডাঙ্গা। কুশারী গ্রাম প্রসিদ্ধ।

৬। নান কুসুমকুলী—বর্দ্ধমান জেলার মন্ত্রেশ্বর থানার দুই ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ প্রসিদ্ধ গ্রাম। কুসুমীকুল শ্রোত্রিয় বংশ ধ্বংস। বন্দ্যো, মুখো, চট্টোপাধ্যায় কুলীন সন্তান আছেন। গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণাংশে কুসুমকুলী নামে একটী পল্লী ছিল। তথায় কুসুমকুল শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তান্ত বিনির্ণয় আছে ;—যথা "গুপ্তিপাড়া সমাজে কিসের হুলহুলী, রূপ বাঁড়ুবী আর কুসুমকুলী।" কুসুম গ্রামের রেজ, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রসিদ্ধ।

৭। নীপ কেশরি—কেশরকুনী বলিয়া প্রসিদ্ধ, শাঁকটীগড়ের উত্তরপূর্ব্ব এক ক্রোশ, কেশেড়া গ্রাম বিখ্যাত।

৮। রাম গড়গড়ী—হাবড়া জিলাতেই প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমানাদি ছয় জিলায় এবং মানভূমির গড়গড়িতে কেশেড়া ও কেশরি গ্রামের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং অনেক গ্রামে কেশবগ্রামী শ্রেণীর বংশ বিরাজ করিতেছে। বর্দ্ধমান জিলার কালনা ও কাঁটোয়ার সীমায় কৃষ্ণবাটী দেয়াসীনির নিকট গড়া ও গাছা দুই গ্রাম একত্রে গড়াগাছা হইয়াছে। সিউড়ীর পূর্ব্বাংশে গড়গড় সাঁকো নামে গ্রাম আছে।

৯। মহামতি দীর্ঘাঙ্গী—জিলা হুগ্‌লী (দীগড়ে) বলাগড়ের নিকট নাটাগড় দীগ্‌ড়ে বিখ্যাত। (দীর্ঘবাটী) বর্দ্ধমান জিলায় রাণীগঞ্জের নিকট দীর্ঘনগর ও দীগবাড়ী গ্রাম আছে।

১০। বাটু পারি—জিলা বর্দ্ধমান, পাল্‌শী গ্রাম নামেই কথিত ও বিখ্যাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের গুস্করার পূর্ব্ব ৩ ক্রোশ। এখানে শ্রোত্রিয় বংশ প্রায় লোপ, কুলীনবংশ আছে।

১১। আদিবরাহ বন্দ্য—জিলা হুগ্লী বন্দীপুর নামে পরিচিত। সেয়াখালা বন্দীপুর। অনেক কুলীনের বাসস্থান।

১২। বিকর্ত্তন বটব্যাল—বর্দ্ধমান (বড়াল) উপলতি, বড়া, পৃথক দুই গ্রাম। শ্রোত্রিয় ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবাসস্থান। প্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের জন্মভূমি।

১৩। নীল বসুয়ারি—জিলা হুগলী বসো গ্রাম বলিয়া পরিচিত; ধনেখালির নিকট। মুর্সিদাবাদেও বসুয়া গ্রাম দেখা যায়।

১৪। ব্যূঢ় মাস—(মাসচটক্) জিলা বর্দ্ধমান মাসডাঙ্গা থানা মন্তেশ্বর—মাসন্দী বা মাসদীঘী কাঁটোয়া সবডিবিজান, থানা কেতুগ্রাম। পাঁচন্দীর নিকটবর্ত্তী।

১৫। শান্তেশ্বর সেয়ুক—বর্দ্ধমান বিভাগের প্রায় সকল জিলাতেই সিয়ক, সেয়ুক, সেয়া ইত্যাদি অপভ্রংশের অনেক গ্রাম আছে। এবং সেই সেই গ্রামে দুই এক ঘর সেয়ুকগ্রামী শ্রোত্রিয় দেখা যায়। হুগ্লী জিলার মেমারির নিকট সেয়ুক গ্রাম বিখ্যাত। মুর্শিদাবাদ জিলার জঙ্গীপুরের অন্তর্গত একখানি গ্রামও ঐ নামে পরিচিত। হুগ্লী জিলায় ঐ শ্রোত্রিয়ের কুলক্রিয়া বিদ্যমান আছে। তাঁহারা গোস্বামী পদবাচ্য।

১৬। গণ ঘোষলী—মানভূম জিলার পাণ্ড্রাগ্রামের

নিকটবর্ত্তী। বরাকর নদীর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে দক্ষিণে অবস্থিত। রাঢ়ভূমির প্রায় সকল জিলাতেই এই নামের অপভ্রংশে ঘোষলা, ঘষুলী, ঘুষ্‌ড়ী নামে অনেক গ্রাম আছে। হাবড়ার নিকট ঘুষড়ী ট্যাঁক প্রসিদ্ধ।

কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষসন্তানগণের আবাস।

১। নীর অম্বুলী (আমরুলিক)—জিলা বর্দ্ধমান (আমুল সিঙীর নিকট কাঁটোয়া সবডিবিজান)। শ্রোত্রিয় সংখ্যা অতি অল্প।

২। জন কয়ারি (বা কোয়ারি)—জিলা বর্দ্ধমান কুওড়া জামড়া দুই পৃথক্ গ্রাম থানা মন্তেশ্বরের ৩ ক্রোশ উত্তর।

৩। ধীর গুড়—জিলা হুগ্‌লী গুড়োপ নামে খ্যাত। মানভূমিতেও গুঁড়াগ্রাম আছে। বীরভূমির গুঁড়ো, মুর্শিদাবাদ জিলাতেও গুড়ীগ্রাম আছে। হুগ্লী জিলা গুড়োপ ভাস্তাড়া। গুড়-পের অর্থ গুড় গোষ্ঠীকে যে গ্রাম প্রতিপালন করে।

৪। সুলোচন চট্ট—মানভূম জিলার (উচট্ট, সুচট্ট, হুচট্ট)। বর্দ্ধমান জিলায় কুচট্ট গ্রাম হইতে কুচট্‌=তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের নাম কালেশ্বর। চট্টগ্রামী সন্ততির দুর্ব্যবহারে ঐ গ্রামের নাম কুচট্ট হয়। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামও তথৈবচ বলিয়া কালেশ্বর। পূর্ব্বতন লোকগুলো কিছু কুচুটেও ছিল বটে।

৫। শম্ভু তৈলবাটী—জিলা বাঁকুড়া তিলাড়ী বা তৈলবাটী নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরের নিকট। হুগ্‌লী জিলার তিলনা গ্রাম পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী। তথায় কুলীনের বাস আছে। নার্যাগ্রাম

ইহার নিকট ছিল। দুই গ্রাম একত্র হইয়া তিলনাম্নীর মিলনে "তিলনা" হইয়াছে।

৬। বনমালী পর্কটী (পাকড়াশী) পাকুড়—বীরভূম জিলা পাকুড় এখন রাজধানী। E. I. R. সাঁওতাল পরগণা।

৭। পালু পলশায়ী—মুর্সিদাবাদ জিলা পলসাক্রি গ্রাম নামে পরিচিত। কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের আবাস।

৮। রাম পালধি—বর্দ্ধমান বিভাগের অনেক জিলায় পাল্‌ধে, পাল্‌টে, পাল্‌দী, পালোদা ইত্যাদি অপভ্রংশের অনেক গ্রাম আছে। সেই সেই গ্রামে পালধি শ্রোত্রিয় আছে।

৯। কৌতুক পীতক (পীতমুণ্ডী) বীরভূম জিলা, সাঁওতাল পরগণা, পীতমোড়া, পীঠমোড়া গ্রাম পাকুড়ের নিকট।

১০। জটাধর পূষলী—বর্দ্ধমান বিভাগ ও মানভূম প্রদেশে পোষলা নামে অনেক গ্রাম আছে।

১১। কৃষ্ণ পোড়ারি (দগ্ধবাটী)—পোড়াবাড়ী মুর্সিদাবাদ জিলার সাঁইতিয়ার নিকট।

১২। শশিধর ভট্ট (ভট্টশালী) ভাটরা, ভাটাকুলি—জিলা বর্দ্ধমান ভাটাকুলি বলিয়া খ্যাত। যেথানে ভট্টগ্রামীদিগের "কুল" বংশ বা কুলক্রিয়া ছিল। তন্নিবন্ধন গ্রামের নাম ভাটাকুল। থানা সাহেবগঞ্জ। ভাটরা থানা কালনা।

১৩। শুভ ভূরি (ভূরিষ্ঠাল)—প্রকৃত সংস্কৃত নাম, কুলগ্রন্থে "ভূরিস্থষ্ট" এই নাম আছে। এখনও হুগ্‌লী জিলার ভূর্‌শুট পরগণা প্রসিদ্ধ। ভূরিস্থষ্টের অপভ্রংশ ভূর্‌শুট। মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মভূমি পাণ্ডুয়ার নিকট। শান্তিপুরে ভুরিষ্ঠাল গ্রামী শ্রোত্রিয় ভট্টাচার্য্য বিশেষ বিখ্যাত।

১৪। কেশব মূলগ্রাম—জিলা বৰ্দ্ধমান মণ্ডলগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম।

১৫। শ্রীহরি শিমলায়ী—ভাগীরথী নদীর সন্নিকটে এবং রাঢ়ভূমির অনেক স্থলেই এই নাম আছে।

১৬। কাক (হর) হড়গ্রাম—বৰ্দ্ধমান জিলা হড়ো গাঁ পলসা, থানা সাতগেছে। বৰ্দ্ধমান ও কালনার পথের মধ্যবৰ্ত্তী।

ভরদ্বাজে শ্রীহর্ষ সন্ততির বাসভূমি।

১। বাঁধু মুখুটী—মুকটে, মুক্তে, মুকুটে ইত্যাদি গ্রাম বাঁকুড়া জিলায় প্রসিদ্ধ। রাঢ়ে ও মানভূমের মধ্যে মুখটীর অপভ্রংশে মোকটা, মুখ্‌টী প্রভৃতি অনেক প্রকার গ্রাম দেখা যায়। তথায় যেমন কুলীনের সদ্ভাব আছে, তেমনি মুখটী শ্রোত্রিয়ও আছে।

২। জন্ ডিংসাই (ডিংসাই) বৰ্দ্ধমান রাণীগঞ্জ সবডিবিজানের ডিংসা ডিংসী। বীরভূমের দাঁড়কা। বাঁকুড়ার ডেঁভী। মেদিনীপুরের ডিঙেসে।

৩। রাম রায়গ্রাম—রাঢ়ভূমির অনেক স্থলেই এই নাম দেখা যায়। বৰ্দ্ধমানেই প্রসিদ্ধ। নাদনঘাটের নিকটবর্ত্তী।

৪। নান সাহরি—(সাহড়িয়াল) মুর্সিদাবাদ, মানভূম ও বীরভূমে এই নামের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনে অনেক গ্রাম আছে। সেই সকল গ্রামে সাহরি শ্রোত্রিয়ের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভের সন্তানগণের আবাসস্থান।

১। রাজ্যধর কুন্দ—জিলা বাঁকুড়া কুন্দী (পড়াশী)

প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমান জিলার মঙ্গলকোটে এই নামের গ্রাম আছে।

২। হল গাঙ্গুলী—বর্দ্ধমান জিলা থানা সাতগেছে গ্রাম গাঙ্গুব প্রসিদ্ধ, পূর্ব্বে এখানে থানা ছিল।

৩। মাধব ঘণ্টা—(ঘণ্টাল) জিলা মেদিনীপুর অপভ্রংশে ঘাটাল।

৪। মদন দায়ী—(ধেয়ে) জিলা বর্দ্ধমান। এখন ঐ গ্রামেব নাম আকবর নগব ধেঁয়ে বলিয়া খ্যাত, থানা মন্তেশ্বর, কাইগ্রামেব পশ্চিম।

৫। বিশ্বরূপ নন্দী—জিলা মেদিনীপুর ঐ নামেই খ্যাত।

৬। গুণাকর নায়ী—(বা নায়াবি) বাঢ়দেশের অনেক স্থানে এই নামেব অপভ্রংশে ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম আছে। উনিয়া গ্রাম অজয় নদীব নিকট। নীয়া হইতে উনিয়া। পারি বা পালী গ্রামেব নিকটবর্ত্তী গ্রাম বিশেষ। গুষ্করার উত্তর ২ ক্রোশ।

৭। মধুসূদন পারি—(পাবিহাল পালিগ্রাম) পাবি বা পালীগ্রামী শ্রোত্রিয় সন্তানগণ নায়ী বা নায়াবি গ্রামীদিগেব পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছিল। "উ" অর্থাৎ ব্যবধান, নায়ী হইতে নিয়া=উনিয়া।

৮। রাম পুংসিক—(পুংস্কুণ্ড) অপভ্রংশে পাঁশকুড়ো, জিলা মেদিনীপুব।

৯। কুমার বালী—জিলা হুগলী, এখানে অদ্যাপি এই শ্রোত্রিয়েব সত্তা উপলব্ধি হয। মুর্সিদাবাদে বালীগ্রাম আছে। তথায় ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রসিদ্ধ বালীটুণ্ডী।

১০। দক্ষ সাটো—জিলা মুর্সিদাবাদ সাটুই নামে খ্যাত। বালী টুণ্ডী এই দুই গ্রাম হইতে অত্যন্ত ব্যবহিত নহে।

১১। যোগী শিয়ারি—জিলা বীরভূমের প্রধান নগরেব নাম শিউড়ী। এই অঞ্চলে অদ্যাপি শিয়ারি শ্রোত্রিয়ের নাম গন্ধ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। শিয়াবীব অপভ্রংশে শিউড়ী।

১২। বশিষ্ঠ সিদ্ধল—জিলা বর্দ্ধমান সিধলগ্রাম নামেই প্রসিদ্ধ। কাঁটোয়া সবডিবিজানের জাগেশ্বর ডিহী এবং কোঁচরেব নিকট। থানা মঙ্গলকোট। সাধারণ লোকে শীতলগাঁ বলিয়া থাকে। এই প্রদেশে সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয়ের সত্তা অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়েব দ্বাদশ গোপালের একতম পাঠ, ঐ গোপালের নাম শ্রীবসুদাম (চৈতন্য ভাগবত দেখ)। এখানকার চৌধুরিগণ সিদ্ধল গ্রামী শ্রোত্রিয় ও সাবর্ণ গোত্র, সুতরাং এই স্থানটী পঞ্চ মহর্ষির দেবগর্ভ পুত্র বশিষ্ঠেব নিজস্ব সন্তান পরম্পবার চিবন্তন ব্রহ্মোত্তর। এই বংশে প্রসিদ্ধ ভবদেব ভট্টের জন্ম হয়। তদ্‌বৃত্তান্ত পৃথক্‌রূপে লিখিত হইযাছে।

বাৎস্যে ছান্দড় মহর্ষির সন্তানগণের আবাসস্থান।

"পুত্রতঃ পৌত্রতশ্চাপি ছান্দড়স্যৈকাদশ স্মৃতাঃ।" বাচস্পতি মিশ্র। নয় পুত্রের ৯ খানি, দুই পৌত্রেব দুই খানি গ্রাম বা শাসন স্থান। যথা—

১। নারায়ণ কাঞ্জারী—বাঁকুড়া জিলার ছাত[illegible] নিকটবর্ত্তী কাঞ্জিয়া কুড়া গ্রাম। মেদিনীপুর জিলায় কাঞ্জারিয়াব অপভ্রংশে কাঞ্জাব, কাঁজুব, কাঁজী প্রভৃতি অনেক গ্রাম আছে। খাজরী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

২। শ্রীধর কাঞ্জীলাল—(কাঞ্জীবিল্লী) মেদিনীপুর জিলা কেঁজেলী, কেঁজেড়ী, কাণজুলী ইত্যাদি অপভ্রংশ নাম সংযুক্ত গ্রাম দেখা যায়। কাঞ্জিগাল গ্রামীব সংখ্যাও অনেক।

৩। সুরভি ঘোষাল—বাঁকুড়া, মানভূম, মেদিনীপুর ও হাবড়া জিলায় ঘোষলা, ঘুস্‌ড়ী, ঘসীড় নামের অনেক গ্রাম দেখা যায়।

৪। ধীর পিপ্পলী—জিলা বর্দ্ধমান থানা মন্তেশ্বর, পিপ্পল ও পিপ্‌লুন নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বিস্তর শ্রোত্রিয়ের বাস ছিল। মুর্সিদাবাদেও এই নাম সংযুক্ত অনেক গ্রাম আছে।

৫। শঙ্কর পূতিতুণ্ড—পুতুণ্ডা (বর্দ্ধমানের নিকট) পূর্ব্বে এই স্থানে বিস্তর পূতিতুণ্ডের বাস ছিল। মুর্সিদাবাদ জিলার জেমোকাঁদীর নিকট একটী পুতুণ্ডা গ্রাম আছে।

৬। বিশ্বম্ভর পূর্ব্বগ্রামী—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মুর্সিদাবাদ জিলায় এই নামের গ্রাম আছে। পূর্ব্বগ্রামী শ্রোত্রিয় এই তিন জিলায় বিরলপ্রচার নহে।

৭। মহাযশা বাপুলী—বাপুল মেদিনীপুর জিলা বা পিলাগ্রাম বর্দ্ধমান জিলা, অগ্রদ্বীপের নিকটবর্ত্তী।

৮। রবি মহিন্তা—মাহতা। রামচন্দ্রপুরের নিকট মাহতা গ্রাম। E. I. R Loopline গুস্করা ষ্টেষন হইতে ১॥০ দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত, জিলা বর্দ্ধমান। মুর্শিদাবাদ জিলায়ও মহিন্তী ও মহিন্ত্যা গ্রাম আছে।

৯। কবি শিমলাল—শিমুলী, শিমলে, শিমলা ইত্যাদি প্রকার গ্রাম রাঢ়দেশে অনেক বিদ্যমান আছে। বর্দ্ধমান জিলায় কালনা থানার পশ্চিমাংশে বাঘনাপাড়ার নিকট শিমলুন গ্রামে এই শ্রোত্রিয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়। মুর্সিদাবাদেই প্রসিদ্ধ।

১০। চোৎখণ্ড—(চতুর্থ খণ্ড) গুণাকর (পৌত্রের) বসতি, পূর্ব্ব গ্রাম ও চোৎখণ্ড লইয়া চারিটী পল্লী স্থির হয়। পূর্ব্ব গ্রাম

বা পূর্ব্ব খণ্ড, দক্ষিণ গ্রাম বা দক্ষিণ খণ্ড, উত্তর গ্রাম বা উত্তর খণ্ড উট্রো নামে বিখ্যাত কালনার চৌধরিয়ার নিকটবর্ত্তী, পশ্চিম খণ্ড মেমারীর নিকটবর্ত্তী।

১১। দীঘল—বা (হিজল) মনোহর দীঘল গ্রামী মেদিনীপুর জিলার হিজলীকাঁথি প্রসিদ্ধ। বাচস্পতি মিশ্রের লেখায় চোৎখণ্ডীর মূল পুরুষ গুণাকর এবং দীঘলের মূলপুরুষ মনোহর এই দুই ব্যক্তি ছান্দড়ের পৌত্র। গুণাকরের পিতার নাম মাধব। মনোহরের পিতা কৃষ্ণ। যথা—

মনোহরঃ কৃষ্ণসূনুর্গুণাকরো মাধবাত্মজঃ।
পিতৃব্যসমভাবেন রাজ্ঞা চ গণিতৌ পুরা॥
দীর্ঘলে হিজ্জলো জ্ঞেয়ো বাসো মনোহরস্য তু।
গুণাকরস্যাধিকারশ্চতুর্‌খণ্ডে সমীরিতঃ॥ এড়ুমিশ্র।

বিশ্বম্ভর ছান্দড়ের পুত্র বটে, কিন্তু তিনি ষট্‌পঞ্চাশৎ ৫৬ গ্রাম দান কালে উপস্থিত ছিলেন না। অথবা জন্মেন নাই। পরে গুণাকর ও মনোহরের সঙ্গে তিনজনে পৃথক্ তিনখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর পূর্ব্বগ্রাম, গুণাকর চোৎখণ্ড ও মনোহর দীঘল গ্রাম। সুতরাং রাঢ়ীয় কুলে প্রথমে ৫৯ ঘর শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদপারগ ব্রাহ্মণ নির্দ্ধারিত হয়।

পূর্ব্বকালীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর অথবা বাসগ্রামের স্থিতি নির্ণয় করা গেল। এক্ষণে হাবড়া জিলায় যে যে গ্রাম ও নগর বর্ত্তমান দেখা যায় তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে।—

কুলকুলী } দুই গ্রাম একত্র হইয়া কুলাকাশ হইয়াছে।
আকাশ } কুলাকাশ উলুবেড়িয়া সবডিবিজান।

কড়ারি—করাল করালে খালনা।

কেশরি—কেশোরকোণা (কোণা) হাবড়া সহরের নিকটবর্ত্তী।

পঞ্চ মহর্ষির সন্তান পরম্পরার বৈবাহিক ক্রিয়া কিরূপে কোন্ শ্রেণীর বিপ্রবর্ণের সহিত হইয়াছিল, যৌন সম্পর্কে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধান্বয়সম্ভূত কি না? তাহার পরিচয়।

ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠো মেধাতিথির্দ্বিজোত্তমঃ।
কাশ্যপো বীতরাগশ্চ শাণ্ডিল্যঃ ক্ষিতীশস্তথা॥
সাবর্ণিঃ সৌভরির্বিপ্রো বাৎস্যঃ সুধানিধির্দ্বিজঃ।
কান্যকুব্জে মহামান্যো বিদ্যাব্রাহ্মণ্যহেতবে।
এতেষাং যান্যপত্যানি পূজ্যানি তানি সদ্‌গুণৈঃ॥
দদৃশুস্তে ন সামীপ্যং ভ্রাতৃসম্পর্কগৌরবাৎ।
বাস্তব্যং মন্ত্রণঞ্চৈব সখিত্বান্নাদ্যহেতবে॥
সৌহার্দ্দাৎ সদ্‌গুণৈশ্চৈব পরস্পরহিতৈষিণঃ।
বৈবাহিকক্রিয়াযোগাৎ কুটুম্বিত্বং পরস্পরৈঃ॥

এড়ুমিশ্রের কারিকা।

খনিয়ার চাটুতি বংশের একদেশ প্রদর্শিত হইল।

ইহা দ্বারা ঐ কুলের অনেক বংশোদ্ধার হইতে পারে। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বকাল হইতে অশৌচ গ্রহণ, পিণ্ড দান, তর্পণ এবং বৈবাহিক কার্য্যে পরিত্যাজ্য ও গ্রাহ্য হেতু সমুদায় কুলের বংশাবলী লেখা থাকে। ইহা সভ্য সমাজের ঐতিহাসিক রহস্যের মূলভিত্তি। বংশাবলীর পরিচয় দ্বারা অনেকে দূরতর সম্বন্ধে অন্যের তর্পণ ও পিণ্ডদানকারী রূপে স্বীয় স্বরূপ যোগ্যতা দেখাইয়া ধর্ম্মাধিকরণ হইতে দায়াদ হইয়া থাকেন।

খনিয়ার চাটুতির অধস্তন সন্ততির পবিংসখ্যা কতদূব নিম্নে দণ্ডায়মান কবা গিয়াছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একটা গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ বংশের পবিচয লিখিত হইল। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির দক্ষ কাশ্যপগোত্র সম্ভূত। তিনি সুলোচনাদি ষোড়শ পুত্রের জনক। সুতরাং এই ষোল ব্যক্তি পরস্পর সহোদর এবং পৃথক পৃথক গ্রামীণ হইলেও ইহাদিগের সন্ততিবর্গ পবস্পব জ্ঞাতি (নিকট জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন দশম পুরুষ পর্য্যন্ত পৃথক গ্রামীর সহিত অশৌচ গ্রহণ হইত। এখন অতি দূব সম্বন্ধ হেতু এক বংশেও অশৌচ স্পর্শ কবে না। কিন্তু সগোত্র ও সকুল্যাদি বিবেচিত হইয়া থাকে।)

যিনি (দক্ষমহোদয) কামকোটি নগব বা শাসনেব অধীশ্বব হইয়াছিলেন, তাঁহাব ঐ শাসন বা পবগণা এক্ষণে বীবভূম ও মুর্সিদাবাদ জিলাব অন্তঃপাতি গ্রাম সমূহে পরিণত হইযাছে। গঙ্গা যে স্থল হইতে ভাগীরথী বলিযা বিশেষ বিখ্যাত ও দক্ষিণাভিমুখী হইযাছে, তাহাব নাম তর্ভীপুব। এই স্থানটী পুণ্যক্ষেত্র। তথায দক্ষ মহোদযেব চতুষ্পাঠী অর্থাৎ চতুর্বেদ প্রচাবেব মঠ বা (টোল) সংস্থাপিত হয়। এই স্থানে সহস্র সহস্র শিষ্য চাবি বেদের শিক্ষায শ্রোত্রিয় সংজ্ঞায় অভিহিত হইযাছিল। তৎপববর্ত্তী তিন চাবি পুরুষ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে প্রকৃত শ্রোত্রিযরূপে বিশেষ পাকা হইয়াছিলেন। পঞ্চম হইতে বিদ্যাব্রাহ্মণেব আলোচনাব ন্যূনতা, বিশেষতঃ সদাচাবেব পবিবর্ত্তে কদাচাব আবম্ভ হয়। ৭ম ৮ম পুরুষেব সময় মহাবাজ বল্লালসেন সমাজ সংস্কাবে ব্রতী হইযা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদান কবেন। কাশ্যপ গোত্রে দক্ষের অধস্তন অষ্টম পুরুষ বহুরূপ, সুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল এই পাঁচ মহাত্মা

কৌলীন্য প্রাপ্ত হয়েন। চট্টবংশের কুলীনের মূল পুরুষ এই পাঁচ ব্যক্তি।

কান্যকুব্জাগত মহর্ষিপঞ্চকের কাশ্যপ গোত্রীয় যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষ বীরভূমি শাসনের অধীশ্বর এবং তত্তীপুর চতুষ্পাঠীর অর্থাৎ উত্তর রাঢ়ের বেদশিক্ষক, সদাচার প্রদর্শক এবং বেদ প্রচারক।

(১) দক্ষ (১) রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের মূল পুরুষ
—সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ৪০০ পৃঃ।

(২) সুলোচন (চট্টগ্রামী) অর্থাৎ চট্টোপাধ্যায়।

(৩) মহাদেব।

(৪) হলধর।

(৫) নায়িদেব কৃষ্ণদেব রূপদেব

(৬) বনাড়

(৭) শ্রীধর (কোন মতে শ্রীকণ্ঠ, কোন মতে শ্রীকর অধ্বর্যু।)

(৮) বহুরূপ (প্রথম কুলীন) ৪০৩।২২৫ পৃ মূঃ পুঃ। *

---

* বহুরূপোচিতা এতে নব বিখ্যাতপৌরুষাঃ।
মুং আহিতো শিরোঘোষৌ বন্দ্যো কাঞ্চনগার্ভকৌ॥
পূতির্গোবর্দ্ধনশ্চাপি মুখোহপ্যভ্যাগতোঽপি চ।
মুং দেবলপত্তপতী হতো ঘোষশ্চ মঙ্গলঃ॥
ক্ষেমাশ্চ কুলভিঃ পূতিঃ কাঞ্জিবুতুঙ্গলোচিতঃ।
গোবিন্দো বাসুদেবশ্চ রাজো গাঙ্গী মধুস্তথা॥
ঈশ্বরঃ কুশলী যোগী বহুরূপসুতা ইমে।
গোবিন্দসুতশ্চক্রপাণিশ্চাকুনামাভবৎ সুধীঃ॥

(৯) গোবিন্দ (কুলীন পুত্র) বাসু, রাজু, ঈশ, কুশলী ও গাহী (মূল পু ৪০১ পৃঃ) সহোদর।

(১০) চাকু (চক্রপাণি)।

(১১) শ্রীধর (থনিয়ার চাটুতী) ২৪৭ পৃঃ ১ম পরিশিষ্ট।

(১২) উষাপতি

(১৩) কামদেব (বা কামন্দক)

(১৪) বৃহস্পতি

(১৫) জয়পতি (অপর সহোদর নরেন্দ্র) সুরাইমেল। ২য় পরিশিষ্ট ৩৮। ১ম পরি ২৪৭ পৃঃ

(১৬) রাজনারায়ণ (এই সময়ে দেবীবর কর্ত্তৃক মেল বন্ধন হয়।)

(১৭) কৃষ্ণানন্দ

(১৮) দুর্গাদাস

(১৯) জয়গোপাল (জয়ন্তীনারায়ণ ও জয়হরি) সহোদর।

(২০) ঘনশ্যাম

(২১) অভিমুন্য (বা অভিমন্যু)

পুত্রকাস্তস্য চত্বারঃ ভুবি বিখ্যাতপৌরুষাঃ।
শ্রীকরঃ প্রথমস্তেষাং গুণাকরশ্চ মনামঃ॥
তৃতীয়কঃ পুরো নাম্না বিশ্বম্ভরশ্চতুর্থকঃ।
থনিয়া পাট লয়ানাদোবে ত.ডযা তথা॥
তেষাং পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা নিবাসগ্রামভেদতঃ॥

সারাবলী।

(২২) অযোধ্যারাম রায় (প্রকাশ্য নাম ইটুরায়)। রৈ শব্দ স্থানে রায় আদেশ হয়। রৈ বা রায় শ্রীশব্দের দ্যোতক মাত্র। ইনি রাজা আশুতোষ নাথ রায়ের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপ্রপিতামহ। ঊর্দ্ধতন ৭ম পুরুষ।

(২৩) দীনবন্ধু রায়, রাজা আশুতোষ রায়ের ঊর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ।

(২৪) জগদ্বন্ধু রায় (বৃদ্ধ প্রপিতামহ) ঊর্দ্ধতন ৫ম।

(২৫) নৃসিংহপ্রসাদ রায় (প্রপিতামহ) ঊর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ।

(২৬) রাজকৃষ্ণ রায় (আশুতোষের পিতামহ)

(২৭) অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর (আশুতোষ নাথের পিতা)

(২৮) রাজা শ্রীমান্ আশুতোষ নাথ রায় বাহাদুর। রাজধানী কাশীমবাজার।

(১৭) কৃষ্ণানন্দ। বাঁকুড়া জিলার পাত্রশায়ের গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার কন্যার বিবাহে ভঙ্গ।

(১৮) দুর্গাদাস। স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র।

(১৯) জয়গোপাল, জয়ন্তীনারায়ণ ও জয়হরি

নবাবের দরবারে অথবা প্রকাশ্য সভায় জয়গোপাল, জয়ন্তী-নারায়ণ ও জয়হরির বিশেষ সম্মান ছিল। অসাধারণ সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ রূপার আশা ও শোটা ব্যবহার করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন।

তিন সহোদর নবাব সরকারে অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে তাঁহারাই ঐশ্বর্য্যশালী সুতরাং বাদসাহ তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধি নিমিত্ত তাঁহাদিগের উপাধি স্থলে ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক রায় এই উপাধি দেন। রৈ শব্দ স্থানে "রায় পদ হয়" রৈ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য।

(২৩) দীনবন্ধু রায় (জয়গোপালের বৃদ্ধ প্রপৌত্র) স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য নবাবী আমলের শেষাবস্থায় অর্থাৎ দুর্দ্দশায় এবং ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাশীমবাজারের রেশমের কুঠীর দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দেওয়ানী পদ সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ছিল। যে কয়েক বর্ষ দেওয়ানী করেন, তাহা অতি দক্ষতা ও ব্যাপকতার সহিত করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের ক্ষৌম সূত্র ও বস্ত্র পৃথিবীর সভ্য মণ্ডলীতে অতি সমাদরে গৃহীত হইত। দীনবন্ধু অতি বিশ্বাসপাত্র ছিলেন বলিয়াই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট বিশেষ সম্মানিত এবং লোক সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় এই দেওয়ানী পদে নিজ পুত্র জগদ্বন্ধু রায়কে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। জগদ্বন্ধুও স্বকীয় এবং পৈতৃক সম্মান রক্ষা করিয়াই দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন।

তন্নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা নিমক মহল সংস্থাপন সময়ে মেদিনীপুর জিলার হিজলী কাঁথির নিমক পোক্তানের দেওয়ানী ভার ইঁহারই প্রতি অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তৎকালে মেদিনীপুরাঞ্চলের কর সংগ্রহ কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও দুষ্কর ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষেরা তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অভাব ছিল। কিন্তু তাঁহারা মেদিনীপুরের কালেক্টারীর সুশৃঙ্খলার জন্য জগদ্বন্ধুকেই দেওয়ানী পদে সংস্থাপন করিলেন।

মেদিনীপুরের কালেক্টারীর কর সংগ্রহ কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কর্তৃপক্ষেরা জগদ্বন্ধুর দ্বারা মৈমনসিংহের কালেক্টারীর সুব্যবস্থা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনিও তদ্বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া মৈমনসিংহের কালেক্টারীর দেওয়ানী পদে অভিষান করিলেন। এখানে অতি অল্পকাল মধ্যেই কর সংগ্রহের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা সংস্থান করেন। যাবৎ জীবিত ছিলেন, তাবৎ ঐ পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মেদিনীপুর, মৈমনসিংহ, রংপুর ও রাজসাহী প্রভৃতি কয়েকটী জিলায় অনেক সম্ভ্রান্ত ভূমাধিকারী ছিলেন। কালেক্টারীর আয়ও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ইংরাজ অধিকারের প্রথমাবস্থায় কর সংগ্রহের অত্যন্ত অব্যবস্থা দেখিয়া দুঃশীল ভূম্যধিকারিবর্গ সহজে রাজস্ব দিতেন না। জগদ্বন্ধুর অমায়িকতা ও সুশৃঙ্খলায় মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহ জিলায় সকল ভূমাধিকারীই সহজে রাজকর দিতে আর কোন আপত্তি করিলেন না। তদুপলক্ষে জগদ্বন্ধু অতুল ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিলেন। অপিতু তিনি তৎকালে রাজপুরুষদের নিকট বিশেষ বিশ্বস্ত ও

কৃতকর্ম্মা বলিয়া প্রশংসিত হইলেন। সর্ব্বদা দৈব, পৈত্র এবং সামাজিক কার্য্যের মহাঘটা ও মহাসমারোহ বশতঃ দীনবন্ধু ও জগদ্বন্ধু লোকসমাজে বিশেষ আদরণীয় ছিলেন। লোকে তাঁহাদিগের দীনবন্ধু ও জগদ্বন্ধু নাম অন্বর্থ বলিয়া সুখ্যাতি করিত।

তদীয় সন্ততিবর্গ সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া গর্ব্বিত হয়েন নাই। তৎপরবর্ত্তী চারি পুরুষ অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র এক্ষণকার উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা আশুতোষনাথ রায় পর্য্যন্ত অতি উদারভাবে সৎকার্য্যে দান ও সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও সদ্ব্যবহারহেতু জনসমাজে ও রাজপুরুষবর্গের নিকট বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। জগদ্বন্ধুর অধস্তন সন্তানপরম্পরা স্বাধীনভাবে ও নিশ্চিন্তরূপে অতি সুখ স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিয়া আসিতেছেন। রাজা শ্রীযুক্ত আশুতোষের জননী শ্রীমতী আর্ণাকালী দেবী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত লোকসমাজে অন্নপূর্ণারূপে বিশেষ প্রশংসনীয়া হইয়া আছেন।

এই বংশের কৃষ্ণানন্দ, শ্রীকর হইতে অধস্তন (৭ম। সপ্তম। বহুরূপ হইতে ৯ম (নবম) দক্ষ হইতে অধস্তন ১৬শ পুরুষ, তৎকালে পানসার চাটুর্য্যকুলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও মান্য ছিলেন। তন্নিবন্ধন বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়ের প্রসিদ্ধ গ্রামের সৎক্রিয়শালী ভূদেব কাঞ্জিলাল বংশসম্ভূত ত্রিলোচন হাজরার দানে এবং তদীয় কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া জামাতৃরূপে কুলভঙ্গ করেন।

(২৩) দীনবন্ধুর পাঁচ পুত্র জগদ্বন্ধু, ব্রজমোহন, কাশীনাথ, শিবচন্দ্র ও গৌরচন্দ্র (২৪)। এবং দীনবন্ধুর দুই কন্যা উমাময়ী ও তারাসুন্দরী। শিবচন্দ্র অপুত্রক, তদীয় কন্যা ভুবনেশ্বরীর পুত্র সৈদাবাদ নিবাসী কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২৪) ব্রজমোহনের পুত্র জয়কৃষ্ণ (ড কনাম রামজয়)। উক্ত জয়কৃষ্ণের মোক্ষদানাম্নী একমাত্র কন্যাকে ত্রিবেণী নিবাসী নবকুমার মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন। মোক্ষদার কন্যা দাক্ষায়ণী, তাঁহার স্বামী বলাগড়িনিবাসী উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পুত্র শীতল অপুত্রক অবস্থায় মৃত হন। বিশ্বেশ্বরী জগদ্বন্ধুর কন্যা, দীনবন্ধুর পৌত্রী। ফুলিয়া মেলের প্রসিদ্ধ রতিরাম ঠাকুরের বংশীয় হুগলী জিলার বলাগড়ির অন্তর্গত কোলোড়া নিবাসী প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ বিশ্বেশ্বরী দেবীর পাণিপীড়ন করেন। রাজা আশুতোষের প্রধান অমাত্য (ম্যানেজার) বিদ্বান্, ন্যায়বান্, সুবিজ্ঞ ও নিরহঙ্কার শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় উক্ত বিশ্বেশ্বরী দেবীর ও প্রতাপচন্দ্রের পৌত্র। সুতরাং রাজা আশুতোষনাথের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে পরমাত্মীয় ও হিতৈষী।

মেলের প্রকৃতি বিষয়ে ভরদ্বাজের প্রাধান্য।

সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক ২৭।২২৭ দেখ। তথাপি

পরিশিষ্টে ৪৮ পৃষ্ঠা দেখা অগ্রে কর্ত্তব্য।

মেধাতিথি মূলপুরুষ। তৎপুত্র শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি, শশী এবং ধ্রুবাদি কয়েকজন। মূলপুস্তক ৪৮৪.৫।৪৮১ পৃঃ দেখ।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ পুত্রেষ্টি যাগের ব্রহ্মা.১। রাঢ়ীয় ভরদ্বাজের আদিপুরুষ। তদীয় ভ্রাতা গৌতম, বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মূলপুরুষ।

শ্রীহর্ষের অধস্তন পুরুষে সামাজিকতা সম্বন্ধে কিরূপ ঘটনা

ঘটিয়াছিল, উহা ধারাবাহিক বংশাবলী দ্বারা প্রকাশ করিলে, কুলীনগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা পূর্ব্বে কি ছিলেন, এখন কি হইয়াছেন।

১ শ্রীহর্ষ। ২ শ্রীগর্ভ। ৩ শ্রীনিবাস। মেধাতিথি। ৫ আরব। ৬ ত্রিবিক্রম। ৭ কাক। ৮ ধাঁহু। ৯। জলাশয়। ১০। বাণেশ্বর বা সুরেশ্বর। ১১। গুহ বা গুঁঞি। ১২শ মাধবাচার্য্য। ১৩শ কোলাহল (কোলাই সন্ন্যাসী)। তৎপুত্র উৎসাহ ১৪শ প্রথম কুলীন। গরুড় ইহার সহোদর ১৪শ, উৎসাহ (শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ)।

| ১৪শ — আহিত ১৫ অভ্যাগত মহাদেব। | ১৪শ গরুড — বাদলি বামন
উধ। উদ্ধব। ১৫ লোলক | বিকর্তন ১৬শ
শিবঃ ১৬ বিকর্তন | নারায়ণ ১৭ জনার্দ্দন
রাম, নৃসিংহ, দ্বারিকা ১৭শ | ধৃষো বল ১৮ ক্ষেম
সুলোধন (১৯শ) | রুদ্র বৎস ১৯ গোবিন্দ
জয়পতি (২০শ) | বিষ্ণু ওঝা বীজ ২০ পৃথ্বীধর
দশরথ ২১ গঙ্গাগতি
২১ সদাশিব উদ্ধবণ ২২ জিতামিত্র ও শত্রুঘ্ন
গদাধর ও গোপাল ঘটক (২১শ) ২২ দৈবকীনন্দন
২৩ শ্রীবর্দ্ধন।

নৃসিংহ ১৮শ।

গর্ভেশ্বর ১৯ শ।

মুরারি ওঝা গোবিন্দ সূর্য্য (২০)

লক্ষ্মীধর (২২)

ভৈরব বনমালী অনিরুদ্ধ ২১

গঙ্গপতি ২২। দুর্গাবর ২৩ মনোহর

তিনু বা কিনু ২৩শ

মৃত্যুঞ্জয় ২৩ কীর্ত্তিবাস ২২শ

মাধব শতানন্দ খাঁ ২৪শ

মালাধর খাঁ। বরাহ লক্ষ্মাধর

ভাণ্ডারী

মনোহর সুত গঙ্গানন্দ ২৪শ

চন্দ্রপতি ২৩শ

উৎসাহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র—দ্যাকর (১৮শ) কাঁচনার মুখুটী

সারঙ্গ ১৯শ। বিজ (বিজয়) ২০শ। অর্জ্জুন মিশ্র (২১) ১ম পরিশিষ্ট ১৩৫ পৃঃ দেখ। | ৫৪১।৪২৩। এবং পরিশিষ্ট ৮৭।৯৭

অর্জ্জুন মিশ্র ২১শ। বাণ ২২শ। বাসুদেব ২৩শ

সারঙ্গ ১৯শ। ধর্ম্ম ২০। পুরাই ২১শ। জগন্নাথ ২২। গোবিন্দ ২৩শ। পরমানন্দ ২৪। ভবনাথ ২৫। রূপনারায়ণ ২৬। রঘুদেব ২৭শ।

* রঘুদেব (২৭শ) সুরাইমেল (বাণ)।

শিবরাম রামনাথ শুকদেব কৃষ্ণচন্দ্র * বলরাম ২৮শ

গোকুল কৃষ্ণকিঙ্কর রামনিধি রামলোচন ২৯শ

মৃত্যুঞ্জয় রামপ্রসাদ রামকুমার ৩০শ।

ঈশ্বরচন্দ্র (জয়দিয়া নিবাসী) ৩১শ। সীতানাথ ৩২শ। কৃষ্ণগোপাল ও শ্রীগোপাল ৩৩শ।

রামকুমার পুত্র——— দেবনাথ ৩১।

(কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীট) ৩২শ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর মহারাজাধিরাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী, তৎপুত্র দেবীবর ৩৩শ।

রঘুদেব জয়দিয়ার চৌধুরী চট্ট শোভাকর বংশের কন্যাবিবাহে ভঙ্গ।

সারস্বত ব্রাহ্মণেরা বঙ্গীয় সাতশতী নহে।

"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১১৪—১৫ পৃঃ লেখক অনুমান করেন সাতশতী ব্রাহ্মণগণ সারস্বত বিপ্র।" বাস্তবিক তন্মধ্যে সারস্বত দ্বিজ থাকা অসম্ভব নহে, কিন্তু সাধারণতঃ যাহা দেখা যায় তাহাতে উড়িষ্যা হইতে কামরূপ এবং বিহার হইতে জ্বালামুখী চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সীমামধ্যে তৎকালে একঘরও সারস্বত দ্বিজের বিদ্যমানতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখনও নিতান্ত বিরল। তদ্বৈপরীত্যে বৈদিক ব্রাহ্মণের সত্তা দেখা যায়। গ্রন্থকর্ত্তা আরও অনুমান করেন যে বর্দ্ধমান জিলার সাতশৈকা পরগণা সারস্বত ব্রাহ্মণের আবাস স্থান ছিল। বাস্তবিক তাহা নহে; মুসলমান ভূপতিদিগের সময়ে মামুদপুরে একজন গণ্যমান্য মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহারই

জায়গীর স্বরূপ সাতশত একখানি গ্রাম লইয়া একটী পরগণা হয়। মামুদপুর গ্রামটী সাতশৈকা পরগণার প্রধান নগর ছিল। তাহার তিন ক্রোশ পূর্ব্বে নাদনঘাট নামক প্রধান বন্দর। এই বন্দর চাউল ধানের ব্যবসায়ের সর্ব্ব প্রধান স্থান। নাদন ঘাট গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম লইয়া সাতশৈকা পরগণা, মামুদপুর রাজধানী, উহা কালনা সবডিবিজানের মন্তেশ্বর থানা ও পূর্ব্বস্থলী থানা এবং কাঁটোয়ার কিয়দংশ মাত্র। সাতশৈকা পরগণার সমুদায় গ্রাম তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি কোথাও সারস্বত ব্রাহ্মণের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। সাতশৈকা পরগণার একজন মুসলমান ভূপতি জায়গীরদার ছিলেন। বাদসাহদিগের প্রথমাবস্থায় নবদ্বীপের দুই ক্রোশ পশ্চিমে সমুদ্রগড়ে সেই ব্যক্তির জামাতার রাজধানী হয়। অদ্যাপি সমুদ্রগড় সাতশৈকার রাজধানী। তথায় যে ভূপতি আছেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উগ্রক্ষত্রিয়, মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রামের বেজবংশ সম্ভূত। বেজ মহাশয় জায়গীরদারের কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া মুসলমান হয়েন। জামাতৃত্ব হেতু রাজত্বপ্রাপ্ত হয়েন। মামুদপুর হইতে সমুদ্রগড়ে রাজধানী করেন। ইহার সন্তান পরম্পরা মুসলমান বলিয়া অভিহিত হইলেও একেবারে হিন্দুর আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন নাই। হিন্দুদিগের সাধারণ জনতার মহোৎসবে (অর্থাৎ বারইয়ারী পূজায়) যোগ দিয়া থাকেন। হিন্দুর অন্যান্য পূজাপার্ব্বণেও বিদ্বেষভাব নাই। সাতশৈকা পরগণায় সমুদ্রগড়ের রাজার প্রদত্ত অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি, অনেক ভূদেব, বহুপুরুষ পরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদিগের হিন্দু উপাধি ঠাকুর। মুসলমান সংজ্ঞা খাঁ বাহাদুর। তদনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির দুইটী নাম আছে। একটী হিন্দু

শু অপরটী মুসলমান নাম। অধুনাতন রাজার নাম মাখনলাল ঠাকুর তথা মহম্মদ ইছামৎ খাঁ। ইহাঁর পিতার নাম মধুসূদন ঠাকুর তথা মহম্মদ মহব্বৎ খাঁ। ইহাঁদিগের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর অপেক্ষা হিন্দুর দেবোত্তরে দান কম হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও অদ্যাপি সমুদ্রগড়ের বারইয়ারি পূজায়, অগ্রে এই রাজাদিগের প্রদত্ত পূজা নিবেদিত হইয়া থাকে, তৎপরে নবদ্বীপাধিপতির, তৎপরে বর্দ্ধমানাধিপের। এই তিনব্যক্তির প্রদত্ত পূজার পরে অন্য লোকের প্রদত্ত পূজা নিবেদিত হয়।

অপিতু সাতশৈকা পরগণায় এক ঘরও সাতশতী বা সারস্বত ব্রাহ্মণের নামগন্ধও পাই না। অধিক কি বলিব, বর্দ্ধমান জিলার তিনখানি গ্রাম ব্যতীত অন্য কোন গ্রামে সাতশতী ব্রাহ্মণের ছন্দাংশও আছে কি না তাহা সন্দেহ হয়। যথা—বাণীহাটী পরগণায় মাচ্ছর ময়নাগড়, নবগ্রাম; বর্দ্ধমান পরগণায় বৈঁচে পালসীট গ্রাম। ইহারা ষর-গ্রামী গোস্বামী, পরম্পর জ্ঞাতি। ৩৬ জাতির গুরু। সারস্বত হইলে নিকৃষ্ট জাতিকে শিষ্য করিতেন না।

অধুনা শান্তিপুর বাঙ্গালা স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য প্রণীত সাগর প্রকাশ নামক গ্রন্থে সাতশতীর প্রশংসা করা হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং সাতশতী কৌণ্ডিন্য সুতরাং নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এবং পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যের পুথির পাঠ উল্টাইয়া নিজের মত পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে থৈয়ে-বন্ধনে পড়িয়াছেন তাহা ভাবেন নাই।

সাতশতী ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ সন্তানের নিকট চিরকাল অপাঙ্‌ক্তেয় ও হেয় বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছেন।

বিশেষতঃ বুড়োন পরগণার চক্রবর্ত্তী বিষ্ণুরাম গোপব্রাহ্মণ পরীবাদে অভিযুক্ত। সুতরাং শ্রীপদের উপরে বিস্ফোটক।

ফুলোপঞ্চাননের কারিকা এই, যথা—

"রামেশ্বরপুরের শ্যামসুন্দর আর উলোর মধ্যে শিবশঙ্কর, পরে দত্তপুলের ঠাকুরদাস, বন্দ্যামুখোচট্টো সপ্তশতী পায়। এই গুনে বুড়োনের গোপযাজী চক্রবর্ত্তি, কাটানী বিষ্ণুরাম নিজ ভাগ্য বলি ধায়॥"

সাতশতীর মধ্যে কৌণ্ডিন্য আরও বর্ণিত। পূর্ব্ব কালের একটা প্রবাদ আছে। তদ্দ্বারাই কৌণ্ডিন্যদিগের সুব্রাহ্মণত্বের ব্যাঘাত জন্মে। যথা—

ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দীয়তাং কৌণ্ডিন্যায় তক্রং। চিরপ্রবাদ। তক্র শব্দে ঘোল বুঝায়।

দেবীবরের গুরু চট্ট শোভাকর
কি কুন্দ শোভাকর?

শোভাকর বংশের পরিচয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লেখক (১৯৯ পৃঃ) বাচস্পতি মিশ্রের দোহাই দিয়া বলেন। অবসথী চট্ট শোভাকর দেবীবরের গুরু ছিলেন না। কুন্দরোষাকরের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ শোভাকর দেবীবরের গুরু ছিলেন। তৎপ্রদত্ত তালিকা যথা—রোষাকর পুত্র ষাট (ষষ্ঠীদাস)। পৌত্র গোবিন্দ। প্রপৌত্র উষাপতি। বৃদ্ধপ্রপৌত্র উধ। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র শোভাকর।

বস্তুতঃ বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম গ্রন্থে কুন্দরোষাকরের

বংশের শোভাকর নিষ্কুল এ কথা কোন স্থানে লিখিত হয় নাই। বরং সর্ব্বত্র চট্টোবসথী শোভাকরের বংশীয়গণ নিষ্কুল বলিয়াই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গ ও রাঢদেশ হইতে কুন্দগ্রামীর যে তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহাতে তাঁহারা দেবীবরের গুরু শোভাকরের বংশীয় বলিয়া বিশেষ কোন দাবী করেন না। সে অভিমানও নাই। সম্বন্ধনির্ণয়ের পরিশিষ্ট ৪০১ পৃঃ দেখ।

কুলরামের বচন যথা—

দেবীবরবৈগ্রের মৃষা ন ভাষা সর্ব্বেষু লোকেষু বিকাশিতা সা।
শোভাকরো নিষ্কুল উক্তিরেষা দূরীকৃতা তস্য কুলে কুলাশা॥
স বংশজস্তেন ভুবি প্রদিষ্টঃ চট্টবংশাবতংসোঽপি নিষ্কুলঃ।
শোভাকরস্তঞ্চ কথা শশাপ দেবীবর ত্বং ভব নির্ব্বংশকঃ॥

"নিষ্কুল শোভাকর" এই শব্দ এবং "কুন্দলালে কুলং নাস্তি ন কুলং বণ্ডপিণ্ডয়োঃ।" কুন্দলাল বংশীয়দিগের কুল নাই, একথা বলায় সমুদায় কুন্দবংশের কুলাভাব, দেবীবরের পৃথক নাম নির্দ্দেশ দ্বারা গুরুর অভিসম্পাতে পতিত হইয়া দেবীবরকে স্বয়ং নির্ব্বংশ হইবার আবশ্যকতা দেখি না। প্রত্যক্ষ প্রমাণসত্ত্বে এবং ঐ দুই বাক্যে অসামঞ্জস্য নিবন্ধন, চট্ট শোভাকরের অন্বয় সম্ভূত ব্যক্তিবর্গকেই দেবীবরের গুরুবংশ কহিতে বাধ্য। এই বংশ নিষ্কুল হইলেও বিদ্যা, ব্রাহ্মণ্য, দান, ধ্যান ও পাণ্ডিত্যে চিরপ্রসিদ্ধ।

---

৩৬ মেল মধ্যে ২২ দ্বাবিংশতি প্রকৃতির নামানুসারে হইয়াছে।

যথা—বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই প্রভৃতি ২২। নিম্নলিখিত ছয়টী মেল প্রকৃতিবর্গের

নিবাস ভূমির নামে নির্দ্দিষ্ট। যথা—ফুলিয়া, খড়দা, দেহাটা, বাঙ্গাল বালী ও নড়িয়া। প্রকৃতিবর্গের উপাধি যুক্ত হইয়া তিনটি মেল হইয়াছে। যথা—পণ্ডিতরত্নী, আচম্বিতা ও আচার্য্যশেখরী। প্রকৃতিবর্গের দোষ নিবন্ধন পাঁচটী মেলের নামকরণ হইয়াছে। যথা—ছায়ানরেন্দ্রী, পারিহাল, শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী, প্রমোদনী ও হরিমজুমদারী। ২য় পরিশিষ্ট দেখ।

পূর্ব্বকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাস দেখা যায়, বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় রাজা এবং সাগ্নিক বিপ্র বাস করিতেন কি না?

প্রথম উত্তরে বোধ হইবে যে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র এবং মগধে আর্য্য জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিবাস ছিল না। বৈশ্য ও শূদ্র যেখানে সেখানে বাস করিতে পারিত। মনু আবার সাধারণতঃ যে বিধি দিয়াছেন, তদনুসারে যে স্থানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে সে সকল স্থান যজ্ঞিয় দেশ। সুতরাং তদবধি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বাসের আর বাধা থাকিল না।

রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতিতে যে সকল রাজন্যগণের বর্ণন আছে তন্মধ্যে বঙ্গরাজ্যের ক্ষত্রিয়গণের কথার বিশেষ উল্লেখ আছে। যেখানে ক্ষত্রিয়, সেইখানেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। সুতরাং অতি পূর্ব্বকালে যে সকল স্থান অব্রাহ্মণ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, কালক্রমে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির নিবাস নিবন্ধন সেই সকল স্থানের আর অপবিত্রতা থাকিল না। প্রমাণ যথা—

না-ব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥ মনু ৯।৩২

কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥ মনু২।২৩
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ মনু

অব্রাহ্মণ্য পৌণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি—(তামাড) ছোটনাগপুরের লোহারডাগার অন্তর্গত রাজ্য বিশেষ। কেহ কেহ মেদিনীপুরের তমলুক প্রদেশকেও নির্দ্দেশ করেন। অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি স্থানের ক্ষত্রিয় রাজগণকে রাজসূয় যজ্ঞ করিবার পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পরাভব করিতে আগমন করেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। যথা—

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলং।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসং॥ ২০
উভৌ বলবৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২১
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥ ২২
মহাভারত সভাপর্ব্ব, অধ্যায় ৩০

উৎকল ও কলিঙ্গাদি অব্রাহ্মণ্য দেশে যে মহর্ষিগণ যে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য করিয়াছেন এবং তথায় রাজন্যগণের সহিত একত্র অবস্থান করিয়াছেন, তাহার প্রমাণও মহাভারতাদিতে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয়া যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্চরণমেত্য বৈ॥ ৪

ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতং॥ ৫

মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়। এ স্থানটী উৎকল=ওড্র দেশের যাজপুরের বৈতরণী নদী।

যে সময়ে পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ সাগ্নিক ব্রহ্মর্ষি বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাহার অতি পূর্ব্বকালে অর্থাৎ দ্বাপর যুগে বিশেষরূপে ব্রহ্মর্ষিদিগের অধিষ্ঠান স্থান হইয়াছিল।

বলিরাজার ঔরস পুত্র জন্মে নাই। দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে বলির ক্ষেত্রে পাঁচ পুত্র জন্মে। সেই পাঁচ জনের নামে পাঁচটী রাজ্য বিভক্ত হয়। অধুনা সেই পাঁচটী রাজ্যই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। যথা—

মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্ ভুবি॥
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্ততঃ পরং।
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে॥ হরিবংশ
অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি॥

মহাভারত আদি পর্ব্ব ১০৪ অ, ৪৯ শ্লো

পৌণ্ড্রদেশে পাল বংশীয়দিগের প্রতাপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার হয়। সমস্ত বঙ্গে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। আদিশূরের দ্বারা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উন্মেষ হইতে লাগিল।

এক্ষণে দেখা যাউক আদিশূরের সমসাময়িক কোন্ কোন্ ভূপতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার বিচারে দেখা যায়—

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্ত, কাশ্মীরে জয়াদিত্য, কান্যকুব্জে যশোবর্ম্ম

দেব ও আমরাজের সহিত গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের বিরোধ, সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। প্রবন্ধকোষ দেখ।

বারেন্দ্রকুল শাস্ত্রানুসারে বঙ্গাধিপ ধর্ম্মপালের নিকট ভট্টনারায়ণের প্রথম পুত্র সর্ব্বাগ্রে ধামসার গ্রাম পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম আদির্গাই ওঝা হয়, যথা—

রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদি-গাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদাৎ পুণ্যকামঃ॥

লাহিড়ী বংশাবলী।

যখন বঙ্গে প্রথম পঞ্চ মহর্ষির আগমন হয়, তখন পঞ্চ গৌড়েশ্বর জয়ন্ত (আদিশূর), তৎকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর তাঁহার রাজধানী। কাশ্মীরের রাজা জয়াদিত্য। ইনি পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর জয়ন্তের জামাতা। জয়াদিত্য কান্যকুব্জ প্রভৃতি পঞ্চ গৌড় রাজ্য জয় করিয়া শ্বশুরকে সার্ব্বভৌম করিয়াছিলেন।

জয়ন্ত (আদিশূর) সার্ব্বভৌম হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধিকারে সাগ্নিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ নাই। তিনি তন্নিবন্ধন অতীব দুঃখিত। সেই জন্যই কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাব পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ মহর্ষিকে বঙ্গে আনয়ন করেন।

রাজতরঙ্গিণীতে জয়াদিত্য ও জয়ন্তের বিবরণ সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। এবং পঞ্চ মহর্ষির শাণ্ডিল্য গোত্রীয় আদিপুরুষ ক্ষিতীশের পৌত্র অর্থাৎ ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঁই ওঝা গৌড়ের রাজা ধর্ম্মপালের নিকট বিশিষ্ট সম্মান পাইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের পূর্ব্বে জয়ন্ত (আদিশূর) ব্যতীত গৌড়দেশে আর

কোন ব্যক্তিকে সার্ব্বভৌম দেখা যায় না। তিনিই আদিশূর এই সর্ব্বোচ্চ নামে বিখ্যাত। সুতরাং সমসাময়িকতা গ্রহণ করিলে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ মহর্ষির আনয়ন ৮৮৮ সংবতের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল সংবৎ ৭৫৩ গ্রহণ করিতে হয়। কারণ আদিশূর কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম নিরাস হইলে সর্ব্বত্র বৈদিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার স্বর্গারোহণের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে গৌড়রাজ্যে আবার একজন পাল বংশীয় রাজাকে দেখা যায়।

পঞ্চ মহর্ষির আগমনকাল।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীর গ্রন্থে ভট্টনারায়ণ বঙ্গের কান্য-কুব্জ সন্তানের মূলপুরুষ তদ্বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ নাই। তবে প্রথম পুত্র আদি বরাহ (রাঢ়ীয় গ্রন্থে) ও আদি গাঁই ওঝা (বারেন্দ্র গ্রন্থে) ইঁহারা দুই ব্যক্তি কি না তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মে। কারণ আদি বরাহ রাঢ়দেশে বন্দ্যঘটী গ্রামের অধি-বাসী। অপিতু বারেন্দ্রকুল-শাস্ত্রানুসারে তিনি বারেন্দ্রভূমে ধামসার গ্রামবাসী।

রাজা ধর্ম্মপাল শৈবমন্ত্রোপাসক ছিলেন। দিনাজপুর জিলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণ রাজার বাটীতে অর্থাৎ যেখানে তিলভাণ্ডেশ্বর শিব আছেন, সেই খানে (এখন অরণ্যময় স্থান) বিরূপাক্ষ নামক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরের প্রস্তর ফলকে শ্লোক আছে। তদ্দ্বারা বিরূপাক্ষের প্রতিষ্ঠার কাল জানা যায়। সুতরাং ধর্ম্মপাল ভূপতিরও রাজত্বকাল সহজেই প্রকাশ হইতে পারে। এই শিলালিপি দিনাজপুর মহারাজের প্রাসাদের সম্মুখ-বর্ত্তী প্রাঙ্গণে দেদীপ্যমান আছে। ঐ শ্লোকটী সম্বন্ধনির্ণয়ের মূল

পুস্তকে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে উদ্ধৃত করা হয়। তৎকালের সিদ্ধান্তে ভ্রম ছিল। অর্থাৎ ধর্ম্মপালকে আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা হইয়াছে। এখন রাজতরঙ্গিণীর লেখার সহিত সামঞ্জস্য করিলে আদিশূর অর্থাৎ জয়ন্তকেই পূর্ব্ববর্ত্তী কহিতে হয়। সুতরাং ৮৮৮ সংবৎ হইতে শকাব্দের ১৩৫ বৎসর অন্তর করিলে (বাদ দিলে) ৭৫৩ শকে ধর্ম্মপালের রাজত্ব ধরা যায়। তৎপূর্ব্বে আদি গাঁই ওঝার পিতা-মহাদির আগমনকাল নির্ণয় করিতে গেলেই আদিশূরের সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় আসিয়া পড়ে, সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্চমহর্ষি গৌড়রাজ্য পবিত্র করেন। দ্বিতীয় সংস্করণের ২১৫ পৃষ্ঠে উদ্ধৃত থাকিলেও পাঠক-গণের বোধসৌকর্য্যার্থ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

"দুর্ব্বারাবিবরূথিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ॥

কুচবিহার মহারাজের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসম্প্রদায় রংপুর নাওডাঙ্গার পাকড়াশী পূর্ণানন্দ গিরি পরমহংস গোষ্ঠীর বিবরণ।

কাশ্যপগোত্রীয় মহর্ষি দক্ষের ষোল পুত্র, তন্মধ্যে বনমালী পর্কটী বা পাকড়াশীগ্রামীর আদিপুরুষ। মূল পুস্তক ২৮ পৃঃ দেখ। পরিশিষ্ট ২১৩—১৪ পৃঃ দেখ। এখানে রংপুর জিলার নাওডাঙ্গা নিবাসী জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধনাম পূর্ণানন্দগিরি গোস্বামীর বংশাবলী লেখা গেল। পূর্ণানন্দের ঊর্দ্ধতন পুরুষের ধারা না দেখাইলে, ইনি কোন্ বংশীয় এবং মহর্ষি দক্ষের কত পুরুষ

অধস্তন এবং পূর্ণানন্দগিরি পরমহংসের অধস্তন ধারাই বা কতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে পারিলে সামাজিক ব্যক্তিবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রোত্রিয়গণ পূর্ব্বপুরুষগণকে প্রকৃত পক্ষেই দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নামসঙ্কীর্ত্তনে কদাপি উদাসীন নহেন। বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ, তর্পণ, অশৌচ গ্রহণ, বিবাহ এবং ধনাধিকার বিষয়ে উর্দ্ধতন এবং অধস্তন সপ্তপুরুষের সংস্রব রাখিয়া নিজ নিজ সম্বন্ধ বিচার করিতে হয়। সুতরাং এক বংশ মধ্যে কে কাহার সঙ্গে কত পুরুষ অন্তর বা ব্যবধান উহা অনায়াসে অনুমিত হইয়া থাকে। সুতরাং যেখানে যত পাকড়াশী আছেন, পূর্ণানন্দের ধারা দ্বারা পরস্পর দূরতর কিংবা নিকট সম্পর্কীয় তাহা বুঝিতে পারিবেন। যথা—কাশ্যপগোত্রীয় যাজ্ঞিক পঞ্চমহর্ষির একতম দক্ষ। ১ দক্ষ। ২ বনবালী—পাকড়াশীর আদি-পুরুষ। পৌত্র বিষ্ণু প্রভৃতি ছয় জন যথা—ইন্দ্র, চন্দ্র, কৃষ্ণ, রুদ্র ও গণপতি। ৩ নাওডাঙ্গার পাকড়াশীগণ, বিষ্ণুর ধারায় ত্রিপুরারির বংশসম্ভূত। ত্রিপুরারি সমেত বিষ্ণুর পাঁচ পুত্র যথা—অনিরুদ্ধ, ভীম, ভব ও লোকনাথ। ৪। ত্রিপুরারিসুত মহেশ, মাধব ও দিনকর ৫। ইহার পুত্রসংখ্যা চারি যথা— রবি, কবি, অনন্ত ও বাসুদেব ৬। অনন্তসুত শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার, গোপাল ও গোপীনাথ ৭। হরিদেবসুত কালিদাস প্রভৃতি ৩ জন ৮। এইস্থলে নানা প্রকার নাম আছে। কালিদাসসুত জগন্মোহন ৯। তৎপুত্র নৃসিংহ ১০। তৎসুত শ্রীপতি ১১। কাষ্ঠদ্বীপের পাকড়াশী।

শ্রীপতির উপাধি বাচস্পতি মিশ্র। ইনি এই নামেই প্রসিদ্ধ। পাকড়াশী বংশীয়েরা ইহাকে ষড়্‌দর্শনের টীকাকার বলিয়া আত্ম-বংশের গৌরব করেন। বস্তুতঃ ঐ সময়টীতে শ্রোত্রিয় ও কুলীনগণ

মধ্যে অনেক বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থকারের জন্ম হয়। ৪—ত্রিপুরারি। ৫ দিনকর। ৬ অনন্তরাম। ৭ বনমালী। ৮ হরিদেব ও পুরন্দর। ৯ পুরন্দরসুত আচার্য্য কৃষ্ণ। ১০ (কাষ্ঠদ্বীপ বা কাটীহালী নিবাসী) অনন্তদেব। ১১ বশিষ্ঠ। ১২ বনমালী মিশ্র। ১৩ চক্রপাণি। ১৪ ব্যাস উপাধিক শূলপাণি। ১৫ মহীপতি। ১৬ রঘুনাথ বাচস্পতি। রঘুনাথের পুত্রমধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ যথা—লোকনাথ, গুণার্ণব, পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য পুরন্দর ভট্টাচার্য্য (বাসস্থান বাবরি পঞ্চাননপুর, বিদ্যার উপাধি বাচস্পতি মিশ্র), আচার্য্য চন্দ্র, নীলাম্বর বিদ্যাবাগীশ ও পূর্ণকাম মহাচার্য্য—পর্য্যায় ১৭।

১৭শ পুরন্দর আচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র ভট্টাচার্য্যের পুত্র জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণাভিষিক্ত নাম

পূর্ণানন্দগিরি গোস্বামী। পর্য্যায় ১৮শ।

পুত্র মথুরেশ বিশারদ শিরোমণি ভট্টাচার্য। কোচবিহারাধীশের মন্ত্রী ১৯। ইহার পুত্রসংখ্যা চারি। নিবাস নাওডাঙ্গা, জিলা রংপুর।

রাঢ়দেশীয় এবং পূর্ব্ববঙ্গের পুস্তকাবলীর পুরুষগণনায় কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হয়। কিন্তু তাহা লিপিকর প্রমাদ মাত্র। উত্তরদেশীয় পাকড়াশীবংশের সংগৃহীত ও পুরুষপরম্পরায় লিখিত ও চিররক্ষিত বংশাবলীতে যে বৈষম্য আছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, অনন্তের সাত পুত্র ছিল, তন্মধ্যে বনমালী একতম। বনমালীর ধারায় তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম বাচ-

স্পতি মিশ্র। ৭ বনমালী হরিদেবের পিতা। হরিদেব ন্যায়ালঙ্কার স্থলবসন্তপুর ও নহাটার পাকড়াশীর মূলপুরুষ। (১৯) মথুরেশ-পুত্র নন্দীশ্বর তর্কালঙ্কার, রামেশ্বর বিশারদ সার্ব্বভৌম, বিশ্বেশ্বর পঞ্চানন, রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য (২০)। নন্দীশ্বরসুত রুদ্রদেব বাচস্পতি ও রমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত (২১)। রুদ্রসুত রামজীবন ভট্টাচার্য্য (২২)। রামজীবনসুত বাণেশ্বর (২৩)। বাণেশ্বরসুত বিশ্বেশ্বর পঞ্চানন ও কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য (২৪)। বিশ্বেশ্বরসুত গৌরীনাথ (২৫)। তৎ-পুত্র উমানাথ ও গোপীনাথ (২৬)। উমানাথসুত কালীনাথ চন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (২৭)।

২৪ কাশীশ্বরসুত সদাশিব ভট্টাচার্য্য ২৫।

২১ রমাপতি তর্কসিদ্ধান্তপুত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২২। রাম-চন্দ্রসুত রামরাম ও গঙ্গাধর ২৩। রামরামসুত হরিশ্চন্দ্র ও রসিকরাম ২৪। হরিশ্চন্দ্র সুত কীর্ত্তিচন্দ্র ও শিবচন্দ্র ২৫। কীর্ত্তি-সুত নির্ম্মলচন্দ্র ২৬। তৎপুত্র শ্রীশচন্দ্র ২৭।

শিবচন্দ্র ২৫, তৎপুত্র কুলচন্দ্র ২৬। পৌত্র রুক্মিণীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৭।

(২৪) রসিকরাম ভট্টাচার্য্যসুত হরানন্দ বিদ্যানিবাস ও পরমা-নন্দ ন্যায়রত্ন ২৫। পরমানন্দসুত দুর্গানন্দ ২৬। পৌত্র শ্যামানন্দ ২৭। হরানন্দসুত শ্রীনন্দন ও তারানন্দন ভট্টাচার্য্য ২৬। শ্রীনন্দনসুত রেবতীনন্দন ভট্টাচার্য্য ২৭। তারানন্দনসুত জ্ঞানদা-নন্দন ভট্টাচার্য্য ২৭।

(২৩) গঙ্গাধর পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ ২৪। পুত্রত্রয়—কৃষ্ণগোবিন্দ, ব্রজগোবিন্দ ও রাজগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ২৫। ব্রজ-গোবিন্দসুত ঈশানচন্দ্র ২৬। তৎপুত্র গৌরচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র ২৭। শম্ভুসুত বিধুভূষণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৮।

১৮শ জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য পূর্ণাভিষিক্ত পূর্ণানন্দগিরি গোস্বামীর পুত্র মধুরেশ ব্যতীত অন্য পুত্রগণের মধ্যে রঘুরাম বাচস্পতির ধারার ছয় পুত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে আচার্য্যচন্দ্রের বাসস্থান বাবরি পঞ্চাননপুর। পর্য্যায় ১৯শ; পুত্র গুণাকর ন্যায়বাগীশ ২০শ। কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ২১শ। বিশারদ পঞ্চানন ২২শ। তৎপুত্রদ্বয়ের একের নাম রামদেব, অন্যের নাম হরিদেব ২৩শ। রামদেবের তিন পুত্র—রামগোপাল, জয়গোপাল ও শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য ২৪শ। রামগোপাল-পুত্র গৌরীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ২৫শ। তৎপুত্র রামচরণ ন্যায়ালঙ্কার ২৬শ। তৎপুত্রদ্বয়ের নাম কাশীরাম বিদ্যাবাগীশ ও কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ২৭শ। কাশীরামের ৭ পুত্র মধ্যে তিন জনের নাম আছে। যথা —হরিকেশব পঞ্চানন, বিনোদরাম ভট্টাচার্য্য ও বিজয়রাম বিদ্যানিবাস ২৮শ। হরিকেশবসুত রামকিশোর সিদ্ধান্ত ও হরিগোবিন্দ তর্কালঙ্কার ২৯শ। রামকিশোরের বাসস্থান বনগ্রাম। ইঁহার ছয় পুত্র—রমাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, রাধাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, হরকান্ত ও শ্রীকান্ত ৩০শ। রাধাকান্তসুত ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩১শ। সুত সুরেন্দ্রচন্দ্র ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩২শ।

পঞ্চাননপুর নিবাসী হরিগোবিন্দ তর্কালঙ্কারের পর্য্যায় ২৮শ। পুত্র গৌরমোহন ভট্টাচার্য্য ২৯শ। তৎপুত্রসপ্তকের মধ্যে চারি ব্যক্তির নাম আছে। যথা শিবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ, বিষ্ণুনাথ ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩০শ।

বিনোদরাম ভট্টাচার্য্য পর্য্যায় ২৭শ। পুত্র কালীপ্রসাদ ও কল্যাণ বিদ্যাভূষণ ২৮শ। কালীপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ২৯।

২৯শ—রামচন্দ্রের বিমাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী। ফল কথা,

শ্রোত্রিয়গণমধ্যে যেরূপ বিদ্যাব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও বদান্ততার বাহুল্য দেখা যায়, অন্য বংশে তাদৃশ দেখা যায় না। বোধ হয় তজ্জন্যই সিদ্ধশ্রোত্রিয়গণ গোষ্ঠীপতির প্রধান, তান্ত্রিকদীক্ষায় শ্রেষ্ঠ, অধ্যাপনায় অদ্বিতীয় এবং সমাজ সংস্করণে অগ্রগণ্য।

(১৭শ) রঘুরাম বা রঘুনাথ বাচস্পতির পুরন্দর আচার্য্যের সন্তান-পরম্পরার মধ্যে কেহ কাষ্ঠদ্বীপ বা কাটীহালী বাসী। কেহ স্থল-বসন্তপুর নহাটায় বাস করেন। জিলা পাবনা। কেহ মৈমনসিংহের অন্তর্গত কাটীহালী গ্রামের চাবিবাড়ী, পাঁচবাড়ী, বাগবাড়ী, ডেউরাখালী ও কৃষ্ণপুরের অধিবাসী।

পুরন্দর আচার্য্যপুত্র জগদানন্দ গিরি গোস্বামী পরমহংসের ক্ষমতা তৎকালে অদ্বিতীয় বলিয়াই লিখিত আছে। যেরূপ বর্ণন আছে, তাহাতে পূর্ণানন্দকে সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত সামান্য মনুষ্য বোধ হয় না। তদীয় সন্ততিপরম্পরা ঈশ্বরানুগ্রহে এবং তদীয় কৃপায় সর্ব্বত্র মান্যগণ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দে প্রশংসনীয় আছেন। নাওডাঙ্গার পাকড়াশীরা সুখরেশ হইতে কুঁচবিহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সভাসদের আসনে আসীন হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছেন।

নাওডাঙ্গার পাকড়াশীবংশে যে যে স্থানে রাজমন্ত্রী আছে, সেই সেই স্থানে রাজার প্রধান সভাসদ্ হইবে।

পূতিতুণ্ড বংশের শ্রোত্রিয়ের ধারার একদেশ
নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক—৪৪৬ পৃঃ
প্রথমপরিশিষ্ট—২৬৯ পৃঃ নিম্নগত পংক্তি।)

বাৎস্যগোত্র বল্লভাচার্য্য ছান্দড় হইতে ৭ম পুরুষ অধস্তন।

হলধর (৮) পর্য্যায়

কৃষ্ণ কানু (৯) পর্য্যায়

মহী ঘদু ও শ্রীপতি (১০) পর্য্যায়

পুরন্দর হৃষীকেশ (১১) পর্য্যায়

গোকুল, মহেন্দ্র ও প্রতাপ (১২) পর্য্যায়

বনমালী ও ভূধর (১৩) পর্য্যায়

শ্রীধর, ধরাধর, গিরিধর প্রভৃতি ছয় ব্যক্তি (১৪) পর্য্যায়

হিরণ্য ও পদ্মনাভ প্রভৃতি সাতজন (১৫) পর্য্যায়

অচ্যুত ও অনন্ত (১৬) পর্য্যায়

গৌরীপ্রসাদ (১৭) ঐ

লোকনাথ, হৃদয়নাথ ও হরিনাথ (১৮) ঐ

মহেন্দ্র শশিশেখর (১৯) ঐ

মহেন্দ্রসুত চন্দ্রচূড় বিনায়ক প্রভৃতি আট জন (২০) ঐ

ত্রিবিক্রম, বামন, মুরারি, কেশব (২১) ঐ

কালিদাস, গণপতি ও সৃষ্টিধর (২২) ঐ

শ্রীহরি, মাধব ও মহেশ (২৩) ঐ

শিব, শম্ভু, চতুর্ভুজ (২৪) ঐ

রামনিধি (২৫) ঐ

নন্দীশ্বর (২৬) ঐ

প্রাণেশ্বর (২৭) ঐ

শিবেশ্বর, রামমোহন ও রাজমোহন (সেহানবীশ) (২৮) ঐ

তারিণীমোহন কুচবিহার অঞ্চলের (Deputy Magistrate) ছিলেন) কালীমোহন সেহানবীশ (২৯)

শ্রীবিপিনমোহন, শ্রীমোহিনীমোহন, শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন (সেহানবীশ) ৩০।

(২৮) রাজমোহনসুত রমণীমোহন, শ্রীহরমোহন, শ্রীদক্ষিণামোহন, নীরদমোহন ও শ্রীপ্যারীমোহন (২৯) :

শ্রীহরমোহন ২৯। পুত্র শ্রীমনোমোহন ৩০। প্যারীমোহনসুত শ্রীসুরেন্দ্রমোহন, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন ও শ্রীদেবেন্দ্রমোহন সেহানবীশ৩০।

দক্ষিণামোহনসুত শ্রীনীরদমোহন সেহানবীশ ৩০।

(৩০) বিপিনমোহনসুত শ্রীবিনয়মোহন ও শ্রীবিবেকমোহন সেহানবীশ ৩১।

গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পিতামহের নাম বল্লভাচার্য্য, পর্য্যায় ৭ (২৬৯ পৃঃ সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট নিম্ন হইতে ৩ পঙ্ক্তি)। গোবর্দ্ধনের পিতার নাম নীলাম্বর, পিতৃব্যদ্বয়ের নাম পীতাম্বর ও হলধর। পর্য্যায় ৮। গোবর্দ্ধন স্বয়ং কুলীন। পর্য্যায় ৯।

গোবর্দ্ধনের সন্ততিবর্গের মধ্যে কুলীন ও বংশজ আছে। যাঁহারা কুলীন তাঁহারা সুধাই মেল। গোবর্দ্ধনের সহোদর ও পিতৃব্যাদির বংশীয়েরা শ্রোত্রিয় বলিয়া অভিহিত।

গোবর্দ্ধনাচার্য্যের পিতৃব্য হলধরের বংশের একদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাই অগ্রে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে চতুর্ভুজের নাম পাওয়া যায় এবং অগ্রদ্বীপেও বৈবাহিক সূত্রে নিবাসের আভাস আছে। এই চতুর্ভুজের পর্য্যায় ২৪শ।

অধুনা মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পূতিতুণ্ডবংশীয় শ্রোত্রিয়ের ধারায় যে বংশাবলী পাইয়াছি তাহাই উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

বন্দ্য বংশের ১৯শ ভগীরথপ্রমুখ কৃষ্ণচরণ বংশের কাশ্যপ কাঞ্জারী প্রকরণের একদেশ।

সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ৯ পৃঃ দেখ।

২৩শ। কৃষ্ণচরণসুত রামগোপাল, পর্য্যায় ২৪। তৎপুত্র হরিরাম, রূপরাম, মণিরাম, কাশীশ্বর, অভিরাম ও শিবরাম ২৫।

হরিরাম ২৫। আর্ত্তি গাং রমাকান্ত, গাং সন্তোষ, গাং রাম-

জীবন, আং প্রং। লং মুং বিং নন্দরাম, লং মুং বিং রামপ্রসাদ। লং মুং বিং রামরাম। অত্র নবগ্রহ দোষ।

২৫শ হরিরামপুত্র বাঞ্ছারাম, রামনারায়ণ ও কৃষ্ণগোপাল ২৬।

রামনারায়ণ ২৬। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণমেন্টের দেওয়ান ছিলেন। দানাদি সৎকার্য্যের জন্য তিনি "রাজা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কার্য্যসূত্রে তাঁহার দুই পুত্র নবকিশোর ও গোবর্দ্ধনের চুঁচুড়ায় বাস। তৎপূর্ব্বে বালিগ্রামে বাস ছিল। তাঁহার ৩ পুত্র—নবকিশোর, গোবর্দ্ধন, রামমোহন ২৭। নবকিশোরসুত জগন্মোহন ২৮। তৎসুত গোবিন্দ ও মধুসূদন ২৯। গোবিন্দ আর্ত্তি গাং শ্রীনাথ সাং চুঁচুড়া। সুত নীলচন্দ্র ও হরচন্দ্র ৩০। নীলচন্দ্র হুগলী কালেজের একজন সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র (senior scholar) ছিলেন। নীলচন্দ্রসুত অধর ও বিনোদ ৩১। হরচন্দ্রসুত তারকদাস ও চরণদাস ৩১।

২৭ গোবর্দ্ধনসুত রাধামোহন ও রামকানাই ২৮। রামকানাই আর্ত্তি গাং আং প্রং ক্ষেমা গাং পীতাম্বর তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র ও অবিনাশ। সাং চুঁচুড়া।

বন্দ্য ভগীরথ বংশে চুঁচুড়ার রামকানাই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অন্নদান, ব্রহ্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্ম্য ক্রিয়াকলাপে অদ্বিতীয়। তদীয় পুত্র ব্রজনাথ, মথুরানাথ ও নফরচন্দ্র ২৯।

ব্রজনাথসুত রমানাথ, রামলাল ও কৃষ্ণগোপাল ৩০। ইঁহারা শ্রীরামপুরের প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ গোলোকচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদৌহিত্র।

ব্রজনাথের কুল আর্ত্তি গাং ঈশ্বরচন্দ্র, তৎপুত্র হরিমোহন-বরের প্রং। রমানাথ ৩০। আর্ত্তি গাং আনন্দচন্দ্রসুত প্রবল, প্রং

পুত্র কিশোরীমোহন ও যদুনাথ ৩১। রামলাল আঃ গাং ঈশ্বর-চন্দ্রসুত নিবারণ ও প্রবলচন্দ্রপুত্র কালীমোহন। রামলালপুত্র বীরেশ্বরপ্রসাদ ৩১।

২৯ মথুরানাথ আর্ত্তি গাং ঈশ্বরচন্দ্র তৎপুত্র উমেশচন্দ্র বরেণ প্রং। মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতি মান্য গণ্য গভর্ণমেণ্ট-প্রশংসনীয় ডেপুটী কলেক্টার ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তৎপুত্র জীবনকৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ, ইঁহারা শ্রীরামপুরের প্রাতঃস্মরণীয় প্রসিদ্ধ ৺গোলোকচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদৌহিত্র ৩০। জীবনকৃষ্ণসুত সিদ্ধেশ্বর, শৈলেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর ৩১।

নবীনকৃষ্ণ ডেপুটী কলেক্টার ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে একজন অতি প্রশংসনীয় বিচারক ছিলেন। তিনি অকালে প্লেগ রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েন। তদীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র ৩১। যোগেশচন্দ্র মহেশপুরের শিমলাল গোষ্ঠী সম্ভূত গ্রন্থকার শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধির কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী দেবীর পাণিগ্রহীতা। সুরেশচন্দ্র পাবনা জেলার স্থল নহাটার পাকড়াশী গোষ্ঠীপতি শ্রীযুক্ত দিগীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টা-চার্য্যের কন্যা শ্রীমতী সুকুমারী দেবীর পাণিগ্রহীতা। সংপ্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। রমেশচন্দ্র কনিষ্ঠ, অপ্রাপ্তব্যবহার, পর্য্যায় ৩১।

৩০ বিজয়কৃষ্ণসুত মণিমোহন ৩১। মণিমোহন কৃষ্ণ-নগর ও মামজোয়ানীর (বাগপুরের) প্রসিদ্ধ সিমলাই শ্রীযুক্ত হরিমোহন সরকারের দৌহিত্র। হরিমোহন সরকার ব্যবস্থা-দর্পণাদি প্রণেতা ও কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ্ ইন্‌টারপ্রেটার প্রাতঃস্মরণীয় ৺শ্যামাচরণ সরকার মহোদয়ের ভ্রাতা।

বিজয়কৃষ্ণের ফুল চং ধং হারানচন্দ্রের পুত্র শরৎচন্দ্র ও চং ধং বিহারীলাল পুত্র দাশরথি। সাং কাশীপুর জিলা যশোহর।

২৭ রামমোহন বংশাবলী হুগলী জিলার বালী গ্রামে। পুত্র কৃষ্ণচরণ ২৮। তৎপুত্র ভগবতীচরণ ও শ্যামাচরণ ২৯। ভগবতী-সুত নীলকণ্ঠ, নীলমাধব, নীলমণি ও নন্দলাল প্রভৃতি ৩০। ২৯ শ্যামাচরণসুত ধরণীধর ও বংশীধর ৩০। ধরণীধর কাশীতে (Executive Engineer) ছিলেন। বংশীধর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ধরণীধরপুত্র হীরালাল, উমানাথ ও কালীনাথ ইহারা কেশবভারতী প্রমুখ দিগম্বর সিদ্ধান্তের ধারায় শিমলায়ীবংশ সম্ভূত নদীয়া জেলার গোপালপুর নিবাসী ৺পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীর দৌহিত্র ৩১। বংশীধরপুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র ৩১।

সর্ব্বদেশীয় গ্রামগত ও ব্যক্তিগত নাম চলিত কথায় অপভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

তাহার কারণ—

নগনদীবনেভাশ্চ ভাষা রূপান্তরা ভবেৎ।
তথা স্ত্রীনীচবাক্যেষ্বপভ্রংশো দৃশ্যতে সদা॥
ভূরিস্থষ্টৌ তু ভূর্স্টঃ স্যাৎ সাটুক্রিশ্চ সাটকে।
সিদ্ধলে শীতলা সংজ্ঞা ঘণ্টায়াং ঘাঁটলো মতঃ॥
পুংলিকে পাঁশকুণ্ডঃ স্যাৎ শাল্মলৌ তু শীমুলিকঃ।
দিল্লীকে দীনশারী স্যাৎ পোড়ারৌ দগ্ধবাটিকঃ।
প্রাকৃতৌ সংস্কৃতেঃ সংজ্ঞা বৈপরীত্যে তু প্রাকৃতিঃ॥

উনষষ্টিষু রাঢ়ানাং বসতিষু বিশেষতঃ।
তস্মাৎ কুলবিচারেষু কচিৎ সঞ্জায়তে ভ্রমঃ॥
তথা ব্যক্তিকসংজ্ঞাগ্রামপভ্রংশঃ কচিৎ কচিৎ।
পশ্য রাজন্ মহাবুদ্ধে গুহে গুঞিঃ কৃতো যথা॥
দীর্ঘলে হিজ্জলো জ্ঞেয়স্তত্র মনোহরোঽবসৎ।
গুণাকরস্য বাসো হি চতুষ্খণ্ডে সমীরিতঃ॥

এড়ু মিশ্র।

ভবদেব ভট্ট সাবর্ণি গোত্রের শ্রোত্রিয় সিদ্ধল গ্রামবাসী।

গুণের গৌরব যাঁহারা বুঝেন, তাঁহাদিগের নিজের অদেয় কিছুই থাকে না। যিনি মন ও প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহার কথা বলা সামান্য মনুষ্যের সাধ্য নহে। তবে যিনি মনুষ্যপদবাচ্য, তিনি গুণিগণের গুণ বিচারে সমর্থ। কোন কবি কহিয়াছেন, ভূপতিগণ কূপসদৃশ। কূপ হইতে জল গ্রহণ করিতে হইলে গুণ অর্থাৎ দড়া দড়ার আবশ্যক। নচেৎ কূপ হইতে নির্গুণ ব্যক্তির জল গ্রহণ অসম্ভব। যথা—

ভূপঃ কূপঃ সমাভাতি তৃষিতে জীবনপ্রদঃ।
দদাতি গুণযুক্তায় তথা পাত্রানুসারতঃ॥

মহাবদান্য ও কল্পতরু সদৃশ ব্যক্তি সমুদ্র সদৃশ। সমুদ্রাদি অনাবৃত জলাশয় হইতে জল গ্রহণে নির্গুণ ব্যক্তির অনধিকার ও অসামর্থ্য না থাকিলেও নিজ নিজ পাত্র এবং গুণানুসারে জলাশয়

হইতে সলিল গৃহীত হয়। যিনি শম্বুক লইয়া যাইবেন তিনি কি বৃহৎ কলসধারী ব্যক্তির তুল্য বারি অধিকারে পারগ হইবেন?

আমরা এখানে মহাকবি কালিদাসকে উদাহরণ স্থলে উল্লেখ করিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। সকলেই জানেন কালিদাস কবিতা আরম্ভ করিলে কর্ণাটাধিপতি এক একটী কবিতায় মনে মনে এক এক দিক্‌ দান কবিলেন। পঞ্চম কবিতার আবৃত্তি সময়ে কর্ণাটাধিপতি অধোবদন হইলেন। তখন কালিদাস তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন। কোন ভয় নাই।

মা গাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
শ্রীকর্ণাট বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি নাম নার্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্জামারুতচন্দ্রমঃপ্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

অদ্য প্রসঙ্গক্রমে যে কথার উল্লেখ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা এই। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" লেখক পঞ্চ মহর্ষিকে পাঁচ খানি গ্রাম দিতে বিশেষ কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই তদীয় গ্রন্থের ৩০৬ পৃষ্ঠে পঞ্চ মহর্ষির একতমের (সাবর্ণি গোত্রের বেদগর্ভের) পুত্র বশিষ্ঠ সিদ্ধলগ্রামকেই শতসংখ্যক গ্রাম দিয়াছেন।

বেদগর্ভেব পুত্রসংখ্যা দ্বাদশ। উহাঁরা নিজ নিজ শ্রোত্রিয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া আদিশূবের নিকট হইতে শত সংখ্যক শাসনগ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে উত্তর রাঢ়ে সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। ঐ স্থানে অদ্যাপি সিদ্ধলগ্রামী শ্রোত্রিয়গণ দেদীপ্যমান। গোষ্ঠীপতি চৌধুরী নামে বিখ্যাত। অদ্যাপি এই গোষ্ঠিতে সামান্য অধ্যাপনা হইয়া থাকে। ইহাঁরা যে সমাজসংস্কারক

যে শত সংখ্যক শাসন গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে শিলাফলকে লিখিত আছে, তাহাই নিম্নে উদ্ধার করা গেল। যথা—

সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়া-
স্তেষাং শাসনভূময়োঽজনি গৃহং গ্রামাঃ শতং সন্ততেঃ।
আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্ব্বাগ্রিমো
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ॥

বাচস্পতি মিশ্র।

(শিলাপট্টের প্রতিলিপি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দেখ)

এখানে একটা ভ্রম সংশোধন করা আবশ্যক। বারেন্দ্র কুল-গ্রন্থে কাশ্যপ গোত্রীয় সুসেনের অধস্তন দশম পুরুষ স্বর্ণরেখ ও ও ভবদেব ভট্টকে লইয়া যথাক্রমে বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় সংজ্ঞা বিভাগ হইয়াছে। বস্তুতঃ কাশ্যপ গোত্রীয় ভবদেব রাঢ়দেশে আসিয়া রাঢ়ী হইবার কথা অসম্ভব নহে, কিন্তু যে ভবদেব ভট্টের বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে বঙ্গদেশ ও উৎকল খণ্ডের আচার ব্যবহার সম্যকরূপে পরিশুদ্ধ হয় এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর বৈদিক ক্রিয়া কলাপ বিশেষতঃ দশ সংস্কার কার্য্য যাঁহার পদ্ধতি অনুসারে হইয়া আসিতেছে, তিনি সাবর্ণি গোত্রীয় যাজ্ঞিক বেদগর্ভ মহোদয়ের বংশীয়। ইহাঁর ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষে ভবদেবভট্ট গৌড়াধিপের নিকটে হস্তিনী নামক গ্রাম পাইয়াছিলেন। যথা

স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ হস্তিনী দিষ্ট মহীষ্ট ভূমিঃ।

বাচস্পতিমিশ্র লিখিত কুলপ্রশস্তির লেখায় যিনি হরিবর্ম্মদেব বঙ্গাধিপের সর্ব্বাধিকারী (মন্ত্রী) ছিলেন। যাঁহার বিদ্যা বুদ্ধিতে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রেরও সর্ব্বাংশে ধর্ম্ম শাস্ত্রের নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে

নানাবিধ শ্লোক আছে, একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান গেল যথা—

যো বঙ্গরাজরাজশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী॥

ইহাঁর সময়েও সর্ব্বস্বারী বিবাহ ছিল। ইহাঁর উপাধি বাল-বলভীভুজঙ্গভবদেব ভট্ট।

ইহাঁর পূর্ব্ব পুরুষ ১ম ভবদেব ভট্ট হইতে ইনি অধস্তন সপ্তম। সুতরাং দ্বিতীয় ভবদেব সংজ্ঞায় অভিহিত।

ইহাঁর কীর্ত্তিকলাপের পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, ইনিই ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা। মন্দিরের পার্শ্বে বিরাজিত সরোবরও তদীয় কীর্ত্তি। ঊর্দ্ধতন পুরুষে ১ম ভবদেব।

সে ভবদেবের সহোদর সংখ্যা তিন। জ্যেষ্ঠ মহাদেব, কনিষ্ঠ অট্টহাস। ২য় ভবদেবের পিতার নাম গোবর্দ্ধন। পিতামহ আদিদেব। প্রপিতামহ বুধস্ফুরিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহ অত্যঙ্গ। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ রথাঙ্গ। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ১ম ভবদেব (অর্থাৎ ঊর্দ্ধতন সপ্তম)।*

বালবলভী ভুজঙ্গ ২য় ভবদেব বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরীর জগন্নাথ দেবের ও ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেব দর্শনার্থীদিগের সুগমতা জন্য পথ, পুষ্করিণী ও পান্থনিবাস সংস্থাপন করিয়াছিলেন। রাঢ় দেশের অনেক পুষ্করিণী তদীয় নামে বিখ্যাত।

শিলাফলকের কবিতাগুলি বাচস্পতি মিশ্রের রচিত যথা—

রাজা রাজেন্দ্র মিত্রের রচিত উৎকলের পুরাবৃত্ত দেখ।

শিলাফলকের যথাযথ প্রতিকৃতি ফটোগ্রাফ এবং প্রতিলিপি

---

* এখানে সিদ্ধগ্রামীদিগের পূর্ব্ব বংশাবলী দিলাম। ইহাঁরা কহেন ইহা ভবদেবের লিখিত।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে অনুবাদ সহ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। তথায় দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধনির্ণয়েব ২৭৫ পৃষ্ঠে কুলীনগণেব যে পর্য্যায় সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, পূর্ব্বেই তাহাব সঙ্গতি হয় নাই। তন্নিবন্ধন ক্ষুণ্ণ ছিলাম, এখন ধ্রুবানন্দেব মহাবংশাবলীব পাঠোদ্ধারে প্রকৃতরূপে পঞ্চ মহর্ষির অধস্তন পুরুষেব ধাবাব সুসঙ্গতি কবিতে সমর্থ হইলাম পাঠক পূর্ব্বকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা কবিবেন।

বিখ্যাতো বিধিবামপার্শ্বজনিতঃ শ্রীলো ভৃগুর্নামতঃ
তস্মাৎ গৌতমসত্তমঃ সমুদিতঃ সাবর্ণিকস্তৎসুতঃ।
তদ্বংশে লৌলিকতঃ প্রিয়ঙ্কর সুতস্তজ্জো মতঃ সৌভরিঃ
তজ্জং শ্রীযুত বেদগর্ভবিদিতঃ শৌরিস্তপঃকেশবী॥
তস্মাদ্দ্বাদশ সূনবোঽগ্রজোঽহলো শ্রীরাজ্যধৃক্‌সত্তমঃ।
তস্য জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ দক্ষিণস্যাং দিশি স্থিতঃ॥
জজ্ঞে শ্রীলহলায়ুধস্য তনয়ঃ শ্রীমৎ গুণাব্ধির্মতঃ।
তজ্জঃ শ্রীলহবিঃ সুবিক্রমহরির্জ্জাতো বিশাব্ধিস্ততঃ।
তজ্জঃ শ্রীযুত শৌবিঃ পশ্চাজ্জাতঃ কাপরিনাস্তি তদন্বয়ো ভুবি।
জাতাঃ শৌবিসুতাঃ স্মৃতাঃ খলু জগো পীতাম্বরঃ শ্রীরবিঃ॥
তজ্জ শ্রীল বলাব্ধিকস্য তনয়ো হেবম্বনামা কবিঃ।
শ্রীপীতাম্বরতঃ সুতঃ কুলপতিস্তজ্জঃ শিশুঃ সুকৃতী॥

বাচস্পতি মিশ্রেব মহাবংশাবলী।

গাঙ্গুলীব কৌলীন্য প্রাপ্তি সময়ে, সাবর্ণ গোত্রে শিশু গাঙ্গুলী ও কুন্দরোষাকব কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিশু গাঙ্গুলীব পর্য্যায় সংখ্যা বেদগর্ভ হইতে ১১শ পুরুষ অধস্তন। যথা মূলপুরুষ বেদগর্ভ ১ম। পুত্র হলায়ুধ ২য়। পৌত্র গুণাব্ধি

৩য়। প্রপৌত্র হবি ৪র্থ। বৃদ্ধ প্রপৌত্র সুবিক্রম হবি ৫ম। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিশাক্রি ৬ষ্ঠ। বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বলাই ৭ম। অধস্তন ৮ম পুরুষে হেরম্ব। হেবম্ব সুত শৌবি ৯ম। শৌবিসুত জগ, পীতাম্বব ও কাপড়ি ১০ম। পীতাম্বব সুত কুলপতি ১১শ। তৎপুত্র শিশু গাঙ্গুলী ১২শ।

কুন্দ—কুন্দবোষাকরেব অধস্তন বংশে অধিক দিন কৌলীন্য ছিল না বলিয়া কুলাচার্য্যগণ বোষাকব বংশেব তালিকা রক্ষণে কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন প্রকাশ করেন নাই। অপিতু ভঙ্গ কুলের লিখনে কুলাচার্য্য গণের বিশেষ অনাস্থাই দেখা যায়। তাঁহাদিগেব তাচ্ছিল্য বশতঃ আমবা রোষাকব বংশের পবিশুদ্ধ পরিচয় দানে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইলাম না।

পূতিতুণ্ড—বাচস্পতি মিশ্রের মহাবংশাবলীর তালিকায় গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে ছান্দড় হইতে ১২শ পুরুষ অধস্তন দেখা যায়। সুতবাং সম্বন্ধ নির্ণয়ের মূল পুস্তক ৪৪৬ পৃঃ, ১ম পবিশিষ্ট ২৬৯ পৃষ্ঠেব ত্রুটি সংশোধিত হইল। যথা। ছান্দড ১। ধীব পূতিতুণ্ড (রবি) ২। জৈমিনি ৩য়। চতুর্থ পুরুষে শান্তি নাম আছে। শান্তিসুত তমোপহ ৫ম। এইখানে এড়ু মিশ্রের তালিকাব সঙ্গে দুই পুরুষের ইতর বিশেষ দেখা যায়।

ধীরসুতস্তু জৈমিনিঃ শান্তিপদস্তৎসুতঃ।
তজ্জঃ শ্রীলস্তমোপহো বিপুদমোলক্ষ্মীধরস্তৎসুতঃ॥ এড়ু মিশ্র
লক্ষ্মীধর ৬। পুত্র বনমালী বা (বলভদ্র ৭)।

অংসল বা মৎসল ৮। তৎপুত্র বর্ণন বা বল্লভাচার্য্য ৯। তৎসুত উৎসাহ ১০। গোবর্দ্ধন ১১শ।

ঘোষাল বংশের—শিরঃ (১১শ) শিরোমণি বল্লালের সভায় যজ্ঞকর্ত্তা পঞ্চ মহর্ষির অধস্তন ১০ম।১১শ।১২শ।১৩শ পুরুষের সহিত একত্র কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি উহাদিগের হইতে উর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ, ৭ম ৮ম ও ৯ম পুরুষের পরিচয়ে স্থিতি লাভ করিতে পারেন না। তিন চারি পুরুষের অধস্তন এবং উর্দ্ধতনে একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। দীর্ঘজীবীর বংশে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান থাকিলেও মহাবংশাবলীর তালিকা দৃষ্টে ভ্রম সংশোধন করা গেল। যথা—

ছান্দড় ১ম। সুবভি ২য়। সাগর ৩য়। তাপোপহ ৪র্থ। হল ৫ম। মুরারি ৬ষ্ঠ। বিশ্বামিত্র ৭ম। জিতামিত্র ৮ম। শরণি ৯ম। পিঙ্গল ১০ম। শিরো ১১শ।

সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক ২৯৩। ৯৪। প্রথম পরিশিষ্ট ২৭৫ পৃঃ দেখিয়া ত্রুটি সংশোধন কর।

সাবর্ণি গোত্রে রাঢ়ীয় ভবদেবভট্ট।

সাবর্ণিকো মুনিশ্রেষ্ঠো বেদগর্ভো মহাকবিঃ।
তস্য পুত্রা গুণজ্ঞাশ্চ শ্রোত্রিয়াঃ স্বরসংখ্যকাঃ ॥ ১।
হলো রাজ্যধরো যোগী বিশ্বরূপো গুণাকরঃ।
বশিষ্ঠো মদনো রামঃ কুমারো মধুসূদনঃ ॥ ২।
মাধবো দক্ষসহিতাঃ পূজিতা গুরুবন্নৃপৈঃ।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলগ্রামী রাষ্ট্রে চোত্তরসংজ্ঞকে ॥

শ্রোতবহোনদোযত্র নাম্নাজযোজয়ান্বিতঃ।
তত্রাবাসে মতিঞ্চক্রে সন্ততিসুখহেতবে॥
বভূবুস্তস্য তত্র বৈ পুত্রাঃ ষট্ সুবিপশ্চিতঃ।
আদ্যোজনার্দ্দনো নাম মধ্যমোলোকসংজ্ঞকঃ॥
তৃতীয়ঃ শ্রীপতিঃ খ্যাতস্তুর্য্যো শ্রীধরঃ স্মৃতঃ।
মহেশ্বরঃ পঞ্চমোঽভূৎ কনিষ্ঠস্তু দিবাকরঃ॥
শ্রীপতের্জ্জায়তে কৃষ্ণো বিষ্ণুশ্চ ভুবি বিশ্রুতঃ।
কৃষ্ণকস্য ত্রয়ঃ পুত্রা গঙ্গাগোবিন্দবামনাঃ॥
বামনাদ্ভবনোজাতো ভুবনে শ্রেষ্ঠপণ্ডিতঃ।
তস্য পুত্রাঃ শুকদেবো রবিঃ শশী চ কেশবঃ॥
কেশবস্য ত্রয়ঃ পুত্রা মহাদেবস্তদাদিমঃ।
অট্টহাসঃ কনীয়াংশ্চ ভবদেবস্তু মধ্যমঃ॥
ভবদেবো মহামাত্যো ধর্ম্মপালস্য ভূভৃতঃ।
নৃপাদ্বরুননিং লব্ধা স যযৌ কাশিকাপুরীং॥
ভবপুত্রা বসুসংখ্যাস্তে রামাদ্যো রথাঙ্গকঃ।
রথাঙ্গস্য সুতাঃ সপ্ত জ্যেষ্ঠঃ প্রত্যঙ্গকোঽভবৎ॥
তস্য পুত্রো বুধো নাম স্ফুরিতস্তু প্রকাশিতঃ।
আদিদেবো বুধাজ্জাতো গোবর্দ্ধনস্তু তৎসুতঃ॥
আদিদেবো মহামন্ত্রী বঙ্গাধিপস্য বৈ তদা।
গোবর্দ্ধনস্য তত্তুল্যো ন স্যান্মন্ত্রবিচারণে॥
তৎপুত্রোবালবল্লভ্যো ভুজঙ্গভবদেবকঃ।
জ্ঞানে সুরগুরোস্তুল্যো দানে কর্ণাদিকৈঃ সমঃ॥
যস্য কীর্ত্তিধরায়াঞ্চ দশসংস্কারপদ্ধতিঃ।
যৎপদ্ধতিং বিনা কোঽপি সংস্কারং নাচরেৎ ক্বচিৎ॥

তস্য কীর্ত্তির্দ্বিতীয়াপি মন্দিরং ভুবনেশ্বরে।
অনন্তবাসুদেবস্য সর্ব্বে পশ্যন্তি বিস্ময়ং ॥
লোকে কীর্ত্তিমতঃ কীর্ত্তিঃ সঞ্জীবয়তি তৎকরং।
প্রাসাদস্য পুরোভিত্তৌ প্রশস্তির্লিখিতা পুরা ॥
বাচস্পতিকমিশ্রেণ কুলাচার্য্যেণ ধীমতা ॥

প্রসিদ্ধ কুলাচার্য্য কুলচন্দ্র ঘটক সংগৃহীত মহাবংশাবলী।

বাৎস্য গোত্রে।

কৌলীন্য প্রাপ্তি সময়ে কাঞ্জিলাল বংশের কানু ও কুতূহল ১১শ। ছান্দড় বংশের পূতিতুণ্ড মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য, ঘোষাল বংশের শিরোমণি, কাঞ্জিলাল বংশের কানু (কাহ্ন) এবং কুতূহল, যজ্ঞকারী অন্য চারি মহর্ষির সন্তানগণের সহিত সমবেতভাবে বল্লালের সভায় সমাসীন হয়েন। মহাবংশাবলীর লিখনে গোবর্দ্ধন, শিরঃ, কানু ও কুতূহল পরস্পর সমপর্য্যায়। [সম্বন্ধ নির্ণয়ের মূল পুস্তক ২২০। ২৯৪। ২৯৫ পৃঃ পরিশিষ্ট ২৭১ পৃষ্ঠ দৃষ্টে দুই পুরুষের যে বৈষম্য আছে তাহা সংশোধন কর। যথা—

ছান্দড় ১। শ্রীধর ২। বেদগর্ভ ৩। বিষ্ণু ৪। সুজিষ্ণু বা যজ্ঞেশ্বর ৫। এইখানে এক পুরুষ ন্যূন আছে। কোল বা ধীর ৬। ধ্রুবন্ধর বা বসুন্ধর ৭। বাণেশ্বর ৮। এখানে প্রাণেশ্বর পুত্র-স্থানীয় আছে। কিন্তু এড়ু মিশ্রের কারিকায় প্রাণেশ্বর ৮। ভ্রাতৃস্থানীয়। প্রাণেশ্বর সুত গুণাকর ৯। গুণাকর সুত নিশাপতি ১০। তৎপুত্র কানু ও কুতূহল ১১শ *। কোন কোন পুস্তকে

---

* খ্যাতঃ স্ববভির্ঘোষালঃ পুত্রঃ স'গবকোমতঃ।
তস্মাত্তমোপহোজাতঃ হলস্তৎপুত্রকঃ স্মৃতঃ ॥

নিশাপতি স্থলে হিঙ্গল আছে। এবং কানু ও কুতূহল ১১শ বটে, কিন্তু সহোদর নহেন। খুড়তত ভ্রাতা। কুতূহলের পিতার নাম বরাহ ১০ম। এইরূপ লিখিত আছে।

মহেশপুরের কুলচন্দ্র সংগৃহীত মহাবংশাবলী। রামকেশব বা কেশবরাম চক্রবর্ত্তী প্রমুখ রামানন্দের ধাবা। সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক ৩৮৮। পরিশিষ্ট ৪২ পৃঃ। *

সাগর দিয়া (১) কেশব রাম চক্রবর্ত্তী। ২৪ পর্য্যায়।

|

শুকদেব ও রামানন্দ লক্ষ্মীপাশাবাসী। ২৫ পর্য্যায়।

|

হলাৎ মুরারিকোজাতস্তস্মাতোবিশ্বামিত্রকঃ।
তস্য পুত্রোজিতামিত্রঃ শরণিস্তু ততোঽভবৎ॥
শরণাৎ পিঙ্গলোজাতস্তস্মাচ্ছিরোমণিঃ স্মৃতঃ॥
কাশ্লিবিল্বে কবিঃ শ্রীমান্ শ্রীধরোধার্ম্মিকো মহান।
তৎপুত্রসুবেদগর্ভোঽভূৎ বিষ্ণুস্তু তস্য পুত্রকঃ॥
তস্মাৎ জিষ্ণুঃ সমুদ্ভুতস্তৎপুত্রঃ কোল সংজ্ঞকঃ।
সুতো বসুন্ধরঃ কোলাৎ তৎপুত্রো বাণ এবচ॥
শস্যগুণাকরো জাতস্তস্মাৎ নিশাপতিরভূৎ।
সুতৌ নিশাপতের্জাতৌ কানুকুতুহলাবুভৌ॥ মহাবংশাবলী।

রামকান্ত, মাণিক, বাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণকান্ত, নন্দকুমার, রাজচন্দ্র, হরগোবিন্দ, রূপবাম ও জগন্মোহন ৯ পুত্র। ২৬ পর্য্যায়।

নন্দকুমাব স্থত কালিকাপ্রসাদ, রামজয়, সদাশিব, কুঞ্জবিহারী, দীপচন্দ্র, তিলকচন্দ্র, রাধানাথ, ২৭ পর্য্যায়।

কন্যা অভয়া ও কমলা মুংফুং বিষ্ণু স্থত সীতারামের শঙ্করে কুল। কালিকাপ্রসাদ ২৭ শ।

|

জগচ্চন্দ্র ২৮শ।

|

ভগবতীচবণ, (সারদাচবণ ভঙ্গ) ২৯শ।

|

বিধুভূষণ ৩০শ।

|

সীতানাথ ও অনাথ ৩১শ।

২৭ বামজয়—পুত্র জন্মেজয়, রমানাথ, মোহনলাল, কৃষ্ণলাল, ব্রজলাল ও কানুলাল ২৮। (মুংফুং শঙ্কব স্থত চণ্ডীব সহিত কুল)।

২৮। জন্মেজয স্থত লক্ষ্মীকান্ত, হরকান্ত, গৌবীকান্ত, বিশ্বনাথ, ভোলানাথ ও শ্রীনাথ ২৯। জন্মেজয়েব কুল। (মুংফুং শুকদেব স্থত শম্ভু এবং তৎপুত্র নীলকমলেব সহিত)।

২৯। লক্ষ্মীকান্ত স্থত ভগবান ও চন্দ্রকান্ত ৩০শ।

ভোলানাথ স্থত সীতানাথ ৩০।

---

* কেশবরাম চক্রবর্ত্তী তৎপুত্র শুকদেব, হরিনারায়ণ, বিষ্ণুরাম, রামদেব, রাধাবল্লভ, গঙ্গারাম, রাজামণি, রামানন্দ, মণিরাম, নয়ান, কৃষ্ণ, আনন্দীরাম, রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, চন্দ্রচূড়, সূর্য্যারাম ২৫। পরিশিষ্ট ৪২ পৃঃ দেখ।

বিশ্বনাথ সুত কালীপ্রসন্ন ৩০।

অপর তিন জন নিঃসন্তান।

২৭। সদাশিব মুর্শিদাবাদের রাজা নন্দকুমারের ভ্রাতৃ কন্তার সহিত বিবাহে ভঙ্গ। সুত শিবানন্দ ২৮শ।

২৭। কুঞ্জবিহারী—সুত মহেশ ও তারাচাঁদ ২৮শ। ইঁহার কুল মুং ফুং শঙ্কর সুত চণ্ডীসহ।

২৮। মহেশ সুত ঈশান, উমেশ ও চন্দ্র ২৯। মুং ফুং শুকদেব সুত শম্ভু, তৎপুত্র কালীকমল সহ কুল।

চন্দ্রপুত্র দৈবচন্দ্র ও প্রমথনাথ ৩০।

২৭। দ্বীপচন্দ্র—সুত হরচন্দ্র ২৮। হরচন্দ্র সুত রামকমল ২৯। বাথরগঞ্জ কৃষ্ণবাটী মহিমচন্দ্র ৩০শ।

২৭। তিলকচন্দ্র সুত গুরুদাস ও বলরাম ২৮। কুল শঙ্করের পুত্র চণ্ডী মুং ফুং।

২৮। গুরুদাস সুত কাশীপ্রসাদ ও পূর্ণচন্দ্র ২৯। কাশীপ্রসাদ সুত প্যারীমোহন ৩০। তৎপুত্র রসিক, অনঙ্গ, যতীন্দ্র প্রভৃতি ৩১ লক্ষ্মীপাশা বঙ্গভাবাপন্ন।

২৯। পূর্ণচন্দ্র সুত দেবেন্দ্র ৩০। দৌহিত্র সীতারাম সন্তান (শ্রোকগ্রাম বরিশাল জিলা)।

২৮। বলরাম সুত মহিমাচন্দ্র ২৯ সুত বরদা ৩০। মল্লিকপুরের ভট্টাচার্য্যের ঘরে ভঙ্গ।

২৭। রাধানাথ সুত কালীকিঙ্কর, গৌরমোহন, নীলমণি, রত্নমণি, ঈশ্বর ও হরমোহন ২৮। কুল শঙ্কর সুত চণ্ডীর সহিত।

২৮। কালীকিঙ্কর পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ২৯ (বাগপুরের শিমলাই দৌহিত্র)। বরিশাল জিলা।

২৯। গোবিন্দ সুত ১ম উপেন্দ্র, ২য় নকুলেশ্বর, ৩য় কেদার, ৪র্থ মহেন্দ্র। (১ম ও ৪র্থ সাবলের কাঙ্গারী ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র)। নকুল ও কেদার আমগ্রামের ডিংশাই দৌহিত্র) পর্য্যায় ৩০শ।

২৮। গৌরমোহন—সুত হরনাথ, চাঁদমোহন, বিশ্বেশ্বর ও অবিনাশ সাবলের কাঙ্গারী ভট্টাচার্য্যের দৌহিত্র ২৯। কেশব চক্রবর্ত্তী হইতে গৌরমোহন ৫ম। ভট্টনারায়ণ হইতে ২৮শ।

২৮। গৌরমোহনের কুল শুকদেব সুত শম্ভু তৎসুত মদনের সহিত। সুত হরনাথ ২৯। কামালপুরের শুকদেব বংশে কালী-চরণের পুত্র ইহাঁর দৌহিত্র। (শুকদেব প্রপৌত্র—মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়) হরনাথ বন্দোপাধ্যায় সুত চাঁদমোহন ৩০। সুত মুকুন্দমোহন, বিরাজেন্দুমোহন ও বিমলেন্দুমোহন ৩১। খেলের দৌহিত্র। চাঁদমোহনের কুল মুং ফুং শম্ভু পুত্র কালীকমল পুত্র যামিনীকান্তের সহিত। কোলা বিক্রমপুর।

২৯। বিশ্বেশ্বর পুত্র ক্ষীরোদেশ্বর ও নীরদেশ্বর খেলের দৌহিত্র; ৩০।

২৯। অবিনাশচন্দ্র পুত্র জ্যোতিশ্চন্দ্র, রমেশচন্দ্র ৩০ (আম-গ্রামের দৌহিত্র)।

২৭। রাধানাথ সুত নীলমণি ২৮, দ্বারকানাথ ২৯। পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও তারাকান্ত ৩০। যজ্ঞেশ্বর পুত্র অনাদিনাথ ৩১।

২৮। রত্নমণি সুত প্রসন্নচন্দ্র ২৯। পুত্র যদুবর, সুধন্য, চুনী-লাল ৩০ রণ্ডভাবাপন্ন। ২৮ হরমোহন পুত্র ভুবনমোহন ও মনোমোহন ২৯। সাবলের দৌহিত্র কুল মুং ফুং শুকদেব সুত শম্ভু তৎ সুত মদনের সহিত।

২৯। ভুবনমোহন সুত সত্যেন্দুমোহন ৩০। শুকদেব সুত

শম্ভু তৎসুত কালীকমল। তৎসুত ভারতচন্দ্রের সহিত। ২৯ মনোমোহন সুত মোহিনীমোহন ৩০।

লক্ষ্মীপাশা নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ ঢাকা জুবীলী স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহোদয়ের নিকট হইতে এই তালিকা প্রাপ্ত।

কেশব প্রমুখ রামকান্ত পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ, রামসুন্দর, নন্দলাল ও হরানন্দ ২৭। গোবিন্দপ্রসাদ সুত রামচন্দ্র, জগদ্বন্ধু, নবকিশোর, ব্রজকিশোর, রামকানাই, শিবনাথ, কৃষ্ণকিশোর, গোলোকচন্দ্র ও রাজকিশোর ২৮।

রামচন্দ্র সুত গোপালচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, জয়চন্দ্র, রামতনু, শ্যামতনু ও চন্দ্রকান্ত ২৯। গোপালচন্দ্র সুত কৈলাস ও গগন ৩০। রামতনু পুত্র দীনবন্ধু ও কালীকান্ত ৩০। দীনবন্ধু সুত গিরিজাকান্ত ৩১। কালীকান্ত সুত অনাথ, হরলাল, হরেন্দ্র, অখিল, রাখাল ও তরণী ৩১। শ্যামতনু সুত মহেশ ও রামকমল ৩০ বিক্রমপুরের বজ্র-যোগিনীর পূর্ণিলাল।

২৮ জগদ্বন্ধু সুত প্রাণনাথ ২৯ সুত কালাচাঁদ ৩০। সুত বিহারী ৩১ সুত হরিলাল, মতিলাল, চুনিলাল প্রভৃতি ৩২।

২৮ রামকানাই বংশ ফরিদপুর রাজনগর।

২৮শ শিবনাথ সুত উমাচরণ (রণ্ডভাব) ২৯শ। পুত্র কালিদাস ও গঙ্গেশ ৩০শ—কেশরভাবাপন্ন কৃষ্ণনগর নিবাসী রায় যদুনাথ রায়-বাহাদুরের সংসৃষ্ট। ২৮শ—কৃষ্ণকিশোর সুত ভগবান ২৯শ। পুত্র চন্দ্রকান্ত, মহেন্দ্রনাথ ও বিল্বগোপাল ৩০শ। মাণিক ২৬শ। সুত কৃষ্ণানন্দ ২৭শ। সুত কীর্ত্তিনারায়ণ ২৮শ। তৎপুত্র অভয়াচরণ ও কাশীচন্দ্র ২৯শ। অভয়াচরণ সুত তারিণীচরণ ও অমৃতলাল ৩০শ—জয়পুর নিবাসী জেলা যশোর। কাশীচন্দ্র সুত চণ্ডীচরণ ও বীরেশ্বর ৩০শ (রণ্ডভাব)।

রামকেশব চক্রবর্ত্তী প্রমুখ রাধাকৃষ্ণ ২৬শ। রাধাকৃষ্ণ জয়পুর নিবাসী—ভঙ্গ। পুত্র যুগলকিশোর, বৈদ্যনাথ, শম্ভুনাথ ও বৃন্দাবন তর্কবাগীশ ২৭শ। যুগলকিশোর পুত্র হরিনাথ ও রঘুনাথ ২৮শ। হরিনাথ সুত গিরিশচন্দ্র ও কাশীচন্দ্র ২৯শ—নলের বংশজ ঘরে ভঙ্গ।

রামকেশব প্রমুখ কৃষ্ণকান্ত ২৬শ। সুত কমলাকান্ত ২৭শ। তৎসুত গৌরীচন্দ্র ২৮শ। তৎসুত অমৃত (ভঙ্গ) ২৯শ। তৎ-সুত বিজয় ৩০শ—স্বকৃতভঙ্গের পুত্র।

রামকেশব প্রমুখ রাজচন্দ্র ২৬শ। রাজচন্দ্র সুত শ্রীকান্ত, গৌর-সুন্দর, রামদুলাল ও চণ্ডীচরণ ২৭শ। কুল মুংফুং বিষ্ণু সন্তান শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সহিত।

২৭শ শ্রীকান্ত সুত রামতনু ও গৌরমোহন ২৮শ। রামতনু সুত মধুসূদন ২৯শ। ২৮শ গৌরমোহন সুত কিশোরী মোহন ২৯শ।

২৭শ গৌরসুন্দর সুত কৃষ্ণমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, গোপীমোহন ও চন্দ্রমোহন ২৮শ।

— ২৮শ ঈশ্বরচন্দ্র সুত কৈলাসচন্দ্র ও কাশীচন্দ্র ২৯শ। কৈলাসচন্দ্র সুত প্রকাশচন্দ্র, চন্দ্রকুমার, নারায়ণচন্দ্র, বিশ্বেশ্বর ও বসন্ত ৩০শ।

২৯শ কাশীচন্দ্র সুত উপেন্দ্র, অক্ষয়, সুশীল ও অনুকূল ৩০শ।

২৭শ গৌরসুন্দর সুত রামমোহন ২৮শ। তৎপুত্র আনন্দচন্দ্র, গোবিন্দ ও যাদবচন্দ্র ২৯শ। গোবিন্দ সুত সতীশচন্দ্র, শশধর, বিনোদ ও যতীন্দ্র ৩০শ।

রামকেশব চক্রবর্ত্তী ২৪শ। পুত্র হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (পরিশিষ্ট ৪২।৪৩ পৃঃ দেখ)। পৌত্র শ্যামসুন্দর ২৬শ — যশোহর জেলা সুঁতিঘাটা কামালপুরে বাস। প্রপৌত্র হরগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ২৭শ।

হরগোবিন্দ পুত্র রামতনু (স্বকৃতভঙ্গ) ২৮শ (বাগনাপাড়ায় ভঙ্গ, জীবাটে পুনর্ভঙ্গ)।

(স্বকৃতভঙ্গের পুত্র) ২৯শ—চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (জীরাটের গোস্বামীর দৌহিত্র)।

(স্বকৃতভঙ্গের পৌত্র) রূপচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০শ।

রূপচাঁদ সুত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (৩১শ) শান্তিপুরনিবাসী। ২য় পুত্র কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩১শ) জিরাটবাসী।

৩১শ বিহারীলাল সুত বিনোদীলাল, কিশোরীলাল, অমৃতলাল, ক্ষীরোদলাল ও নন্দলাল ৩২শ। বিনোদলাল সুত সন্তোষকুমার ৩৩শ। বিহারীলালের স্বয়ং প্রদত্ত এই তালিকা অনুসারে পরিশিষ্টের ২৬৬ পৃষ্ঠের ভুল সংশোধন কর। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সন্তানের পরিবর্ত্তে বং সাং রামকেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তান এইরূপ পাঠ কর। পর্য্যায় ২৯শের পরিবর্ত্তে ৩১শ পাঠ কর।

দীঘলগ্রামী অর্থাৎ দীর্ঘাঙ্গী ও চোৎখণ্ডী অর্থাৎ চতুষ্খণ্ডের শ্রোত্রিয়গণ কেশবরাম চক্রবর্ত্তীর (কেশব বলিয়া পরিচিত) পৌত্র শ্যামসুন্দর দ্বারা উত্থাপিত। দীঘলগ্রামও অপভ্রংশে হিজলহ হইয়াছে। মেদিনীপুর জিলায় হিজলী কাঁথি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান বাঘনাপাড়ার গোস্বামী বংশের একদেশ।

রমাই ঠাকুর—পর্য্যায় ২২শ।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ২৫৫ পৃঃ। শচীনন্দন রমাই ঠাকুরের সম পর্য্যায় আছে। রমাই ঠাকুর উদাসীন, মহান্ত। সংসারাশ্রম পরিত্যাগী। তদীয় ভ্রাতা শচীনন্দনের বংশ দ্বারা নিজের বংশ সংস্থাপন করেন। শচীনন্দন সুত ছয় জন। যথা—ভুবন, ব্যাস, উদয়, রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ এবং কেশব ২৩শ। রমাই ঠাকুর, শচীনন্দন সুত শ্রীবল্লভ ও কেশবকে বাঘনাপাড়ার মহান্তের গদিতে শিষ্যত্বে ও পুত্রত্বে সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজের নাম সংকীর্ত্তন করাইতে লাগিলেন। তদনুসারেই বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা রমাই ঠাকুরসন্ততি বলিয়া অভিহিত। শ্রীবল্লভের ধারা নয়-আনী, কেশবের ধারা সাত-আনী বলিয়া পরিচিত।

২৩শ শ্রীবল্লভ। সুত গোপাল ও কৃষ্ণজীবন ২৪শ। কৃষ্ণজীবন হুগ্লী জিলার বৈঁচীগ্রামবাসী। গোপালের সুত হরিনারায়ণ ২৫শ। তৎপুত্র শশধর ২৬শ। পৌত্র প্রেমলাল ২৭শ। প্রপৌত্র দীননাথ ২৮শ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিপিনবিহারী ২৯শ। অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীভাগবতকুমার গোস্বামী ৩০শ সংস্কৃতে এম্ এ। তৎপুত্র বংশীবদন ৩১শ। বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কুল ভঙ্গ করেন। এখানে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় বংশের স্বকৃতভঙ্গ এবং তাঁহাদের অধস্তন সন্ততিগণকে পাওয়া যায়। রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ধারার কালীপদ বন্দ্যোর পুত্র—বিষ্ণুপদ ও কৃষ্ণপদ ৩১। কালীপদর পিতামহ মাধব (ভঙ্গ)। তিনি জয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভগিনী-

পতি। ২৮শ। মাধবের পিতা কমলাকান্ত ২৭শ। পুত্র ব্রজনাথ ২৯শ। পৌত্র কালীপদ ৩০শ। মাধবের পিতামহ ভবানীচরণ ২৬শ। প্রপিতামহ কৃষ্ণরাম ২৫শ। বৃদ্ধপ্রপিতামহ রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী সাগরদিয়া ২৪শ।

সারোলের কাঞ্জারি শ্রীহরিমুকুন্দ ন্যায়বাগীশের বংশাবলী।

সম্বন্ধনির্ণয়ের মূল পুস্তক ৪৪৭ পৃঃ।

রঘুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, রাম তর্কবাচস্পতি, রাজেন্দ্র সার্ব্বভৌম ও রাঘবেন্দ্র ন্যায়বাচস্পতি।

২য় পুত্র রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার সুত সংখ্যা ছয়—জয়দেব তর্কবাগীশ, পরমানন্দ তর্কালঙ্কার, জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য, গদাধর, মহাদেবাচার্য্য ভট্টাচার্য্য ও গঙ্গাধর পঞ্চানন। জয়দেব সুত জগদীশ ভট্টাচার্য্য, হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

জেলা যশোহরের অধীন বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের শিঙ্গিয়া ষ্টেশনের পরপারে ব জঙ্গলাধাল গ্রাম নিবাসী

হরিনারায়ণ সুত আনন্দীরাম ৪। তৎসুত রামদুলাল, রামনিধি, রামচরণ এই তিন সহোদর ও পক্ষান্তরে রামরতন, রামচন্দ্র এই দুই সহোদর ৫। রামনিধি সুত ব্রজনাথ, প্রাণনাথ, বিশ্বনাথ, পার্ব্বতীনাথ, দিগম্বর ও মদনমোহন ৬।

প্রাণনাথ সুত শ্রীনাথ ৭। তৎসুত অম্বিকাচরণ ও বিপিনবিহারী ৮।

বিপিনবিহারীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে বড়টীকে পাঁচু বলিয়া ডাকে, সম্ভবতঃ পঞ্চানন নাম। ২য় মতিলাল। ৩য় অল্পবয়স্ক। হরিনারা-

মণের বংশ মধ্যে কেবল মাত্র বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পুত্রগণ বর্ত্তমান আছেন, অন্য কাহারও বংশ নাই।

রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র জগদানন্দ ভট্টাচার্য্য ৩। সুত কালীশঙ্কর ৪। তৎসুত বিষ্ণুরাম, হরিহর, রামগোপাল, ও রঘুনাথ ৫।

বিষ্ণুরাম সুত রামনারায়ণ, তৎসুত কাশীনাথ। হরিহর সুত কৃষ্ণমোহন ৬।

রামগোপাল সুত রামমোহন, দুর্গাপ্রসাদ, তিলকচন্দ্র। দুর্গাপ্রসাদ সুত আনন্দচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, ভগবানচন্দ্র ও কালীকুমার।

৭। ঈশ্বরচন্দ্র সুত সীতানাথ, যদুনাথ, চন্দ্রকান্ত, গোপালচন্দ্র।

৮। সীতানাথ সুত গঙ্গাপ্রসাদ ও ফণিভূষণ ৯।

৩। জগদানন্দ ভট্টাচার্য্যের বংশ মধ্যে সীতানাথ ও সীতানাথের পুত্রদ্বয় এবং চন্দ্রকান্ত ও গোপালচন্দ্র ভ্রাতাদ্বয় বর্ত্তমান আছেন।

ক্রোড়পত্রের ৪০ পৃষ্ঠের ৫ পঙ্‌ক্তিপরে পাঠ কর।

পাল্‌টী প্রকৃতি সম্বন্ধে মুখটী বংশ প্রায় অধিকাংশ মেলের প্রকৃতি অর্থাৎ আদি কারণ।

সংখ্যা।	প্রকৃতির নায়ক।	কাহা হইতে কত পুরুষ অধস্তন।	কোন মেলের প্রকৃতি।	পাল্টার প্রধান ব্যক্তি।
১	ভৈরব	উৎসাহ হইতে অধ্যস্তন ৮ম	ভৈরব ঘটকীর	মনোহর পুতিতুণ্ড।
২	মালাধর খাঁ	ঐ ১০ম	মালাধর খানীর	চতুর্ভুজ চট্ট।
৩	শতানন্দ খাঁ	ঐ ১২শ	শতানন্দ খানীর	জগদানন্দ বন্দ্য।

৪ মনোহর	ঐ ১১শ	ফুলিয়ার গঙ্গাধরবন্দ্য, বাণচট্ট।	
গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য	ঐ ১২শ		
৫ চন্দ্রতি	ঐ ১০ম	চন্দ্রপতির	শুভঙ্কর চট্ট।
৬ চক্রপাণি	ঐ ৯ম	আচম্বিতার	গৌতম ঘটক।
৭ গোপাল ঘটক	ঐ ৯ম	গোপালঘটকীর	গুণার্ণব চট্ট।
৮ দৈবকীনন্দন	ঐ ১০ম	পণ্ডিতরত্নীব	গরুড় চট্ট।
৯ দশরথ ঘটক	ঐ ৯ম	দশরথ ঘটকীর	কমলাক্ষ চট্ট।
১০ জিতামিত্র মিশ্র	ঐ ১০ম	প্রমোদনীব	রামচট্ট।
১১ শ্রীবর্দ্ধন মিশ্র	ঐ ১২শ	শ্রীবর্দ্ধনীব	চক্রপাণি চট্ট।
১২ বাণীনাথ পণ্ডিত	ঐ ১০ম	শুঙ্গোসর্ব্বানন্দীব	নিত্যানন্দ গঙ্গো।
১৩ যোগেশ্বব ও কামদেব পণ্ডিত	ঐ ৯ম	খড়দহের	মধুচট্ট।

প্রত্যেক মেল ২য় পবিশিষ্টে দেখ।

১৪। মনোহবেব জ্যেষ্ঠ দুর্গাবব পণ্ডিত (মুখোপাধ্যায়) বল্লভী মেলেব প্রকৃতি।

চট্টোপাধ্যায় বংশে কোন্ ব্যক্তি মেলেব প্রকৃতি দেখা যাউক।

	প্রকৃতি		পাল্‌টী
১৫	চট্টবাঘব	চট্টবাঘবী মেলের	শ্রীপতি বন্দ্য।
১৬	বিদ্যাধবচট্ট	বিদ্যাধরী ,,	বিকর্ত্তন মুখো।
১৭	কেশবচট্টবাজ	বালীমেলেব	শ্রীকান্ত বন্দ্য।
১৮	কাকুৎস্থ চট্ট	কাকুৎস্থী ,,	দামোদর বন্দ্য।
১৯	দানবপতি চট্ট	দেহাটা ,,	শ্রীনিবাস গাঙ্গুলী।
২০	ধবাধর চট্ট	ধরাধরী ,,	হিরণ্য বন্দ্য।
২১	হরিমজুমদার চট্ট	হরিমজুমদারী ,,	শ্রীনিবাস ঘোষাল।

২২ ছয়ী চট্ট	ছয়ী	,,	কেশব বন্দ্য।
২৩ রাঘব চট্ট	পারিহাল	,,	পঞ্চানন বন্দ্য।

উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের অধস্তন ৯।১০।১১।১২শ সন্ততির ষোড়শ ব্যক্তি চৌদ্দটী মেলের প্রকৃতি। মুখ বিকর্ত্তন, মুং বাণ, মুং পরমানন্দ মিশ্র, মুং বাসুদেব, মুং সদাশিব। যথাক্রমে বিদ্যাধরী, শ্রীরঙ্গভট্টি, পরমানন্দ মিশ্রী, রাঘব ঘোষালী ও বিজয় পণ্ডিতীর প্রধান পালটী।

বল্লভী মেলের প্রকৃতি বন্দ্য।বল্লভাচার্য্য হইলেও দুর্গাবর পণ্ডিতই এই মেলের প্রধান নায়ক। কিন্তু কোন কোন কুলগ্রন্থে সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকৃতি বলে। পাল্‌টী স্থলে সর্ব্বানন্দ ঘোষালের উল্লেখ করিয়া থাকেন। সুতরাং এখানে বন্দ্যবংশের প্রথম কুলীন ঈশান, জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন ও মকরন্দ প্রভৃতি হইতে বন্দ্য বংশের মেল নায়কগণের কে কত অন্তর। মহেশ্বর ১০ম (প্রথম পরিশিষ্ট ৫ পৃঃ হইতে ২৮ পৃঃ পর্য্যন্ত দেখ।)

প্রকৃতি			মেলের	পাল্‌টী।
২৪ বং বল্লভাচার্য্য	মকরন্দ হইতে	৭ম	বল্লভী	সর্ব্বানন্দঘোষাল।
২৫ ,, সর্ব্বানন্দ	,,	৭ম	সর্ব্বানন্দী	রাঘব গাঙ্গুলী।
২৬ ,, রত্নাকর বন্দ্য	মহেশ্বর হইতে	৬ষ্ঠ	বাঙ্গাল	মুকুন্দ চট্ট।
২৭ ,, বিজয় পণ্ডিত	ঐ	৭ম	বিজয় পণ্ডিতি	সদাশিব মুখো।
২৮ ,, নিত্যানন্দ বন্দ্য	,,	৫ম	ছায়ানরেন্দ্রী	শ্রীনাথ চট্ট।
২৯ ,, মাধবাচার্য্য	,,	৫ম	মাধাই	মনোহর চট্ট।
৩০ ,, ভৈরব ঘটক	,,	৭ম	ভৈরব ঘটকী	মনোহর পূতিতুণ্ড
৩১ ,, পরমানন্দ মিশ্র	মকরন্দ হইতে	৭ম	পরমানন্দী	লক্ষ্মণ ঘোষাল।
৩২ ,, শুভরাজ খাঁ	দেবল হইতে	৭ম	শুভরাজখানী	কৃত্তিবাস চট্ট।

প্রকৃতি		মেলের	পাল্‌টি।
৩৩ ,, চাঁদাই বন্দ্য মহেশ্বর হইতে ৭ম	চাঁদাই		ছকড়ী চট্ট।
৩৪ ,, যাদব রায় ,, ৮ম	রায়মেলের	হরিমল্লিক	পূতিতুণ্ড।
৩৫ ,, ত্রিলোচন আচার্য্য ,, ৮ম	আচার্য্যশেখরীব		কমলেশ্বর চট্ট।
৩৬ ,, গাং চণ্ডীবর	নড়িয়া মেলের		বলভদ্র চট্ট।

পূতিতুণ্ড বংশে সুবানন্দ ঘটকসিংহ ও শ্রীবঙ্গভট্টি পূতিতুণ্ড। সুবাই ও শ্রীরঙ্গ ভট্টি মেলের প্রকৃতি। সুবাই মেলের পালটী চট্ট ত্রিপুরারি, শ্রীবঙ্গ ভট্টের পালটী বাণ মুখোপাধ্যায়।

গাঙ্গুলীবংশে একমাত্রন ডিয়া মেলের প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—চণ্ডীবর গাঙ্গুলা নড়িয়া মেলের প্রকৃতি পাল্‌টী বলভদ্রচট্ট।

ঘোষাল বংশেও একমাত্র বাঘব ঘোষালী মেল দেখা যায়। পাল্‌টী বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

কেশব-ভারতীর সন্তান দিগম্বর সিদ্ধান্ত প্রমুখ কাশ্যপ শিমলায়ী গোষ্ঠী।

নদীয়া জিলায় কলাবাড়ী গোপালপুর ও বাগপুরের শিমলায়ী, মেদিনীপুর জিলায় শ্রীবরার ভট্টাচার্য্য, গুপ্তিপাড়ার ভট্টাচার্য্য, মামজোয়ানীর ও কৃষ্ণনগরের সরকার গোষ্ঠী—কেশব ভারতীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। মুর্সিদাবাদে—বাগপুরের শিমলায়ী। সাদির্খা দেয়াড়, ইছলামপুর ও সৈদাবাদের গোস্বামী।

কেশব ভারতী প্রমুখ দিগম্বর ভট্টাচার্য্য সন্ততির কলাবাড়ী গোপালপুরের শিমলয়ী ধাবার একদেশ ক্রমান্বয়ে অঙ্ক দেওয়া গেল।—

রঘুরাম ১। রামরাম ২। আত্মারাম ৩। সীতারাম ৪।

হৃদয়রাম ৫। দেবীপ্রসাদ (ঔরস) এবং চণ্ডীচরণ (দত্তক) ৬। দেবী-প্রসাদ সুত ফকীরচাঁদ ও তারকচন্দ্র ৭। চণ্ডীচরণ সুত কালাচাঁদ ৭। ফকীরচাঁদ সুত পূর্ণচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র ও কেশবচন্দ্র ৮। তারক-চন্দ্র সুত মতিলাল, নন্দলাল, রাধিকাপ্রসাদ ও সুরেন্দ্রনাথ ৮। কন্যা চন্দ্রকালী দেবী (বিষ্ণু ঠাকুরের বংশে ফুলে বেলগড়িয়ার রামদাস মুখোপাধ্যায়ের পত্নী)। কালাচাঁদ সুত প্রসন্নকুমার, ইন্দুভূষণ, ও উপেন্দ্রভূষণ ৮। মতিলাল সুত দ্বিজেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, শৈলেন্দ্র ও জিতেন্দ্র ৯। নন্দলালের রণেন্দ্র, জিতেন্দ্র প্রভৃতি তিন পুত্র। রাধিকা প্রসাদের এক পুত্র। প্রসন্নকুমারের পুত্র যোগীন্দ্র ও রাজেন্দ্র ৯। চন্দ্রকুমারের শিশিরকুমার প্রভৃতি তিন পুত্র ৯। উপেন্দ্রভূষণের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় ৯।

কেশব ভারতী শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু বলিয়া অনেক শ্রোত্রিয়ই নিজ নিজ পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে কেশবের ভারতী উপাধি প্রাপ্ত হইলেই সেই কেশবকেই মহাপ্রভুর গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ এ বিষয়ে কেহই কোন প্রামাণিক ইতিবৃত্ত অথবা কেশবের পিতৃ-পিতামহাদির নামোল্লেখ পুরঃসর, পঞ্চ মহর্ষির অধস্তন কোন্ ধারায় কোন্ গ্রামীব সন্তান তাহা এ পর্য্যন্ত বলিতে সমর্থ নহেন সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগকে মৌনাবলম্বন কবিতে হইল। তবে দুই একটি কিম্বদন্তী অনুসারে পরিচয় নির্দ্দেশ করা গেল। যথা—

কেশব ভারতীর সহোদরের নাম বলভদ্র গোস্বামী। বলভদ্রের দুই পুত্র মদন ও গোপাল। মদনের সাত পুত্র। বাস বর্দ্ধমান জিলার কাল্না সবডিবিজানের মন্ত্রেশ্বর থানার আউড়েকলসা। কিন্তু ইহাঁরা ভরদ্বাজ গোত্রীয়। ভিংসাই সন্তের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন।

গোপালের ধারায়—পুত্র গোপীনাথ, পৌত্র চণ্ডীচরণ, প্রপৌত্র

গোবিন্দরাম। ইঁহাদিগের সন্তান পরম্পরা চুঁচুড়াবাসী। চুঁচুড়ার ব্রহ্মচারিগণ কেশব ভারতীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড়ে ভারতীর পুষ্করিণী আছে। তথাকার ব্রহ্মচারী গোষ্ঠীবর্গ কহেন তাঁহারাও ডিংসাই সতের সন্তান কেশব ভারতীর ধারা।

চুঁচুড়ার অক্ষয় ব্রহ্মচারী প্রসিদ্ধ, তৎপুত্র ইন্দুভূষণ প্রভৃতি। নীলমণি ব্রহ্মচারী জামালপুরে (E. I Railway) ডাক্তার, ইন্দুভূষণ গৌহাটী কালেজের প্রোফেসর।

আউড়িয়া গ্রামে দুর্গাদাস ভারতী বিখ্যাত। দেনুড়ে অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী গণ্যমান্য ও শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইঁহারা ভারতীর শিষ্য বলিয়াই অনেকের জানা আছে। গোপাল ভারতী দেনুড়ের ব্রহ্মচারীদিগের আদিপুরুষ। তিনিই কেশবের শিষ্য, জ্ঞাতি নহেন। ব্যবস্থাদর্পণ প্রভৃতির প্রণেতা ও কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের ও বর্ত্তমান হাইকোর্টের Late Chief Interpretor and Chief Translator প্রাতঃস্মরণীয় শ্যামাচরণ সরকার মহোদয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও কেশবভারতীর পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি শিমলায়ী কাশ্যপ গোত্র। মামজোয়ানী ও কৃষ্ণনগরাদির প্রদেশের শিমলায়ীগণ কুলগ্রন্থে কেশব ভারতীর সন্তান বলিয়া চিরপরিচিত। কেহ কেহ বলেন সাহড়ী গ্রামী মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির বংশে কেশব ভারতীর জন্ম হয়। অন্যে কহেন কেশব ভারতী উমাপতি ধরের বংশীয়।

মুং ফুং শিবাচার্য্য প্রমুখ রমণ ঠাকুর বংশের পার্ব্বতীচরণের ধারা, পর্য্যায় ৩০।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৬২ পৃঃ। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত।—

পার্ব্বতীচরণ সুত শিবচবণ ৩১। পুত্র রামচবণ ৩২। প্রপৌত্র জয়নারায়ণ ৩৩। ইনি উলায় আত্মাবাম বন্দ্যের কন্যার পাণিগ্রহণে ভঙ্গ। জয়নারায়ণ কেশব ভাবাপন্ন। সুত বামকুমাব ও মধুসূদন ৩৪। রামকুমাব সুত রাজকৃষ্ণ ও রামগোপাল ৩৫। রাজকৃষ্ণ সুত কালীপ্রসন্ন, বিহাবীলাল ও হরিপ্রসন্ন ৩৬। বিহাবী পুত্র অমূল্যধন ৩৭। ৩৫ বামগোপাল সুত রামকৃষ্ণ ৩৬। ৩৪ মধুসূদন সুত শ্যামাচরণ, শ্রীনাথ ও ব্রজকৃষ্ণ ৩৫। শ্যামাচরণ সুত রামলাল ও জ্ঞানেন্দ্রলাল ৩৬। শ্রীনাথ সুত হরিনাথ ও সুরেন্দ্র প্রভৃতি ৩৬।

ব্রজকৃষ্ণের পুত্র বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার ৩৬ পর্য্যায়। সকলের নিবাস শান্তিপুর। জিলা নদিয়া মদনপুর E B. S Railwayব নিকট শেখপাড়া গ্রামে জয়নাবায়ণ পুনর্ভঙ্গ হয়েন। তথায় জয়নাবায়ণের দ্বিতীয় পক্ষের ধাবায় অধস্তন সন্ততিগণ বিবাজমান আছেন।

মুং ফুং শিবাচার্য্য বংশের বীরেশ্বর প্রমুখ রামতনুর ধারা।

(সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৫২ পৃঃ) ক্রমান্বয়ে অধস্তনে অঙ্কপাত কবা গেল।—

বীরেশ্বর ২৬। পুত্র জনার্দ্দন ২৭। পৌত্র রামজীবন ২৮ প্রপৌত্র রামদেব ২৯।

রামদেব সুত রামতনু ৩০। রামতনু সুত হরচন্দ্র, শ্রীরাম, গুরুদাস ও কালীদাস ৩১। শ্রীরাম সুত কেদারনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ ৩২। বর্দ্ধমান জিলার জৌগ্রাম বাসী। কেদারনাথ সুখ্যাতি সম্পন্ন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। যোগেন্দ্র আরা জিলার উকীল।

৩২শ কেদারনাথ সুত সুরেন্দ্রনাথ ও নিমাইচন্দ্র পর্য্যায় ৩৩শ।

৩১শ হরচন্দ্র সুত শ্যামাচরণ ৩২শ। তৎপুত্র হেমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৩৩শ। পূর্ণচন্দ্রের পুত্রের পর্য্যায় ৩৪শ। হেমচন্দ্র সুত বিজয় ও বিনয় ৩৪শ।

৩১শ গুরুদাস সুত শম্ভু, কৈলাস, ভৈরব ও রাজচন্দ্র ৩২শ। শম্ভুসুত ত্রিগুণাচরণ ৩৩শ।

৩২শ রাজচন্দ্র সুত মাখনলাল ৩৩শ। তৎপুত্র বসন্তকুমার ৩৪শ। ৩০শ রামতনু—ইহাঁর জ্যেষ্ঠদ্বয়ের নাম শিবনারায়ণ ও রামকানাই ৩০শ। সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্টের ৫৪ পৃঃ উর্দ্ধ পঙ্‌ক্তি ২ রামতনুর নাম বসাইতে ভুল হইয়াছে। ইহা দৃষ্টে সংশোধন কর।

খড়দামেল কামদেব বংশ।

মধুসূদন-সহোদর মৃত্যুঞ্জয়ের ধারা ২২ পর্য্যায়, সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ১৯৬ পৃঃ। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত।—

মৃত্যুঞ্জয় পুত্র শ্রীরাম ২৩। পৌত্র রাজীব ২৪। প্রপৌত্র রঘুনন্দন ২৫। তৎসুত রামভদ্র ২৬। শ্রীবল্লভ ২৭। রামরাম ২৮। কেবলরাম ২৯। রামরত্ন ৩০। রামদয়াল ৩১। গোপালচন্দ্র ৩২। তৎপুত্র রামচন্দ্র, অমৃতলাল ও কালীচরণ ৩৩। ইহাঁরা একণে সর্ব্বানন্দীভাব প্রাপ্ত, নিবাস বেহালা বড়িষা। অমৃতলাল

মুখোপাধ্যায় এম, এ বি, এল যশস্বী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। অমৃতলালের পুত্রগণের নাম যথা—বিজনলাল, হিরণলাল ও কানাইলাল—পর্য্যায় ৩৪শ।

খড়দামেলের মুখোপাধ্যায় কামদেব বংশের ২৭ রামশরণের ধারার একদেশ।

২৭। রামশরণের ধারা—সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ১৮৪ পৃঃ।

রামশরণপুত্র দয়ারাম ২৮। পৌত্র জীবনকৃষ্ণ ২৯। প্রপৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ৩০। বৃদ্ধপ্রপৌত্র দীননাথ ৩১। অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নবীনকৃষ্ণ ও মহেন্দ্রনাথ বি, এ, বি এল (বহরমপুরের উকীল) ৩২। নবীনসুত রাসবিহারী ৩৩। তৎপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ৩৪।

৩২। মহেন্দ্র সুত যোগেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও মথুরানাথ ৩৩। যোগেন্দ্রসুত পুরেন্দ্রনাথ ৩৪।

(২৯) এইধারা জীবনকৃষ্ণ হইতে ভঙ্গ।

মুং ফুং বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান শ্যামের ধারা।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ২৮৯ পৃঃ নিম্ন হইতে ৪ পংক্তি দেখ।

ঈশ্বরচন্দ্র ৩১ পর্য্যায়। পুত্র বিহারীলাল ৩২। পৌত্র রসিকলাল, মাণিকলাল ও বিনোদলাল ৩৩। রসিকসুত ভূপতি ও মুকুন্দ ৩৪। মাণিকসুত দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৪ (ফরিদপুর কালামৃধা গ্রামবাসী)।

গিরিশ ৩১। সুত হরমোহন ও অক্ষয়কুমার ৩২। অক্ষয়সুত

মণীন্দ্র ও হৃষীকেশ ৩৩। মণীন্দ্রসুত বিমলাবিহারী ৩৪। ইহা-দিগের বাস শালনগর, যশোহর জিলা, নড়াইল সবডিবিজান।

খড়দহমেল কামদেব বংশ মধুসূদন পুত্র (২৪শ)

অনন্তের ধারা—সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ১৯১ পৃঃ।

অনন্ত ২৪। শ্রীকান্ত ২৫। রামভদ্র ২৬। রামরাম ২৭ (ভঙ্গ)। রূপরাম ২৮ (স্বকৃত ভঙ্গের পুত্র)। রামচন্দ্র ২৯ (স্বকৃত ভঙ্গের পৌত্র শান্তিপুরবাসী)। শ্রীকান্ত ৩০। শ্যামাচরণ ৩১। তৎপুত্রদ্বয় ভোলানাথ ও ভগবান মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল্— পর্য্যায় ৩২। ভোলানাথসুত রামপদ, জানকী, নীরদবরণ, সনৎ-কুমার, ও সনন্দ ৩৩। রামপদসুত রণজিৎ ৩৪। জানকীসুত জ্যোতির্ম্ময় ৩৪। ভগবানসুত যোগেশ, সীতাপতি ও শ্রীপতি ৩৪।

মুং ফুং কাশীশ্বর ঠাকুরের ধারায় কেশব বংশের একদেশ। ১ম পরিশিষ্ট ৭৩ পৃঃ।

কাশীশ্বর ২৬। রামনাথ ২৭। মধুসূদন ২৮। সুত জয়রাম, শিবরাম, রামভদ্র, রামচরণ, ও রামজীবন ২৯। রামজীবনসুত জগন্নাথ ৩০। তৎপুত্র কেশব ৩১ (গুড়ভাবাপন্ন)। মহেশপুর, বাঘআঁচড়া ও কোটা প্রভৃতি স্থানে কেশবের বংশাবলী বিরাজিত। কেশবসুত রাজারাম ৩২। ভুবন ৩৩। পুত্রদ্বয় রামকান্ত ও

পদ্মলোচন ৩৪। পদ্মসুত গঙ্গানারায়ণ ৩৫। পুত্র চারু অথবা প্রভাস ৩৬। চারুসুত সুপ্রকাশ বা ফটিক অপরঞ্চ ৩৭ (মহেশপুরবাসী)।

মুং ফুং বিষ্ণু ঠাকুর নারায়ণ ঠাকুরের ধারা।

(সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ২৮৯ পৃঃ ঊর্দ্ধ হইতে ৯ পঙ্ক্তি।)

নারাণ ২৭। পুত্র রামকান্ত, মুলুকচাঁদ ও শঙ্কর ২৮। মুলুকচাঁদসুত রামগোপাল ২৯। তৎপুত্র শিবচরণ ও হরচরণ ৩০। শিবচরণসুত বীরেশ্বর ৩১। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, তারকেশ্বর, বক্রেশ্বর, রামেশ্বর, উমেশ্বর, কেদারেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বর ৩২। রামেশ্বরপুত্র কালীচরণ, বেণীমাধব ও নগেন্দ্র ৩৩। কালীচরণপুত্র কালিকানন্দ ও শ্যামানন্দ ৩৪। (বং সাং বধুরাম পাল্‌টী সাং জয়দেবপুর জিলা ঢাকা)। নগেন্দ্রসুত খগেন্দ্র ৩৪। কালীচরণাদি মাতামহাশ্রয়ে বাসহেতু শান্তিপুরের পশ্চিম বাঘআঁচড়া গ্রামে বাস। ইহাঁদিগের আদি বাস ফুলে বেলগড়িয়া। কালীচরণের পুত্রগণ বেগের বটব্যাল সিদ্ধ শ্রোত্রিয় কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।

বং কাং সবাই প্রমুখ রূপনারায়ণের ধারা বন্দ্যঘটীর বল্লভীমেল।

(সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ১৮।২১ পৃঃ)

• বন্দ্য নপাড়ী গৌরীকান্ত ২০শ পর্য্যায়। সুত রূপনারায়ণ ২১। পৌত্র রামনাথ ২২। প্রপৌত্র রামগোবিন্দ ২৩। বৃদ্ধ প্রপৌত্র

হৃদয়রাম ২৪। অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজয় ২৫। বৃদ্ধাতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র বৈদ্যনাথ ও দেবনাথ প্রভৃতি ২৬। বৈদ্যনাথসুত দীনবন্ধু ২৭। তৎপুত্র নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮। তৎসুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯ (শান্তিপুরের শ্যামচাঁদপাড়া নিবাসী) নিকষ কুলীন।

চং ধং নারায়ণ চট্টের বংশ—ফুলিয়া মেল।

সম্বন্ধনির্ণয়ের ১ম পরিশিষ্ট ২২৯ পৃঃ।

মুং ফুং কৃষ্ণঠাকুরস্য তুল্য বং রাঘব প্রং লভ্য বং ষষ্ঠীদাস। আং প্রং।

তৎপুত্র রামচন্দ্র বরহেতুঃ লভ্য চং নারায়ণ, তৎপুত্র যাদব বরে প্রং পুত্র রূপনারায়ণ বরে প্রং, তৎসুতা রূপনারায়ণ রাধাকান্ত রামচন্দ্রাঃ। রূপনারায়ণস্য লভ্য চং রঘু, তৎপুত্র দুর্গাপ্রসাদ প্রং চং রামদেব প্রং তৎসুতা হরিরাম, রঘুদেব, রাজারাম, প্রতাপ, রতিরাম, নারায়ণ, রামকান্ত, শিবনারায়ণ, নরনারায়ণকাঃ। ১।

রাজারাম সুতাঃ—জয়নারায়ণ, রামশরণ, প্রাণকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণাঃ।

রামশরণস্য তৎসুতাঃ—রামনারায়ণ, দেবনারায়ণ, রাজনারায়ণ, প্রেমনারায়ণাঃ।

রাজনারায়ণস্য তৎসুতৌ গঙ্গানারায়ণ, কালিদাসৌ।

গঙ্গানারায়ণ সুতৌ—বৈদ্যনাথ, ভোলানাথকৌ।

ভোলানাথ সুত বিপিনচন্দ্রস্য বং নবকুমার প্রং নরেশস্য প্রং তৎসুত বিজয়গোপাল। প্রতাপ কন্যা কিং চং, মুং ফুং কৃষ্ণঠাকুর প্রমুখ।

রাধাকান্তস্য লভ্য চং আত্মারামে প্রং তৎসুতাঃ শ্রীরাম, সন্তোষ, জয়রামকাঃ। শ্রীরামস্য লভ্য চং রামকেশব প্রং ভ্রাতৃযোগে তৎসুতাঃ—অনন্তরাম, কাশীশ্বর, শ্যামরাঘবাঃ। ১।

কাশীশ্বরস্য লভ্য, চং অনন্ত পুত্র বরে প্রং তৎপুত্র তিতুবরে প্রং তৎসুতাঃ রাধানাথ, নিমাইনামা দিনরাম, রামগোপালকাঃ। দিনরামস্য লভ্য চং। বিশ্বনাথ প্রং চং রামনাথ প্রং তৎসুতাঃ চণ্ডীচরণ, শিবচন্দ্র, তিলকচন্দ্র, মদনমোহনাঃ। চণ্ডীচরণস্য চং রামনাথ প্রং চং নীলমণি প্রং ময়ন বং সাং তৎসুতাঃ—কালাচাঁদ, দুর্গাচরণ, তারণচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্যামাচরণ, অভয়াচরণ, গগনচন্দ্রকাঃ। কালাচাঁদস্য তৎসুতৌ হরিমোহন, প্রাণহরিকৌ। হরিমোহনস্য তৎসুতৌ কিশোরী বিজয়কৌ (মেহেরপুর)। দুর্গাচরণ ভঙ্গ। অস্য মহেশ প্রং তৎসুতাঃ বলরাম, নীলমনি, কানাইয়ক, গোপমোনা, তারণচন্দ্রস্য আং বং কেদারনাথস্য কন্যা বিং অবীরা, অস্য বং হরানন্দ সুত প্রং রূং শ্যামসুন্দর বংশ কামালপুর যশোর জেলা প্রং বং কৈলাস চন্দ্র প্রং চং গৌরমোহনস্য তৎসুত পরেশনাথস্য তৎসুত নিবারণ ও সতীশাদি। চং প্রতাপসুত দারিকানাথস্য বিবাহ লালমোহন বিদ্যানিধি কন্যকয়া সহ।

সতীশস্য বিবাহ চং কেদারনাথ কন্যা সাদিখাঁর দিয়াড়।

শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণঃ ঘটকপদস্য লিখনং ব্রাহ্মণডাঙ্গা—(কেদারনাথ চট্টেন প্রদত্তং)।

ধনচট্ট গোপেশ্বর বংশের একদেশ।

* সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ২৩২ পৃঃ ৫ পঙ্ক্তি। হরমোহন ২৬। পুত্র সারদা, পূর্ণচন্দ্র, চণ্ডাচরণ ও তুলসাচরণ ২৭। সারদাসুত

দেবেন্দ্র, সত্যচরণ, করুণাময়, জ্ঞানচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র, হরিপদ, গোকুলচন্দ্র ও হৃষীকেশ ২৮।

২৭। পূর্ণচন্দ্র সুত যতীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ, বীরেশ্বর, রাজনারায়ণ, কালাচাঁদ, ইন্দ্রনারায়ণ ২৮। ২৭। চণ্ডীচরণ সুত নৃপেন্দ্রনাথ ও শম্ভুচরণ ২৮। ২৭। তুলসীদাসের কন্যা মাত্র পর্য্যায় ২৮।

ধনবিজয় চট্টবংশের গোপেশ্বর প্রমুখ রূপরাম প্রকরণের একদেশ।

রূপ ২২। কালীকিশোর ২৩। কালীকিশোর নলের চক্রবর্ত্তী বাটীতে কুল ভঙ্গ করেন।

২৩ কালীকিশোর সুত—তিনকড়ি, বীরেশ্বর ও গুরুপ্রসাদ ২৪। তিনকড়ি সুত ক্ষেত্রমোহন ২৫। তৎপুত্র দুর্গাদাস ২৬। দুর্গাদাসের জামাতা (শ্রীরামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শলঘড়া চাঁদপুরে পিত্রালয়)।

বীরেশ্বর সুত তারাচাঁদ, যজ্ঞেশ্বর ও দিগম্বর ২৫। তারাচাঁদ সুত শ্যামাচরণ ২৬। শ্যামাচরণ সুত নিবারণচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র ২৭।

যজ্ঞেশ্বর পুত্র কেদারনাথ ২৬। কেদার সুত কালিদাস ২৭। শান্তিপুরবাসী বল্লভীপাড়া, বল্লভী মেল।

২৪ গুরুপ্রসাদ। নিবাস বাসনা, জিলা হুগ্লী। পুত্র চন্দ্র ও বাগাল ২৫। চন্দ্রসুত অন্নদা, প্রমদা, নিবারণ, বসন্ত ও প্রসন্ন ২৬। অন্নদাসুত অমৃতলাল ২৭। নিবারণসুত অতুলচন্দ্র ২৭ (কলিকাতার ইটালীবাসী)। বসন্ত পানিহাটীবাসী।

পারিগ্রামী অর্থাৎ পারিভদ্র বংশীয় জীমূতবাহনের পরিচয়।

ইনি পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর বিশ্বক্সেনের সমসাময়িক প্রধান পণ্ডিত ও তাঁহার অমাত্য এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বিচারাসনের প্রাড়্বিবাক অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি। বিচার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সমাধান জন্য, জীমূতবাহন ব্যবহারকাণ্ডের দায়ভাগ গ্রন্থ রচনা করেন। দায়ভাগ গ্রন্থ দ্বারা মিতাক্ষরাদি পাশ্চাত্য নিবন্ধ সমূহ পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। তদ্দ্বারা দূরতর জ্ঞাতির অগ্রে মাতামহের ধনে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হয়েন। দায়ভাগকার কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্রকে দূর[illegible] জ্ঞাতি হ[illegible]তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছেন। ইহাতেই জীমূ[illegible]হনের [illegible]ভাগ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত ও গ্রাহ্য। জীমূতবা[illegible]নের অন্যান্য গ্রন্থও আছে। তন্মধ্যে কালবিবেক নামক গ্রন্থ অর্থাৎ জ্যোতিশ্শাস্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ অতি প্রশংসনীয়। তিনি ক[illegible] মীমাংসা বিষয়ে তাঁহার সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব গতিতে যে যে নক্ষত্রে যে যে রাশিতে বর্ত্তমান দেখিয়াছেন তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। সুত[illegible]ং তদীয় সময় অনায়াসেই জানা যায়। তদনুসারে তিনি যে শকে ১০১৩।১৪ বর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা অনায়াসেই স্থির হয়। তদীয় ঊর্দ্ধতন বংশের পরিচয়, রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে, মহামহোপাধ্যায় কুলাচার্য্য এড়ুমিশ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। পারিগ্রাম এক্ষণে পালিগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ, উহা গুস্করা ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বাংশে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী অজয়নদের তটস্থ বলিলেও দোষ হয় না।

ভট্টনারায়ণের ষোল সন্তান মধ্যে বটুকদেব পারিগ্রামের বা

শাসনের বেদ প্রচারকের ভার প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহর্ষি ভট্টনারায়ণের বটুকের ধারার একদেশ এখানে দেখান কর্ত্তব্য। ভট্টনারায়ণ ১। বটুক ২। মণিভদ্র ৩। ধনঞ্জয় ৪। শুদ্ধ-বুদ্ধি ৫। বিধু ৬। হল ৭। চতুর্ভুজ ৮। চতুর্ভুজ সুত বিল্বমঙ্গল ও জীমূতবাহন ৯। জীমূতবাহন বল্লালসেনের পিতা বিশ্বক্সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। সুতরাং সে সময়ে শ্রোত্রিয়গণই প্রধান। তদ্ধেতু বংশাবলীতে কৌলীন্যের পরিচয় নাই। কেবল বিদ্যা বুদ্ধি ও সদাচারাদির পরিচয় আছে, তাহা এই—

শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
তস্যাত্মজো বটুর্নাম পারিগ্রামী বহুশ্রুতঃ॥
বটুকস্য ত্রয়ঃ পুত্রা মণিভদ্রস্তু শেষকঃ।
পারিগ্রামে তৎসূনূনাং মণিভদ্রো জগদ্‌গুরুঃ॥
ভদ্রমুনেঃ সুতো জাতো ধনঞ্জয়-মহাকবিঃ।
তৎপুত্রকঃ শুদ্ধবুদ্ধির্লোকে বিখ্যাতপৌরুষঃ॥
তস্যান্বয়ে বিধুর্জাতঃ কবীনাঞ্চ শিরোমণিঃ।
তস্য পুত্রো হলোনাম বঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥
পারিকুলে মুনিঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বত্র বুধপূজিতঃ।
তস্য পুত্রঃ সুধীঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজঃ সদা শুচিঃ॥
বিল্বমঙ্গল-জীমূতৌ চতুর্ভুজসুতাবুভৌ।
গৌড়ভূমৌ তদাখ্যাতো জীমূতশ্চতুরস্রধীঃ॥
পঞ্চগৌড়ে তদা সম্রাট্ বিশ্বক্সেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোঽপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড়্‌বিবাক ঈরিতঃ॥
প্রজানাং সমুদাচারে তথা সংশয়নাশনে।
নিবন্ধো দায়ভাগোঽস্য জীমূতেন কৃতস্তদা॥

পারিভদ্রকুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ।
দায়ভাগং চকারেমং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে॥
পারিগ্রামী বটুর্দেবঃ শাণ্ডিল্যো ভট্টপুত্রকঃ।
পারিহালে যথোর্বাসো বেদগর্ভসুতস্য হি॥
স চ সাবর্ণিগোত্রাণামাসীৎ কুলধুরন্ধরঃ।
রলয়োঃ সাম্যনির্দ্দেশাৎ পারিঃ পালিরিতি স্মৃতঃ॥
তত্র ভদ্রমুনের্বাসঃ শ্রুতশীলমহাত্মনঃ।
এতয়োর্গ্রামসীমায়াং বেজেহজয়ো নদো মহান্॥
পারিহালস্তু কেনাপি পাবাজ ইতি কথ্যতে।
পারাজঃ শাসনগ্রামস্তত্রোষুর্মধুপুত্রকাঃ॥

এডুমিশ্রের মহাবংশাবলীর কুলকারিকা।

মুং ফুং গঙ্গাধর ঠাকুরের বংশ—সম্বন্ধনির্ণয়
১ম পরিশিষ্ট ৬৭ পৃঃ পর্য্যায় ৩০ হরেকৃষ্ণের ধারা।

হরেকৃষ্ণসুত নন্দদুলাল, শম্ভু ও দেবনারায়ণ পর্য্যায় ৩১। নিবাস থামারগাছী জিলা হুগলী। নন্দলাল সুত জগন্মোহন। নিবাস উত্তরপাড়া। পুত্র জয়কৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ ৩৩।

জয়কৃষ্ণপুত্র হরমোহন, প্যারীমোহন (রাজা উপাধি প্রাপ্ত) ও রাজমোহন ৩৪।

৩৪। হরমোহন সুত রাসবিহারী ও শিবনারায়ণ ৩৫। শিবনারায়ণ সুত অবনীনাথ ও কৌস্তভভূষণ ৩৬। ৩৪ প্যারি-

মোহন সুত রাজেন্দ্রলাল ও ভূপেন্দ্রলাল ৩৫। ভূপেন্দ্র সুত পঞ্চানন ৩৬। রাজেন্দ্রপুত্রের নাম অজ্ঞাত।

৩৪। রাজমোহন সুত সুরেশ, পরেশ ও প্রবল ৩৫। সুরেশসুত জহরলাল ও পান্নালাল ৩৬। পরেশসুত দুর্গাচরণ, কিনু ও অক্ষয় ৩৬।

রাজকৃষ্ণ ৩৩। সুত হরিহর, মনোহর, বিশ্বেশ্বর ও কাশীশ্বর ৩৪। হরিহরসুত জ্যোতকুমার ৩৫। তৎপুত্র ওঁকারনাথ ৩৬।

৩৩। নবকৃষ্ণ সুত প্রতাপ, রামনারায়ণ, সূর্য্য ও রাজনারায়ণ ৩৪। রামনারায়ণ সুত বিনয়কৃষ্ণ ৩৫। ৩৪ মনোহর সুত ধীরেন্দ্র, হরেন্দ্র, যতীন্দ্র, মণীন্দ্র, ফণীন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, ও বীরেন্দ্র ৩৫। বীরেন্দ্র সুত শিবচরণ ও শ্যামাচরণ ৩৬। হরেন্দ্র সুত পাঁচকড়ি ও নীরদ ৩৬। ৩৩ বিজয়কৃষ্ণ পুত্র নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, জ্যোতিশ্চন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, ও ভূপেন্দ্র ৩৪। নরেন্দ্র সুত কমল, ললিত, ররেন্দ্র, হেমেন্দ্র ৩৫। কমল সুত পাঁচুগোপাল ৩৬।

৩৪ সুরেন্দ্র সুত নীলাদ্রি, হেমাদ্রি ও বিন্ধ্যাদ্রি ৩৫। ৩৪ নগেন্দ্র সুত কালিদাস ৩৫। ৩৪ সত্যেন্দ্র সুত হিমাংশুকুমার ৩৫। ৩৩ নবীনকৃষ্ণ। সুত উপেন্দ্রনারায়ণ ৩৪। পুত্র কালীপ্রসন্ন ৩৫। দেবনারায়ণ খামারগাছি বাসী। পর্য্যায় ৩১ ফুলিয়া মেল।

পুত্র দুর্গাদাস আড়ংঘাটার নিকট নারায়ণপুরে বাস।—পর্য্যায় ৩২। পুত্র শ্রীমন্তকুমার ৩৩। পৌত্র রাখালদাস ৩৪। প্রপৌত্র ধীরেন্দ্র কুমার ও বিভূতিভূষণ ৩৫। (দুর্গাদাসের সহোদর) নবীনচন্দ্র ৩২। পুত্র প্রসন্নকুমার ৩৩। পৌত্র যতীন্দ্রমোহন। দুর্গাদাসের বৈমাত্রেয় গোবিন্দ ৩২ নিবাস খামারগাছী। পুত্র রসিকলাল ৩৩ মশাগ্রাম বাসী।

মহেশ্বর প্রমুখ মুং বসুদেব প্রকরণ বিশ্বেশ্বর বংশে সর্ব্বানন্দী মেল।

সম্বন্ধনির্ণয় মূল পুস্তক ৩৯৭ এবং ১ম পরিশিষ্ট ১১০—১১ পৃঃ

২১ বাসুদেব। সুত পৃথ্বীধর ও পরাশর ২২। পুত্র দেবরাজ, নীলকণ্ঠ ও মুরারি ২৩। দেবরাজ পুত্র মৃত্যুঞ্জয, ধনঞ্জয, রামনাথ, কাশীনাথ, ও পুষ্করাক্ষ আচার্য্য ২৪। * পুষ্করাক্ষ সুত রঘু, যদু, ও বাণী ২৫। রঘুসুত শ্রীকৃষ্ণ, শিবরাম * ও রামেশ্বর ২৬। রামেশ্বর সুত গঙ্গাধর ২৭। তৎপুত্র রঘুদেব ও রামদেব ২৮। রামদেবপুত্র পরমানন্দ, নারায়ণ, রামকৃষ্ণ ও রামকান্ত ২৯। পরমানন্দ সুত রামরাম ও রামনাথ ৩০। রামনাথ সুত রামকেশব ও কৃষ্ণানন্দ ৩১। কৃষ্ণানন্দ সুত রামমান, রামনৃসিংহ ৩২। রামনৃসিংহ পুত্র রামতারণ, শ্রীরাম, প্রীতি, ব্রজনাথ ও দীননাথ ৩৩। রামতারণ সুত বিহারী, বনমালী, রামেন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র ৩৪। বিহারী সুত ললিতমোহন, বসুমণি, রামহৃদয় ও অমূল্যরতন ৩৫। রামেন্দ্র সুত নারায়ণ দাস ও হরিদাস ৩৫।

রামধন ৩২। পুত্র দ্বারিকানাথ ও রামযাদু ৩৩। দ্বারিক পুত্র হরিনাথ ৩৪। তৎপুত্র লালাবিহারী ৩৫। রামযাদু সুত হরিমোহন ৩৪। হরিমোহন সুত রাসবিহারী ও রামচন্দ্র ৩৫। ২৪। * পুষ্করাক্ষ হইতে শান্তিপুরে বাস। ২৬ শিবরাম সুত * রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ২৭। পুত্র সদাশিব, কৃষ্ণরাম, ও হরিদেব ২৮। কৃষ্ণরাম পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ ২৯। তৎপুত্র রামজীবন ৩০। পৌত্র মদন ৩১। প্রপৌত্র হরনাথ ৩২। বৃদ্ধ প্রপৌত্র নীলমণি ৩৩।

২৮ সদাশিব পুত্র রামসুন্দর ও রামনাথ ২৯। রামসুন্দরপুত্র

ভগবতীচরণ, তারিণী ও কৃষ্ণকুমার ৩০। কৃষ্ণকুমার সুত রামতারণ ও হরগোবিন্দ ৩১। রামতারণ সুত গুরুদয়াল ৩২। গুরুদয়াল সুত নগেন্দ্র, যতীন্দ্র, ব্যোমকেশ, গঙ্গেশ, ও দেবেন্দ্র ৩৩। নগেন্দ্র সুত খগেন্দ্র ৩৪। ৩১ হরগোবিন্দ সুত পঞ্চানন ও পরেশ ৩২।

রামনাথ ২৯। পুত্র পার্ব্বতীনাথ ও নীলকমল পর্য্যায় ৩০। পার্ব্বতীসুত গঙ্গাধর ৩১। তৎসুত পূর্ণ ৩২। ৩০ নীলকমল সুত কিশোরীলাল, শ্যামাচরণ ও শশিভূষণ ৩১। কিশোরী সুত ব্রজলাল, প্যারীলাল, ফণিভূষণ (পান্নালাল) ও যোগেন্দ্রলাল ৩২। প্যারী সুত সুধালাল ও ললিতলাল ৩৩। শ্যামাচরণ সুত অমৃতলাল ও চুনিলাল ৩২।

২৮ হরিদেব সুত রামগোপাল, রামনারায়ণ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি ২৯। রামগোপাল পুত্র রামজয় ও রাজকুমার ৩০। রামজয় পুত্র জগন্মোহন ৩১। পুত্র নীলমণি ও নবীন ৩২।

৩০ রাজকুমার সুত কালীমোহন ও গৌরমোহন ৩১।

২৯ রামনারায়ণ সুত পদ্মলোচন, তারাচাঁদ, চন্দ্রমোহন, ও রাসবিহারী ৩০। ৩০ তারাচাঁদ সুত সীতানাথ, মথুর, রামতারণ, হীরালাল ও গৌরীশ ৩১। সীতানাথ সুত যদুনাথ ৩২ মহাদেবপুরবাসী জেলা দিনাজপুর।

৩১ মথুর সুত রামগোপাল ও শ্রীগোপাল ৩২ দেবগ্রামবাসী এক্ষণে বিল্বগ্রামবাসী।

২৯ বিশ্বনাথ সুত রামচাঁদ ৩০। পৌত্র কালীনাথ ৩১। প্রপৌত্র নীলচন্দ্র ৩২। বৃদ্ধ প্রপৌত্র বিহারীলাল, পুলিনবিহারী ও রাসবিহারী ৩২।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৩০৪ পৃষ্ঠায়।

"বং সাং রামকেশব চক্রবর্ত্তী সুত রামনিধি" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। উহাতে যে ভ্রম আছে, তাহা সংশোধন করিলে এইরূপ হইবে—বং সাং রামকেশব চক্রবর্ত্তীর পুত্র (২৫) হরিনারায়ণ, পৌত্র (২৬) শ্যামাচরণ, প্রপৌত্র (২৭) রামনিধি, বৃদ্ধপ্রপৌত্র (২৮) কালীকুমার, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র (২৯) মধুসূদন (ভঙ্গ)।

মধুসূদনের পুত্র গিরীশচন্দ্র ও উমেশচন্দ্র (৩০) ইলছোবা মণ্ডলাই গ্রামে বাস।

গিরীশ সুত রাজেন্দ্র ও উপেন্দ্র (৩১)। রাজেন্দ্র সুত যতীন্দ্র ও সুরেন্দ্র (৩২)। উমেশ সুত বসন্তকুমার, সনৎকুমার এবং অজিতকুমার (৩১)।—চণ্ডীচরণ বন্দ্য প্রদত্ত।

মুং• ফুং নীলকণ্ঠ-ঠাকুরের বংশ। রঘুনাথ-ঠাকুর প্রমুখ কৃষ্ণদেবের ধারার একদেশ।

সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রথম পরিশিষ্ট ৬৮ পৃষ্ঠ দেখ। নীলকণ্ঠ ২৬। রঘুনাথ ২৭। রামচন্দ্র ২৮। কৃষ্ণদেব ২৯। গোবিন্দচন্দ্র ৩০। বিশ্বেশ্বর ৩১। কালীনাথ ৩২। নৃসিংহরাম ৩৩। রণজিৎকুমার ৩৪ (উত্তরপাড়া)।

বং সাং রুদ্ররাম প্রমুখ অভিরামের সুত রামরামের ধারা।

সম্বন্ধ-নির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৪২ পৃঃ দেখ।

২৬। রামবামের অপর পুত্র রামসুন্দর ও রত্নেশ্বর ২৭। রাম-সুন্দর সুত পঞ্চানন ২৮। পৌত্র পূর্ণচন্দ্র ২৯। প্রপৌত্র কালীপদ ও কালীশনন্দ ৩০। কালীপদপুত্র দ্বিজপদ ৩১। কালীশসুত সবোজানন্দ ও নীবদানন্দ ৩১।

২৭। রত্নেশ্বর সুত গোলোক ২৯। পৌত্র কৈলাস ৩০।] প্রপৌত্র হেমচন্দ্র (কবি) ও ঈশানচন্দ্র ৩০।

মুং ফুং নারায়ণ ঠাকুরের ধারা।

ক্রোড়পত্রেব ৮৭ পৃষ্ঠেব বিষ্ণুঠাকুব বংশে পাঠ কব—২৯। মুলুকচাঁদ। সুত বামগোপাল ও মাণিক ৩০। মাণিক সুত দুর্গাপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়াবাম ও আনন্দচন্দ্র ৩১। কৃষ্ণ প্রসাদ সুত উমেশচন্দ্র ৩২। গুরুতাবণ ৩৩।

গঙ্গাধরঠাকুর কেশরভাবাপন্ন—ইহার পরিবর্ত্তে তিনি নিজে কেশর ভাবাপন্ন নহেন এইরূপ হইবে।

সম্বন্ধ-নির্ণয় ১ম পবিশিষ্ট ৬৭ পৃঃ নিম্ন হইতে ২ পংক্তি।

তিনি নবদ্বীপাধিপতিব ভয়ে ফুলিয়া হইতে উঠিয়া বর্দ্ধমানা-

ধীশের অধিকারে হুগ্লীর খামারগাছীতে অবস্থান করেন। পুত্রগণের কতক কেশরভাবাপন্ন হওয়ায় বাঙ্গাল ঘটকেরা গঙ্গাধরে কেশরভাব আক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ সকল পুত্র কেশরভাবাপন্ন নহেন।

২৭। গঙ্গাধর পুত্র (২৮) গোপীরমণের ধারার একদেশ। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত—গৌরীচরণ, রঘুপতি ও আত্মারাম প্রভৃতি ২৯। গৌরীসুত হরেকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি ৩০। হরেকৃষ্ণের পুত্র শম্ভু ৩১। পৌত্র কালিদাস ৩২। প্রপৌত্র মহেশ ৩৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র আশু ও বিজয়গোপাল ৩৪। আশু সুত চরণদাস ৩৫।

২৯ গৌরীচরণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ৩০। পুত্র শিবচন্দ্র ৩১। পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র ৩২। প্রপৌত্র দিগম্বর ৩৩। বৃদ্ধপ্রপৌত্র যদুনাথ মুখোপাধ্যায় রায়বাহাদুর স্থবর্ণপুর গ্রামবাসী ৩৪। সুত নরেন্দ্র, লোকেন্দ্র, দিগেন্দ্র, হরেন্দ্র, পরেন্দ্র প্রভৃতি ৩৫।

(২৯) ব্রজকিশোরের ধারা হুগ্লীজিলার বাঁশবেড়ে গ্রামের সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

রঘুপতি (২৯) এই ধারা হুগ্লীজিলার খেঁইমেড়ে গ্রামে আছে। ইহাঁরা প্রকৃত কেশরভাবাপন্ন। এই ধারা এখন বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলার অধিবাসী।

২৯ রঘুসুত নিধিকৃষ্ণ ৩০। পৌত্র চণ্ডীচরণ ৩১। প্রপৌত্র কালীপ্রসাদ, তারিণীপ্রসাদ ও সারদাপ্রসাদ ৩২। কালীপ্রসাদের পুত্র কুলদানন্দ ৩৩। তারিণীপ্রসাদের পুত্র জগদানন্দ, শ্যামলানন্দ, গঙ্গানন্দ, বিমলানন্দ ও বগলানন্দ ৩৪।

আত্মারাম ২৯। পুত্র (রবিলোচন ভঙ্গ) ও রাধাকান্ত ৩০। রবিসুত কাশীনাথ, মদন ও রামমোহন ৩১। পৌত্র ঈশ্বর, কালীজীবন, হরজীবন, কৃষ্ণধন, রামধন ও শ্যামধন ৩২। কালীজীবন

সুত বেণীমাধব ও বিজয়মাধব ৩৩। বেণীসুত কেদার ও সুরেন্দ্র ৩৪। বিজয়মাধব সুত গিরীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ ৩৪।

রামমোহনের সন্ততিগণ বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জিলায় বিরাজিত। রাধাকান্ত ৩০। পুত্র তারিণীচরণ, পার্ব্বতীচরণ ও শ্যামাচরণ ৩১। শ্যামাচরণের সুত সারদাচরণ, (ত্রিপুরাচরণ ভঙ্গ), মোক্ষদাচরণ ৩২। সারদাসুত শ্রীহর্ষ ৩৩। ত্রিপুরাসুত, হরিমোহন ও কাঙ্গালী ৩৩। মোক্ষদাসুত সর্ব্বাণী ও গীর্ব্বাণী ৩৩। সর্ব্বাণীসুত সন্তোষকুমার ও সূর্য্যকুমার ৩৪। গীর্ব্বাণীসুত সাতু ৩৪।

২৯ গৌরীচরণসুত রাধাকৃষ্ণ ৩০। পুত্র কেদারনাথ ৩১। পৌত্র নীলকমল (ভঙ্গ), চন্দ্রকান্ত ও বিষ্ণু ৩২। নীল সুত কালীমোহন ৩৩। চন্দ্রকান্ত সুত চুণিলাল ৩৩। পৌত্র হেমন্ত ও নির্ম্মল ৩৪।

ফুলিয়ার মুখুটী কানাই ছোট ঠাকুর—২৪।

(সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৫৪ পৃঃ)।

২৫ নারায়ণ। ২৬ শ্রীবল্লভ। ২৭ গোবিন্দ। ২৮ পরশুরাম। ২৯ নন্দলাল বাচস্পতি ও সত্যজীবন সার্ব্বভৌম। সত্যজীবনসুত ৩০, পার্ব্বতীচরণ। পার্ব্বতীসুত ৩১ হলধর, নীলমণি, ফকিরচাঁদ ও রামকমল। হলধর সুত বেণী, রাধিকা, রামেশ্বর ও ভুবনেশ্বর পর্য্যায় ৩২। নীলমণি সুত গিরীশ ৩২। ৩১ ফকীরচাঁদসুত উমাচরণ ৩২। তৎপুত্র কালীপদ ৩৩। সুত অজিতকুমার, প্রমথকুমার ও প্রভাতকুমার ৩৪।

৩১ রামকমল সুত গুরুচরণ ৩২।

ফুলিয়া মুখুটী শ্রীধর ঠাকুর ২৭।

(সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৬৮ পৃঃ)।

২৭ শ্রীধর। ২৮ রামনারায়ণ। ২৯ সীতারাম। ৩০ নিমাই-চরণ। ৩১ শম্ভুচন্দ্র। ৩২ রামচন্দ্র। ৩৩ যদুনাথ। ৩৪ নৃসিংহ (ফয়জাবাদবাসী)। তৎপুত্র ললিতমোহন ও সত্যচরণ ৩৫।

অবসথী চট্ট ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশাদির ধারা।

সম্বন্ধনির্ণয় ১ম পরিশিষ্ট ৩০০ পৃষ্ঠের শেষে পাঠ কর। নচেৎ পঞ্চ মহর্ষির অধস্তন ধারার সঙ্গে পর্য্যায় সংখ্যার সামঞ্জস্য হইবে না।

মণিরাম বিদ্যাবাগীশ হইতে প্রেমচন্দ্র (৫)। সুত রামকৃষ্ণ ও প্রাণকৃষ্ণ প্রভৃতি (৬)। রামকৃষ্ণের পুত্রদ্বয়ের নাম হেমচন্দ্র ও বসন্তচন্দ্র (৭)। প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম অতুলকৃষ্ণ (৭)। (৬) হরেকৃষ্ণের পুত্রের নাম ক্ষেত্রমোহন, চন্দ্রমোহন, ললিতমোহন ও মদনমোহন (৭)। (৬) শ্রীকৃষ্ণ সুত বিজ্ঞানেশ্বর, বীরেশ্বর প্রভৃতি (৭)। ৺ প্রেমচন্দ্রের সহোদর (৫) শ্রীরামের পুত্রের নাম যথা—রঘুদেব, রামদেব, ভবদেব ও ভূদেব (৬)। রঘুসুত সত্যপ্রিয়, সত্যব্রত, সত্যকিঙ্কর ও সত্যরঞ্জন (৭)। প্রেমচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা (৫) ৺ রামময় সুত শ্রীপতি, পশুপতি, রমাপতি ও যদুপতি (৬)। শ্রীপতি সুত রঙ্গলাল প্রভৃতি (৭)। রমাপতি সুত কালিদাস প্রভৃতি (৭)। সর্ব্বেশ্বর হইতে মণিরামের পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট নাই।

গাঙ্গুলী বংশ।

নিম্নে নদিয়া জিলার কুড়ালীগাছীর ৺ রায় রাধানাথ গাঙ্গুলীর সংগৃহীত তদীয় উৰ্দ্ধতন ও অধস্তন বংশের তালিকা লিখিত হইল। এই তালিকা বেগের গাঙ্গুলী অথবা আমাটের গাঙ্গুলীর তালিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু উক্ত রাধানাথ গাঙ্গুলী মহাশয় Dy. Magistrate and Dy. Collector ছিলেন। অনেক কুলজ্ঞের নিকট হইতে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া নিজকৃত অদ্ভুত রামায়ণে দিয়াছেন। তদীয় দৌহিত্র, গঙ্গাধর ঠাকুরের বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় উহা সঙ্কলন পূর্ব্বক আমাকে দেন। ক্রমান্বয়ে অঙ্কপাত করা গেল। সাবর্ণি গোত্র বেদগর্ভ ১। শৌরি ২। পীতাম্বর ৩। পহস ৪। কুলপতি ৫। শিশু ৬। গদ ৭। শ্রীকণ্ঠ ৮। বিনায়ক ৯। কেশব ১০। পসাই ১১। প্রজাপতি ১২। দেবাই ১৩। সুপ্রভাত ১৪। জানকী ১৫। রামানন্দ আচার্য্য ১৬। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ১৭। অনন্ত ১৮। রামচন্দ্র ১৯। গঙ্গানারায়ণ ২০। ভবানী ২১। রায় রাধানাথ ২২। চন্দ্রভূষণ ২৩। সত্যব্রত ২৪। অমূল্যকুমার ও অপূৰ্ব্বকুমার ২৫। অমূল্য সুত অজিতকুমার ২৬।

২২ রায় রাধানাথের সহোদরের নাম হরিনাথ, মধুসূদন ও বাণীনাথ।

হরিনাথ সুত ২৩ শশিভূষণ। তৎপুত্র ক্ষিতীশ ২৪। ২২ মধুসূদন সুত কেদারনাথ ২৩। ২২ বাণীনাথ। পুত্র প্রসন্নগোপাল ২৩।

গাঙ্গুলী বংশের পর্য্যায় ন্যূনকল্পে অন্ততঃ ৬।৭ পুরুষের নাম লিপিকর প্রমাদ বশতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। নতুবা এমন হয় না।

জাতীয় বিচার।

ইং ১৯০১ খৃঃ অব্দের আদম সোমারীতে (Cencus) ভারত গবর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে হুগ্‌লী জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের বিচার গৃহে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে একটি সামাজিক অধিবেশন হয়। তাৎকালিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীল শ্রীযুক্ত টি ইংলিস আই সি এস (T. English Esq. I. C. S.) মহোদয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া ঐ জাতীয় সভার সদস্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলাম। উক্ত সভায় জাতি সাধারণের পদমর্য্যাদা নির্ব্বাচনে সর্ব্ব জাতির আবেদনের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত দশটী বিষয়ের বিচার করিতে হয়। তৎপরে জাতি সাধারণের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধীয় বিবাদ দুব করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে চারি সমাজের নেতা পরম কল্যাণভাজন নবদ্বীপাধিপতি মহাবাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহোদয়কে পণ্ডিতসমাজের মীমাংসা লিখিয়া দিবার আদেশ হয়। উক্ত মহারাজা বাহাদুরের রাজধানী কৃষ্ণনগরেব সভায়, মহারাজা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলাম। সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিচারে যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহার সহিত হুগ্‌লীর সভার মীমাংসায় কোন বিষয়ে অনৈক্য ঘটে নাই। সুতরাং সমাজপতি নবদ্বীপাধিপতির সভার পূর্ব্ব পক্ষ ও উত্তর পক্ষ এখানে নির্দ্দেশ করিলেই অনায়াসে জাতিসাধারণের পদমর্য্যাদার লাঘব ও গৌরব স্থিরীকৃত হইবে। আভিজাত্য বিষয়ে Hon'ble H H. Risley Esq. I. C. S., B. A., C. I. E. সাহেব বাহাদুর এবং E. A. Gait Esq. I. C. S. সাহেব মহোদয় আমাকে যে সকল তথ্য জিজ্ঞাসা করেন, তাহারও মীমাংসা ইহাতেই নির্ণীত হইয়াছে।

১ম। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় জাতি আছে কি না? যদি থাকে তবে কাহারা?

২য়। অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য জাতির দ্বিজত্ব শাস্ত্রসম্মত কি না?

৩য়। কায়স্থের শূদ্রত্ব অস্বীকারের কারণ কি? এবং তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত কি না? এবং ব্রাহ্মণের অব্যবহিত নিম্নে আসন পাইবার যোগ্য কি না?

৪র্থ। নবশায়ক শ্রেণীর সদ্গোপ, তাম্বূলী, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, কাংস্যবণিক বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার অধিকারী কি না? এবং কেনই বা তাহারা চিরশূদ্র বলিয়া পরিচিত?

৫ম। কৈবর্ত্ত জাতির নানা শাখা প্রশাখা থাকিলেও হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য শ্রেণীভুক্ত কি না?

৬ষ্ঠ। স্বর্ণবণিক জাতি প্রকৃত শূদ্র অথবা প্রকৃত বৈশ্য? উক্ত জাতি এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত কেন? বর্ণ-সঙ্করদিগের মধ্যে কতিপয় জাতির উৎপত্তির সাম্যভাব থাকিলেও উহারা পরস্পর উচ্চ নীচ জাতি বলিয়া গণ্য হয় কেন?

৮ম। আচাণ্ডালাদি কতিপয় জাতি অন্ত্যজ বর্ণের মধ্যে পরি-গণিত হইলেও ব্রাহ্মণ জাতিবৎ দশরাত্রি-অশৌচান্তে শুদ্ধ হয়; এই সকল জাতির হীনত্ব সঙ্গত কি না?

৯ম। কি উপায়ে নীচ জাতি উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকে এবং আচরণীয় হয়?

১০ম। সমাজের ক্ষমতা স্থলবিশেষে শাস্ত্রের প্রমাণকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছে কি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

বাঙ্গালা দেশে বর্দ্ধমান, চকদীঘী (বর্দ্ধমান), নাকাশীপাড়া, সোণাডাঙ্গা (নদীয়া), আটঘরে, সূর্য্যপুর (বর্দ্ধমান), ইছাপুর, মাদবপুর (যশোহর), বর্ষালুপাড়া (দিনাজপুর), ছোট নাগপুরের পালকোটের নাগবংশীয় এবং বঙ্গের নানাস্থানে বাঙ্গালী ভাবাপন্ন ছত্রী বা রাজপুত আখ্যাধারী ব্যক্তিবর্গ, যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দশ সংস্কারে সংস্কৃত এবং ইহাঁদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সর্ব্বত্র ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। অনভিজ্ঞতাবশতই হউক অথবা অন্য অনির্দ্দিষ্ট কারণ বশতই হউক ইহাঁরা আপনাদিগকে ছত্রী বা রাজপুত বলিয়া অভিহিত করেন। সুতরাং উহাঁদের কথামত বঙ্গদেশীয় রাজপুত বা দেশীয় চলিত ভাষায় কথিত রজ্‌পুতগণকে ক্ষত্রিয় জাতি বলিতে ইতস্ততঃ করা যায় না। বস্তুতঃ এ দেশের অধিকাংশ ছত্রীগণ ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষত্রিয় এই শব্দের সংক্ষিপ্ত কথা ক্ষত্রী। তাহা হইতে ছত্রী হইয়াছে। ক্‌+ষ্‌=(ক্ষ) বর্ণের উচ্চারণ "ছ"। সুতরাং ক্ষ স্থানে ছ হইয়া ক্ষত্রী শব্দের অপভ্রংশে অথবা পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণের উচ্চারণ প্রথায় "ছত্রী" হইয়াছে। ফলতঃ "ক্ষত্তৃ" অর্থাৎ ক্ষত্তা (বৈশ্যা বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত, অথবা দ্বিজের ঔরসে দাসীগর্ভজাত) পৃথক একজাতি থাকিলেও বঙ্গদেশীয় ছত্রীগণ প্রায়ই ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের নিম্নেই আসন পাইয়া থাকেন। "ক্ষত্তা" ক্ষত্রিয় হইতে নীচজাতি। ক্ষত্রিয়জাতি আর্ত্ত ব্যক্তির রক্ষাকর্ত্তা, ক্ষত্‌ অর্থাৎ বিঘ্ন হইতে যিনি রক্ষা করেন তাঁহার উপাধি ক্ষত্রিয়। সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, নাগবংশীয় এবং অগ্নিকুলসম্ভূত

ক্ষত্রিয়গণই ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অন্য সম্প্রদায় বা শ্রেণী ক্রমশঃ নিম্ন। সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকুল বিশুদ্ধ এবং পরস্পর সমকক্ষ; তবে কর্ম্মসূত্রে কদাচিৎ কেহ ঈষদূন বা তৎকল্প; তাহাও সামাজিকতার আদান প্রদান সূত্রে নির্ণীত হইয়া থাকে। অধিকাংশের উপাধি সিংহ, রায়, মাণিক্য প্রভৃতি; কিন্তু বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয়গণ কর্পূর, মেহেরা, নন্দে, ক্ষান্না প্রভৃতি উপাধিতে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। যে সকল জাতির দশ সংস্কার বৈদিক মন্ত্র দ্বারা হইয়া থাকে বিশেষতঃ উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্মলাভ করে, তাহারাই দ্বিজাতি। প্রমাণ যথা মনুঃ ২ অঃ।

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাং।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ॥ ২৬
গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম-চৌডমৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ ২৭
স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ ২৮
প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাং॥ ২৯
নামধেয়ং দশম্যান্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।
পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা গুণান্বিতে॥ ৩০
মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং॥ ৩১
শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতং॥ ৩২

স্ত্রীণাং সুখোদ্যমক্রূরং বিস্পষ্টার্থং মনোহরং।
মঙ্গল্যং দীর্ঘবর্ণান্তমাশীর্ব্বাদাভিধানবৎ॥ ৩৩
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।
ষষ্ঠেহন্নপ্রাশনং মাসি যদ্বেষ্টং মঙ্গলং কুলে॥ ৩৪
চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেহব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥ ৩৫
গর্ব্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
গর্ব্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ব্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ ৩৬
ব্রহ্মবর্চসকামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোহষ্টমে॥ ৩৭
আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥ ৩৮
অতঊর্দ্ধং ত্রয়োহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥ ৩৯
নৈতৈরপূতৈর্ব্বিধিবদাপদ্যপি হি কর্হিচিৎ।
ব্রাহ্মান্ যৌনাংশ্চ সম্বন্ধান্নাচরেদ্ব্রাহ্মণঃ সহ॥ ৪০
কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥ ৪১
মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥ ৪২
মুঞ্জালাভে তু কর্ত্তব্যা কুশাশ্মান্তকবল্বজৈঃ।
ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা॥ ৪৩
কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং॥ ৪৪

ব্রাহ্মণো বৈল্বপালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৫
কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাটসংমিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ ॥ ৪৬

শুদ্ধিঃ—শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি...৩ অ।৮৩।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বৈদ্যগণ অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পূর্ণ অধ্যয়নে অধিকারী। মাতৃবর্ণ বলিয়া বৈশ্যত্বে দ্বিজসংজ্ঞায় অভিহিত এবং দশসংস্কারে সংস্কৃত। ইহাঁদিগের সম্প্রদায় ও শাখা ভেদে পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় বংশ শূদ্রার পাণিগ্রহণ হেতু শূদ্র-রূপ বৈদ্য বলিয়া সমাজে হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় আছেন। তাঁহারা অনুপনীত ও শূদ্রবৎ মাসাশৌচে শুদ্ধ, উপনীত বৈদ্যের সমকক্ষ নহেন। ইহাঁদিগের আচার ব্যবহার শূদ্রবৎ; যদি কোন স্থানে ব্যতিক্রম দেখা যায় তথাপি তাহারা প্রকৃত বৈশ্য-শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। বঙ্গদেশে বল্লাল ও লক্ষ্মণের অনুগত বৈদ্যের সামাজিক আসন ক্ষত্রিয়ের নিম্নে নির্দ্ধারিত আছে। বৈদ্যগণের আর একটী নাম অম্বষ্ঠ। অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যজাতি হইতে উচ্চ হইলেও সাঙ্কর্য্য নিবন্ধন বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত। বঙ্গদেশে কোন জাতিই প্রকৃত বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে অধিকারী নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে জনকের ব্রাহ্মণত্ব ও জননীর বৈশ্যত্ব হেতু বৈদ্যগণ সাধারণ বৈশ্য হইতে উচ্চ।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

৪র্থ বর্ণ বা জাতি অর্থাৎ শূদ্র শ্রেণীতে কায়স্থগণ সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন আছেন। ইহাঁরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করেন। ইহাঁরা আজন্ম পরিশুদ্ধ যথার্থ শূদ্র। আর্য্য বংশসম্ভূত অনার্য্য নহেন। ব্রহ্মার পাদপদ্ম হইতে শূদ্রের উৎপত্তি। ব্রহ্মার পাদ অর্থাৎ কায় হইতে উৎপন্ন এই অর্থে কায়স্থ এরূপ অর্থও অনেকে করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহাঁদিগের আবহমান কাল আচার ব্যবহার দৃষ্টে শূদ্র ব্যতীত ইহাঁদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া কদাপি প্রতীতি হয় না। চিরকাল ব্রাহ্মণ-সাহচর্য্য ও ভক্তিভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা হেতু ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্তে অনেক আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণবৎ করিয়া আসিতেছেন, তথাপি ইহাঁরা শূদ্র ব্যতীত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া কদাপি অভিহিত হয়েন না।

যে সকল জাতিকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকার ঋষিবর্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমস্তই সচ্ছূদ্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবনাদি ও অন্ত্যজ জাতি। বিশেষতঃ অনাচরণীয় জাতি বলিয়াই অভিহিত। শক, যবন, ম্লেচ্ছ, চীন, হূন, পারদ, বল্লব, খশ ও কিরাতাদি অস্পর্শীয় জাতি মধ্যে গণ্য। কায়স্থ জাতি আজন্ম পরিশুদ্ধ আর্য্যকুলসম্ভূত সৎশূদ্র বলিয়া চিরকাল পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁহারাও আবহমান কাল অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ পর্য্যন্ত শূদ্রাচার ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছেন। কোন কালে ক্ষত্রিয়বৎ আচরণ করেন নাই। ইহাঁদিগের বুদ্ধি, শুদ্ধি, ধনবত্তা, দানশীলতা, ব্রাহ্মণশুশ্রূষা ও সৎক্রিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মভীরু, তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষের অনুষ্ঠিত

আচরণের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নহেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পিতামহগণকে নির্ব্বোধ, মূর্খ, অকর্ম্মণ্য ও অনুত্তমশালী জ্ঞান করেন, তাঁহারাই আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। চারিবর্ণ ব্যতীত বর্ণান্তর বা কল্পিত পঞ্চম জাতি নাই। সুতরাং কায়স্থগণকে চারিবর্ণের অতিরিক্ত বর্ণ বলা যায় না। যে প্রমাণ-বলে কায়স্থগণ ব্রাত্যক্ষত্রিয় (অর্থাৎ পরশুরাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত চন্দ্র-কেতু রাজার গর্ভিণী পত্নীর কায়স্থরূপে অভিশপ্ত ও পরিত্যক্ত পুত্রের সন্ততি) বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ—১ম, তৎসন্ততিগণ দাল্‌ভ্য গোত্রীয় শূদ্র, ক্ষত্রিয় নহেন। (রেণুকা মাহাত্ম্য দেখ) সেই কায়স্থগণ মধ্যে কাহাকেও দাল্‌ভ্য গোত্র সম্ভূত দেখিতে পাওয়া যায় না। ২য়, যাঁহারা চিরকাল সৎ-শূদ্র বলিয়া অভিহিত, তাঁহারা কি প্রকারে স্বেচ্ছায় উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত ও প্রায়শ্চিত্তী হইয়া ক্ষত্রিয়পদাভিষিক্ত হইবেন, তাহা স্বল্প-বুদ্ধির অগম্য। কারণ স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহোদয় তদীয় স্মৃতিশাস্ত্রে মহানন্দের পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গকেও শূদ্র বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীনতম পুরাণ আর দৃষ্ট হয় না। প্রামাণিকতা পক্ষে উহার বচন, সকল পুরাণ অপেক্ষা গুরুতর। স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন স্বকপোলকল্পিত বাক্য দ্বারা স্বমত সংস্থাপন করেন নাই। সমাজ ও শাস্ত্রের শাসন যেমন ভাবে চলিতেছে, তদনুসারে লিখিয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টা-চার্য্যের আদেশবাক্য মন্বাদি ঋষিবর্গের শাসনের অবিরুদ্ধ বলিয়াই বঙ্গ দেশে বিশেষ আদরণীয় ও গ্রাহ্য। তিনি তদীয় স্মৃতি সংহি-তায় কায়স্থের প্রধান বসু, ঘোষ, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতিকে চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ শূদ্র বলিয়াই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

বসু, ঘোষ আদি শূদ্রগণ মাসাশৌচ গ্রহণান্তে শুদ্ধ এবং অমন্ত্রক বিবাহাদি সংস্কারে সংস্কৃত। ঘোষ, বসু, মিত্র দত্তাদি উপাধি শূদ্রত্বের পরিচায়ক। ক্ষত্রিয়ের উপাধি বা পরিচয় মধ্যে এইরূপ উপাধি শ্রুত হয় না। কায়স্থ মধ্যে শূদ্রের সাধারণ উপাধি সমুদয় বিদ্যমান আছে। অন্নপ্রাশন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে যে সকল মন্ত্র পাঠ হয়, তাহাতেও কায়স্থগণ অন্য শূদ্রের ন্যায় মৌনাবলম্বী হইয়া নমো নমঃ কহিয়া আসিতেছেন। পুরোহিত সূক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। কায়স্থদিগকে পূজা ও শ্রাদ্ধাদিস্থলে আমান্ন দ্বারা ভোগ ও পিণ্ড নিবেদন করিতে দেখা যায়। পক্বান্নের ব্যবহার দেখা যায় না। ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার থাকিলে কায়স্থেরা অবশ্যই সে প্রকার আচার ব্যবহার কদাপি পরিত্যাগ করিতেন না।

যৎকালে বঙ্গদেশে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রভাব বশতঃ নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি গোস্বামিবর্গ শিষ্য-প্রশিষ্য সহ জাত্যভিমান স্রোতের বেগ হ্রাস করিবার জন্য কৃতসংকল্প ও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তদীয় স্মৃতিসংহিতার উদ্বাহতত্ত্বে স্পষ্টাক্ষরে কায়স্থদিগের সাধারণ উপাধি বসু ঘোষ আদি এবং তদানুষঙ্গিক দে, দত্ত, কর, ধর, গুহ মিত্রাদি যাবতীয় উপাধিযুক্ত ব্যক্তিকে শূদ্র বলিয়াই তাঁহাদিগের চূড়া, অন্নপ্রাশন ও বিবাহাদি কার্য্যে, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে এবং সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মক্রিয়াকলাপে পুরুষের নামের শেষে "দাস" ও স্ত্রীর নামের শেষে "দাসী" এই সংজ্ঞার প্রয়োগ করিবার বিধি দেখাইয়াছেন। কায়স্থদিগকে তৎকালে তিনিই যে বসু ঘোষ-মিত্রাদি করাইয়া শূদ্রত্ব স্থির করিয়াছেন এমন নহে। অনেক পূর্ব্বকালে মহামহোপাধ্যায় কুলূক ভট্টও তদীয় মনুর টীকায় বসু,

ঘোষ ও মিত্রদিগকে শূদ্র বলিয়া "দাস", "দাসী" রূপে অভিহিত করিয়াছেন। "দেব" অথবা "দেবী" সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করেন নাই। যথা—

সংস্কারমাত্রেণ কুলধর্ম্মানুবোধেন কালান্তরেঽপি মঙ্গলবিশেষাচরণং শূদ্রাণাং নামকরণে বসুঘোষাদিপদ্ধতিযুক্তনামত্বঞ্চ বোধ্যং। দেব্যন্তাস্তু স্ত্রিয়ঃ স্মৃতা ইতি দ্বিজাতিস্ত্রীপরং, শূদ্রা দাসান্তকাঃ স্মৃতা ইতি বচনাৎ তৎপত্ন্যাশ্চ পুংযোগাৎ জাতেশ্চেতি "ঈ" প্রত্যয়েন দাস্যন্ততা। শূদ্রে শিষ্টব্যবহারোঽপি তথা। যত্তু সর্ব্ববর্ণস্ত্রীপরং দেব্যন্ততা ইতি তন্ন, প্রকরণাৎ দ্বিজাতিপুংযোগবাধাচ্চ। "শর্ম্মণী" "বর্ম্মণী" প্রয়োগস্তু ন ব্যবহার্য্যঃ। দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং স্যাদিত্যস্য তৎপরত্বানৌচিত্যাৎ। এবমেব কুল্লূকভট্টঃ। তেন বাক্যেঽপি তথা কল্পনা।—উদ্বাহতত্ত্ব।

স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বরঃ।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরং।
শতেষু সজ্জনঃ কোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ॥
সুবুদ্ধিঃ শিবযুক্তিশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ।
ন বিশ্বসেত্তেষু তাত স্বাত্মকল্যাণহেতবে॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে। ৮৫ অধ্যায়।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

নবশায়ক শ্রেণীর সদ্গোপ, গন্ধবণিক্, শঙ্খবণিক্, কাংস্যবণিক্, তাম্বলী (তামুলী) বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার অধিকারী নহে।

কারণ এই সকল জাতির উৎপত্তি বিষয়ে শাস্ত্রীয় বচনে যাহা দেখা যায়, তাহাতে এই সকল জাতির উৎপত্তি বিবাহিত পত্নীর গর্ভসম্ভূত না হওয়ায়, এবং জনক দ্বিজাতি হইলেও অধিকাংশ ঋষির মতে জননীর নীচত্ব নিবন্ধন ইহারা শূদ্রব্যতীত বৈশ্যবর্ণ নহে। উৎপত্তি বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে এবং আবহমান কাল শূদ্রাচার ও শূদ্র রূপেই অমন্ত্রক সংস্কারে সংস্কৃত এবং মাসাশৌচে শুদ্ধ বলিয়াই ইহারা বৈশ্য নহে। যখন শূদ্রশ্রেষ্ঠ কায়স্থগণও শ্রাদ্ধাদিতে পক্কান্ন দিতে অসমর্থ এবং তাঁহাদিগের প্রদত্ত আমান্নই পক্কান্ন বলিয়া অভিহিত হইযাছে। তখন ইহারা কায়স্থের সমকক্ষ ব্যতীত উচ্চাসনের যোগ্য নহেন। কায়স্থজাতি যখন ক্ষত্রিয়ত্বে পর্য্যুদস্ত এবং মাসাশৌচে শুদ্ধ, তখন নবশাখকেরাই বা কিরূপে বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন? ইহা সামাজিক বুদ্ধির অগম্য। সমাজ পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্তন বিষয়ে কালের গতি অন্বেষণ করিয়া চলিলেও ধর্ম্মতঃ আচরণ দেখিতে পরাঙ্মুখ থাকেন না। ফলতঃ ন্যায়তঃ আচরণে নবশাখকেরা কায়স্থের সমকক্ষ হইলেও গুণানুসারে আপনাদিগকে উচ্চ নীচ জ্ঞান করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সমাজ তাঁহাদিগকে সেরূপ ভাবে উচ্চরূপে গ্রহণ করেন না।

একবংশে জন্মিলেই সকলে সমান হয না। কারণ গুণের তারতম্য বশতঃ জাতি ও উচ্চ বা নীচ রূপে গণ্য হয। উদাহরণ স্থলে অন্য দৃষ্টান্ত দেখাইবার প্রয়োজন নাই। এক বংশেই ধনুঃ, ব্যজন, পুষ্পের করণ্ডক ও সূর্পাদির উৎপত্তি হইলেও প্রয়োজনে উচ্চনীচতা দেখ। প্রয়োজনের লাঘব ও গৌরব বশতঃ জাতির আদর ও অনাদর হয়। উচ্চ ও নীচ বলিয়া প্রতীতির হেতু এই।

এখানে প্রসঙ্গতঃ তিলী জাতির কথা লিখিত হইল।

বর্দ্ধমান জিলার বৈদ্যপুর নিবাসী ৺ মধুসূদন নন্দী তিলী জাতির সমন্বয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া ঐ জাতির বিষয়ে যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি হাসনহাটীর কুলাচার্য্যদিগের মধ্যে কেহ সঙ্কলন করেন। (তাঁহার নাম কালিদাস শর্ম্মা) কালবশে উহা হস্তলিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অংশবিশেষ বলিয়া তদীয় উত্তরাধিকারীর নিকট প্রতিভাত হয়। কিন্তু দৈবগত্যা উহা মহামহোপাধ্যায় ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হস্তগত হয়। তিনি উহা তাঁহার ছাত্র শান্তিপুর বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত ৺ নিত্যানন্দ গোস্বামীর অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া শান্তিপুর নিবাসী সুকবি ৺ হরিনাথ প্রামাণিকের পুত্র দেশহিতৈষী বিখ্যাত যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের সুযোগ্য, উকিলকে তিনি বিশেষ আগ্রহ এবং যত্ন সহকারে প্রতিলিপি করিয়া সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্রে সংবদ্ধ করিতে বলেন। তাঁহার বাক্যে আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে তিলী জাতির সমন্বয় কারিকা সম্বন্ধনির্ণয়ের ক্রোড়পত্রে সন্নিবিষ্ট করিব। এক্ষণে তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে যথাযথরূপে অবিকলভাবে সংগৃহীত বিষয় সন্নিবেশিত করিলাম। তিনি জীবিত থাকিতে যে সকল বাদ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহার বচন কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

"তিলঃ ব্রহ্ম তিলঃ সোমো রক্ষী তৈলিপদঃ স্মৃতঃ।
ব্রহ্মঘাতী তু নিষ্পেষী স্বনাচম্যজলস্তু সঃ॥
শ্রাদ্ধতর্পণপূজাদৌ তিল এব প্রধানকঃ।
জাত্যাং পূতস্তু তদ্রক্ষী যজ্ঞাপো ব্রাহ্মণঃ পিবেৎ॥

নির্য্যাসসংহিতস্তিলঃ কল্ক ইতি প্রচক্ষতে।
তৎকরণাৎ কলিঃ পাপী জাত্যাং কল্কীতি বিশ্রুতঃ॥
তুলাদণ্ডধৃতস্তৌলী ধর্ম্মাধিকরণে যদা।
তৎকার্য্যস্য সমাপ্তে তু স্বজাত্যাং সঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

ধনঞ্জয়কৃত জাতিমালা ধৃত কুলার্ণব তন্ত্রের বচন বলিয়া উদ্ধৃত।

তৈলিক বা তিলী জাতি।

দ্রব্যমধ্যে তিল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের নিদান।
পঞ্চামৃত গো হিরণ্য না হয় সমান॥
পরিমাণে আদিভূত প্রাণদানে গুরু।
দ্রব্যগুণে অমৃত সম তুলসী তরু॥
সর্ব্ব যজ্ঞে তিল আদি দানে কোটি কল্প।
ধর্ম্ম্য কার্য্যে যাহা বিনা না হয় সঙ্কল্প॥
তিলীর তিল বিক্রয় মূল ব্যবসায়।
সে পূজা পার্ব্বণাদির প্রধান সহায়॥
অন্যের নিকট তিল কিনিলে অমূল্য।
তৈলী সমীপে তণ্ডুল বিনিময়ে তুল্য॥
যজ্ঞের প্রধান বস্তু রক্ষণে পারগ।
বিশিষ্টার্থে তিলে তৈলী নহে ত অভাগ॥
দেব দ্বিজভক্ত শিষ্ট ধর্ম্মভীরু জাতি।
পণ্যবৃত্তি বিপ্রসেবা ভিন্ন নহে মতি॥
স্বজন স্বগণ শরণাগত যাচক।
সকলের হয় যথাশক্তি প্রতিপালক॥

বিত্তার্জ্জনে বিনিময়ে আন্তরিক শক্তি।
দেব দ্বিজে কদাপি না দেখি বিরক্তি ॥
তুলাদণ্ড ধারণ ন্যস্তরক্ষণে পটু।
মিষ্টভাষী সত্যবাদী নাহি জানে কটু ॥
তিলীমাত্র বিশ্বকর্ম্মা ঘৃতাচী সন্ততি।
ভৃগু বরে নবশায়ক শ্রেণীতে গতি ॥
তিল দ্রব্য বেচে কিনে তিলী নাম হয়।
জাত্যংশে সচ্ছূদ্র নবশায়ক নিশ্চয় ॥
সবে জানে আছে সুধা চন্দ্রের নিকট।
তদ্রূপ তিলেও সুধা ধরায় প্রকট ॥
অতএব তিলী হয় যজ্ঞ রক্ষাহেতু।
রক্ষা বিনা কদাচ না হয় কোন ক্রতু ॥
তিলী জাতি প্রধানতঃ চারি শ্রেণী জানি।
অবান্তর ভেদ যত নামে মাত্র মানি ॥
সপ্তগ্রামী রাঢ়ীয় গঙ্গাতীরে বাস।
তিলীর সুবর্ণগ্রামী পূর্ব্বাংশে যে প্রকাশ ॥
পঞ্চগৌড়ী বঙ্গমধ্য দেশে যে বসতি।
আসার প্রসার পটু যত্র তত্র গতি ॥
বুদ্ধিতে নিপুণ বড় ধর্ম্মকার্য্যে রতি।
রক্ষ, পাল, নন্দী, কুণ্ডু, সাধু, শ্রেষ্ঠী খ্যাতি ॥
কাশী কাঞ্চী মথুরা কুরুক্ষেত্র তীর্থ।
পঞ্চ দ্রাবিড়ী শেঠী খ্যাতি তিলী অব্যর্থ ॥
অবান্তর ভেদ শুন বঙ্গে যত তিলী।
সবাই এক জাতি না ভাবিহ গালি ॥

তুশ্ছিন্দী, সুবর্ণ, সপ্ত, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।
একাদশ, দ্বাদশ, মৎস্যাশী, চক্রেন্দ্র ॥
পার্ব্বত্য, সামুদ্রের সংজ্ঞায় শ্রেষ্ঠী সাধু।
আসার প্রসার ছস্ত বক্ষণে তুল্য বিধু॥
তুশ্ছিন্দী তুঙ্কোটা যে একভাগ তিলীর।
কন্দুপক্বে তুষভ্রংশে পক্বান্নে বলির ॥ *
বেতনাই তিলী জাতি বেত্রবতী তীরে।
বঙ্গে বেত্রবতী মেশে গঙ্গার শরীরে ॥
পূর্ব্বাংশে বেত্রবতীব গতি যতদূর।
আসে পাশে বসে বেত্না তিলী যে প্রচুর ॥
একাদশ রুদ্রবরে তিলীব একাদশ।
একাদশ দ্রব্যে করে ত্রিভুবন বশ ॥
তিল সর্ষপ উমা ক্ষুমা গোধূম যব।
মুদ্গ মসূব কলায় দ্বিদলের সব ॥
একাদশ তিলী করে বিক্রয় নির্য্যাস।
আদিত তিলী ঊন নহে ত একাদশ ॥
লবণ মধু ঘৃতাদি পণ্যের অধিকারী।
সামুদ্রিক বাণিজ্যে পূর্ব্বে ছিল যে তরী ॥
তুঁকোটার হাতে পোড়ে পিষ্টের পেষণ।
গুণ্ডিকা হয় চাল, ডাল, যব, বেষণ ॥

---

* তৈলিকো গান্ধিকশ্চৈব কংসকারো মণিবণিক্।
স্বর্ণবণিক্ স্বর্ণকারঃ ষড়েতে তৌলিকাঃ স্মৃতাঃ ॥
—ধনঞ্জয়কৃত জাতিমালা ॥

তুঁষ হতে পরিভ্রষ্ট অঙ্কুরে নগণ্য।
বীজাঙ্কুরে করে চ্যুত সমাজে অধন্য॥
তিল পীড়নে ব্রহ্মঘাতী নামেতে তেলী।
তিল নির্য্যাস তৈল পেড়ে পাতকী কলি॥
কলি হতে কলু খ্যাতি অধম নিকৃষ্ট।
সদাচার রত নহে তার জল দুষ্ট॥
তিলী তেলী নহে এক ভিন্ন ভিন্ন জাতি।
তিলী নবশায়ক তেলী কলু খ্যাতি॥
বৈদ্যপুর গ্রামে বাস বহুলা নদী প্রকাশ
উভয় তীরে নন্দীর অধিকার।
নামে মধুসূদন নন্দী দেব দ্বিজে আছে সন্ধি
সমন্বয়ে তিলীর করি বিচার॥
সে ভাগ্যবানের কথা শুনিলে যাবে ত ব্যথা
তাই রচে দ্বিজ কালিদাস।
তিলী জাতি পরিচয় পাঠে জ্ঞান নিঃসংশয়
ঘর্ষণহট্টে পূর্ব্বে ছিল নিবাস॥

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর।

কৈবর্ত্তজাতি মাহিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন। স্থলবিশেষে মাহিষ্যরূপে পরিচয় দেন। বস্তুতঃ মাহিষ্যের যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক তাহা এই জাতিমধ্যে দৃষ্ট হয় না। তবে সকলেই যখন নিজের উন্নতি ও নিজ নিজ জাতির উৎ-কর্ষসাধন বিষয়ে সমুদ্যত ও একান্ত ব্যগ্র, তখন ইহাদিগেরও জাত্যুৎ-কর্ষ খ্যাপন করা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হয় না। কিন্তু যখন

ইহাদিগের পুরোহিতের জল সমাজে পরিগৃহীত হয় না, তখন ইহারা নিজে পরিশুদ্ধান্বয় সম্ভূত বলিয়া প্রমাণ প্রয়োগের আড়ম্বর ও কল্পনা করিলেও সমাজ ইহাদিগকে শূদ্র ব্যতীত মাহিষ্য জ্ঞান করিবেন না। সমাজ এই জাতির হালিকগণকে দাসরূপে অর্থাৎ জলব্যবহার্য্য শূদ্র বলিয়া অভিহিত করেন। নৌকর্ম্মজীবী এবং জালজীবীদিগকে জল-অনাচরণীয় শূদ্র বলিয়া স্বীকার করেন। উভয় শ্রেণীর নামই কৈবর্ত্ত; যথা "কৈবর্ত্তে দাসধীবরৌ (জেলে ও হেলে)"। জেলে কৈবর্ত্ত-দিগকে "তীয়র" কহে। ধীবরের অপভ্রংশ 'তীবর' বা 'তীয়র' হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যাহারা জেলে বলিয়া বাঙ্গালাদেশে প্রসিদ্ধ, তাহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে।

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর।

স্বর্ণবণিক—আনন্দ ভট্টের রচিত বল্লালচরিতের প্রমাণ দ্বারা এই জাতি আপনাদিগকে বৈশ্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঋষিপ্রণীত স্মৃতি শাস্ত্রে বা পুরাণাদির কোন স্থলেই স্বর্ণবণিকের বৈশ্য বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। ইহাদিগের জাতি সাধারণ উপাধিতেও কোন স্থলে বৈশ্যের উপাধি দেখা যায় না। অন্য শূদ্রের সাধারণ উপাধি যাহা, ইহাদেরও তাহাই সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—দে, দত্ত, সেন, আঢ্য, মল্লিক, পাল ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহাদের জল গ্রহণ সুদূরপরাহত, এমন কি শূদ্রের মধ্যেও ইহাদিগের জল অনাচরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ এই :—১ম, অধিকাংশ স্থলে অবশ্য পোষ্য পরমারাধ্য পিতামাতাকে পরিবার মধ্যে গণ্য না করা এবং তাঁহাদিগের সেবায়

বৈমুখ্য প্রদর্শন করা ; ২য়, ব্যবসায় কার্য্যের গৌরব বিধানে আগ্রহাতিশয্যহেতু চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জননীকেও বঞ্চনা করা। অন্যের প্রতি প্রবঞ্চনা, সেটা জাতি সাধারণ। কিন্তু উক্ত প্রকার প্রবঞ্চনাই এই জাতির পতনের কারণ।

যাহাদিগের পুরোধার জল উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণে গ্রহণ করেন না, তাহারা অনাচরণীয় শূদ্র। তাহাদের সচ্ছূদ্র শ্রেণীতে প্রবেশ করাই অতি কঠিন ব্যাপার। বৈশ্য শ্রেণীতে উন্নীত হইবার কথাটা স্পর্দ্ধাসূচক বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

বল্লালের নিকট ব্যক্তিবিশেষ সাপরাধ হইলে কি জাতি সাধারণ দুষ্ট হয়? এমন কখনই হইতে পারে না।

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর।

(৭ম প্রশ্ন—১০৪ পৃষ্ঠ, ৬ষ্ঠ প্রশ্নের ২ পংক্তির শেষে "বর্ণসঙ্করদিগের" ইত্যাদি দেখ।)

প্রত্যেক জাতিরই উৎপত্তির সাম্যভাব সত্ত্বেও জাতীয় উৎকর্ষ বিধানে কার্য্যবশতঃ সমাজে উচ্চ নীচরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ণসঙ্করগণ মূলে একরূপ যোনি হইলেও ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠতা ও হেয়তা নিবন্ধন উচ্চ নীচ বলিয়া কথিত হয়।

অষ্টম প্রশ্নের উত্তর।

দশাহে শুদ্ধ হইলেও যাহারা অন্ত্যজ ও নীচ জাতি বলিয়া চির প্রসিদ্ধ, তাহারা হীনবর্ণ শূদ্রমধ্যে গণ্য। প্রতিলোমজ জাতির জনকের হীনত্বই হীনতার প্রধান কারণ। জননীর দ্বিজত্ব নিবন্ধন নীচ জাতি মধ্যে দশাহে শুদ্ধি বিধানের ব্যবহার দেখা যায়

বটে, কিন্তু সমাজে উহারা নীচ জাতি বলিয়াই আখ্যাত হইয়া থাকে। যথা চণ্ডাল, ডোম, মুচি প্রভৃতি। মুচিরা আপনাদিগকে ঋষিপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়, চণ্ডালেরা আপনাদিগকে নমশূদ্র কহে। দশাহে সকলেই শুদ্ধ হয় বটে, তথাপি অনাচরণীয়।

নবম প্রশ্নের উত্তর।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় এবং গোস্বামী অদ্বৈত প্রভু এবং নিত্যানন্দ গোস্বামী প্রভুর শিষ্যত্ব নিবন্ধন এবং ভৈরবী চক্রে শৈব বিবাহে নীচজাতীয় শূদ্রগণও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ হেতু উচ্চ হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহাকে স্বকীয় জাতীয় সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। সমাজ ও গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিপথের পথিককে সন্ন্যাসী কহে। সে পূর্ব্ব সমাজে পংক্তিপাবন হয় না। তাহার জন্ম বিবরণ যাহারা জানে, তাহারা তাহাকে জনক জননীর জাতির উল্লেখ পূর্ব্বক তজ্জাতীয় বৈষ্ণব নামে নির্দ্দেশ করে। তাহার পুত্র পৈতৃক জাতির সঙ্গ পরিত্যাগ পুরঃসর ভেকে বৈষ্ণব জাতির কন্যাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিলে, সেই গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সে কথঞ্চিৎ পংক্তিপাবন অর্থাৎ বৈষ্ণব সমাজে জল আচরণীয় শূদ্র বলিয়া পরিচিত হয়। প্রপৌত্র অচল থাকে না। ক্রমে তাহার সন্তান পরম্পরা জাতীয় বৈষ্ণব বলিয়া সমাজে আচরণীয় হইয়া আইসে ; ইহাই নীচ জাতির উচ্চাসনে আরোহণ করিবার একমাত্র উপায়।

পূর্ব্বাবধি ভৈরবীচক্রে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনের একান্ত নির্দ্দেশপূর্ব্বক কার্য্যবিশেষে কাল-

ভেদে বেদ মৃতকল্প এবং স্মৃতির বচনও সঙ্কুচিত ইত্যাদি হেতুবাদে সমাজে কত প্রকার অকার্য্যের সূত্রপাত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করা কঠিন ব্যাপার ; তবে কতকগুলি স্পষ্টতঃ দেখা যায়। যথা :— চৈত্র এবং বৈশাখাদি মাসে সন্ন্যাস ধর্ম্মে ও শৈববিবাহে এবং গাজনে ইতর জাতীয় স্ত্রী পুরুষের মনের সাম্যভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেই ভালে সিন্দূর ও গলে রুদ্রাক্ষ এবং সন্ন্যাস-সূত্র গ্রহণ করিয়া তৎকালে শিবগোত্রত্ব এবং একজাতিত্ব প্রদর্শন করে। কিন্তু গাজন সমাপ্ত হইলে সন্ন্যাস সূত্র শিবেই প্রত্যর্পণ করিয়া স্বস্ব জাতি ও সমাজে প্রবেশ করে, তাহাতে কোনও দোষ বা বাধা দেখা যায় না।

দশম প্রশ্নের উত্তর।

সমাজের ক্ষমতা স্থলবিশেষে, শাস্ত্রের বচন প্রমাণাদিকে অতিক্রম করিয়া প্রবল হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সেই স্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত বলা যাইতে পারে। তথায় দেশাচার প্রবল ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যথা—"ন দোষো মগধে মদ্যে অন্নযোনৌ কলিঙ্গকে" ইত্যাদি। অপিতু যেমন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে অর্জ্জুন পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। মাতৃ আজ্ঞায় পঞ্চপাণ্ডবেরা এক স্ত্রীকে নিয়ম ধর্ম্মানুসারে পরস্পরের সহধর্ম্মিণীত্বে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

জাতীয় বৃত্তির ব্যতিক্রম যথা—দ্রোণাচার্য্যের ক্ষত্রিয়বৎ যুদ্ধ করা, সূতপুত্র উগ্রশ্রবার নিকট ঋষিবর্গের পুরাণ শ্রবণ। অধুনা ব্রাহ্মণ-দিগের বৈষ্ণবাদির নিকট সঙ্কীর্ত্তনে হরি কথা শ্রবণ। বেতনভুক্

বিপ্র পাচকের হস্তে ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ। নীচজাতির অধীনতায় ব্রাহ্মণের লিখন পঠনরূপ প্রবৃত্তি স্বীকার করণ।

গোস্বামী প্রভৃতিরা নীচ জাতীয়দিগকে শিষ্যত্বে পরিগ্রহ করায় পাতিত্ব জন্মিলেও সৎ-শূদ্রযাজী পিণ্ডভোজী ব্রাহ্মণাপেক্ষা মান্য; তাহার কারণ কেবল শ্রেষ্ঠ কুলীন বিপ্রে কন্যা সম্প্রদান। দৌহিত্রগণ মাতামহের পাদুকা বহনকারী; সুতরাং গোস্বামিগণ সমাজে অচল নহেন। ইত্যাদি অন্য কথার উল্লেখ অনাবশ্যক; ইহা বহুকাল ব্যাপক লোকাচার মাত্র। এই সকল স্থলে শাস্ত্রের বচন সঙ্কুচিত।

অধিকন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধ দ্রব্যের বিক্রয়ে পাতক জন্মে; কিন্তু বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্রাহ্মণ সন্তানের বিশিষ্ট বংশের কেহ কেহ পরাঙ্মুখ নহেন। এমন কি সম্রাটের সৈন্যদিগকে রসদ যোগাইবার সময় নানাবিধ অকার্য্য করিয়াও সমাজে পতিত হন না, ইহা দেখা যায়। এরূপ স্থলে শাস্ত্রের বচন সামাজিক ক্ষমতার নিকট সঙ্কুচিত হইয়া আছে বলিতে পারা যায়। এবং রাজসেবাতেও অনেক সময়ে সমাজকে শাস্ত্রের বহির্ভূত কার্য্য করিতে হয়।

ক্ষত্রিয় বংশ—বর্দ্ধমানাধীশের বিবরণ।

বঙ্গদেশের কোন স্থানেই ক্ষত্রিয় বংশকে বিস্তৃতভাবে বিরাজ করিতে দেখিতে পাই না। প্রায় বঙ্গের সকল জিলাতেই দুই চারি ঘর পৃথক্ পৃথক্ বা এক বংশ সম্ভূত হইলেও বিরল প্রচার ভাবেই বিদ্যমান দেখা যায়। পরিচয়ে ইঁহারা পরস্পর সূর্য্য ও চন্দ্র অথবা অগ্নিকুল সম্ভব নাগবংশীয় বলিয়া জ্ঞাতিত্ব অথবা কুটুম্বিত্ব খ্যাপন

করেন। এই সূত্র ধরিয়া এদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের বৈবাহিক ক্রিয়া প্রায় বঙ্গদেশেই হইয়া থাকে; এবং সময়ে সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত সম্বন্ধ পরিচয় হইলে তত্রত্য ক্ষত্রিয়গণও বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়দিগকে অকুতোভয়ে এবং পরমানন্দে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন।

সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় কিংবা অগ্নিকুলের ক্ষত্রিয় কোথায় ব্যাপকভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন ব্যাপার। তবে যাঁহারা এক্ষণে অনেক দিন হইতে এখানকার অধিবাসী হইয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চকোটের কাশীপুর, মুর্শিদাবাদের নসীপুর, ত্রিপুরার আগরতলা, পালকোটের নাগবংশীয় এবং বর্দ্ধমানের সূর্য্য-বংশীয়গণ প্রসিদ্ধ। এই সকলের মধ্যে বিশেষতঃ বর্দ্ধমানাধীশ ধনে, মানে, প্রতাপে ও সৎকার্য্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রাচীনতাপক্ষে ইঁহারাই এক্ষণে প্রধান; সুতরাং ইঁহাদিগের প্রথম অধিবেশন নিরূপণ করিতে পারিলেই জানা যাইবে যে, এ দেশের অধুনাতন মহারাজগণ অপেক্ষা বর্দ্ধমানের মহারাজা আধুনিক নহেন, বঙ্গদেশে ইঁহাদিগের সমসাময়িক রাজবর্গ অপেক্ষা ইঁহারা প্রাচীন।

প্রাচীন বংশের ইতিবৃত্ত জানিতে লোকের কৌতূহল জন্মে তন্নি-বন্ধন এখানে বর্দ্ধমানের মহারাজার আদি পুরুষের বঙ্গাগমন সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক, আনুষঙ্গিক বংশ বৃত্তান্তের চুম্বকভাগ লেখা গেল।

বর্দ্ধমানাধীশ এবং তদীয় জ্ঞাতি ও কুটুম্ববর্গ পঞ্জাব প্রদেশীয় লাহোর নগরস্থ কোট্‌লীনিবাসী ক্ষত্রিয়। ইঁহাদিগের মধ্যে চারিটী বংশ প্রধান এবং পরস্পর তুল্য মর্য্যাদাসম্পন্ন। সে চারি কুল এই—কপূর, শেঠ, খান্না ও মেহারা। এই চারিকুলের সঙ্গে প্রায় যৌন সম্পর্কে কুটুম্বিতা ও বন্ধুতা সম্বন্ধ হইয়া থাকে।

সঙ্গমরায় নামক ক্ষত্রিয় কোন এক ব্যক্তি লাহোরের কোট্‌লী মহল্লা হইতে শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম ৺জগন্নাথ দর্শনান্তে বঙ্গে অধি-নিবেশ করেন। তৎকালে ভারতের সম্রাট্‌ সাহজাহান বাদসা।

১ম বা মূল পুরুষ—সঙ্গমরায় বঙ্গাগত।

২য় পুরুষ—তদীয় পুত্র বঙ্কুবিহারী রায় বর্দ্ধমানের অধিবাসী।

৩য় পুরুষ—পৌত্র আবুরায় বঙ্গদেশের কোতোয়াল চৌধুরী।

আবুরায়ের এই সম্মানাস্পদীভূত পদ সাহজাহান বাদসাহ কর্ত্তৃক ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে প্রদত্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইনিই বর্ত্তমান রাজ-বংশের রাজশ্রী সংস্থাপনের মূল।

৪র্থ পুরুষ—সংগ্রামের প্রপৌত্র বঙ্গদেশের কোতোয়াল চৌধুরী বাবুরায় (বঙ্গের তাৎকালিক ধনকুবের)।

৫ম পুরুষ—বৃদ্ধ প্রপৌত্র ঘনশ্যামরায় কোতোয়াল চৌধুরী।

৬ষ্ঠ পুরুষ—অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র কৃষ্ণরামরায় ঐ

৭ম পুরুষ—বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র জগৎরামরায় ঐ

জগৎরামের দুই পুত্র একের নাম কীর্ত্তিচন্দ্র রায়, অন্যের নাম মিত্রসেন রায়। পর্য্যায় সংখ্যা অধস্তন ৮ম পুরুষ। জগৎরামের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র পিতার পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৯ম পুরুষ,—কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্র রাজা চিত্রসেন রায় প্রথমে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ইনি নিঃসন্তান।

৯ম পুরুষ। মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুর ইনি কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের ভ্রাতা মিত্রসেনের পুত্র। কীর্ত্তিচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তিলকচন্দ্রের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমি ঐ প্রদেশের যে ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তিনি তৎকালে বর্দ্ধমান প্রদেশে সুব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত নহেন। সুব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিতবর্গ ঐ দুই মহাত্মার প্রদত্ত সনন্দ

প্রদর্শন পূর্ব্বক চারি সমাজাধিপতি মহারাজাধিরাজ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নিজ নিজ বিদ্যাবত্তা ও সদ্‌গুণের প্রশংসাপত্রসহ উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেন। নবদ্বীপাধিপতির প্রদত্ত উপাধি না পাইলে কোন দেশেরই কোন পণ্ডিত চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইতেন না। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বর্দ্ধমানাদি প্রদেশের সুব্রাহ্মণ, সুপণ্ডিত ও গুণিগণের উপজীবিকার প্রধান হেতুভূত কীর্ত্তিচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র বাহাদুর।

মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্রের দুই মহিষী। প্রথমার নাম বিষণকুমারী দেবী। দ্বিতীয়ার নাম রাজ্ঞী রূপকুমারী দেবী (ইনি নিরপত্যা)। মহারাণী বিষণকুমারীর গর্ভে তিলকচন্দ্রের ঔরসে মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সংখ্যা আট। অষ্ট সংখ্যা মহিষীর মধ্যে নানকীকুমারী দেবীর উদরে তেজশ্চন্দ্রের ঔরসে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি অনপত্য মৃত। (ক) ইহাঁরই প্রযত্নে অষ্টম আইন প্রণয়ন হয়। তেজশ্চন্দ্র সঙ্গমরায় হইতে ১০ম পুরুষ অধস্তন।

(১১শ)। প্রতাপচাঁদের অভাবে দত্তক পুত্র গৃহীত হয়। এই দত্তক পুত্রের নাম মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর। মহতাবচন্দ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট ও দেশীয় নৃপতিবর্গের সমক্ষে অতি সম্মানে সম্মানিত হইতেন। ইহা কেবল তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য, সামাজিকতা, গুণিগণের গুণ বিচারের নৈপুণ্য, পাত্রবিশেষে ও সময় বিশেষে দানশৌণ্ডতা এবং সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা নিবন্ধন ঘটিয়াছিল। তিনি কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা

সকলেরই কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন। দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। তাঁহার তুল্য নিয়মপরতন্ত্র রাজা অতি অল্পই শুনা যায়।

তাঁহার যত্নে, উৎসাহে ও নিজ ব্যয়ে বর্দ্ধমানে সংস্কৃত কালেজ সংস্থাপিত হয়। এই কালেজে দ্বিজাতীয়ের সন্তানগণ সবৃত্তিক অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষিত হইয়া থাকেন। মহাতাবচন্দ বাহাদুরই প্রথমে সমগ্র মূল মহাভারত ও রামায়ণ মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিতরণ করেন। তৎপরে সাধারণের জ্ঞান লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য সুবিজ্ঞ পণ্ডিত লেখক দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে অনুবাদ করিয়া মহাভারত বিতরণে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তদ্দৃষ্টে মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অভিজ্ঞ লেখক প্রভৃতির পর্য্যবেক্ষণে, সুলেখক দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া মুদ্রাঙ্কন পুরঃসর, বিতরণ করেন। গদ্যে পুরাণ পাঠ করা অতি সহজ ও বিশেষ প্রীতিকর, এইরূপেই শাস্ত্রে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে। এইরূপে সাধারণের পুরাণ পাঠ প্রবৃত্তি উত্তেজনা করিবার মূল মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর।

মহাতাবচন্দ বাহাদুর লালা পরাণচন্দ্র কর্পূরের ঔরসপুত্র। এবং ভ্রাতৃবর্গের চতুর্থ। ইনি দত্তকরূপে পরিগৃহীত হইবার পূর্ব্বে, পরাণচন্দ্রের গৃহে চুনীলাল নামে অভিহিত হইতেন।

মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্রের মহিষীর মধ্যে যিনি মহাতাবচন্দের গ্রহিত্রী মাতা, তাঁহার নাম মহারাণী কমলকুমারী। ইনিই অম্বিকা কালনায় অষ্টোত্তর শত ক্রমান্বয়ে শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা পুরঃসর, অতিথি অভ্যাগত ও নিরন্নের প্রত্যহ অন্ন সংস্থাপন করিয়া অন্নপূর্ণা নামে বিখ্যাত আছেন।

মহাতাবচন্দ বাহাদুরের দুই পত্নী। প্রথমার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। দ্বিতীয়া মহিষী বন্ধ্যা।

মহাতাবচন্দ্রের দত্তক পুত্রের নাম মহারাজাধিরাজ আফতাপচাঁদ মহাতাব বাহাদুর (১২শ পুরুষ)। ইনি মহাতাবচন্দ্রের শ্যালকের ঔরসপুত্র। শ্যালকের নাম বংশগোপাল নন্দে। বংশগোপাল বাবুর ভগিনী শ্রীমতী নারায়ণ কুমারী দেবী মহারাজা মহাতাবচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী। ইনিই নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র আপতাপচাঁদকে নিজ পতি মহাতাবচাঁদের দত্তকপুত্ররূপে পরিগৃহীত করান। মহাতাবচাঁদের প্রথমা রাজমহিষীর নাম নয়ানকুমারী দেবী। তাঁহার গর্ভে একমাত্র কন্যা জন্মে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, তিনিই এখন শ্রীমতী ধনদেয়ী দেবী নামে বিখ্যাত। এই মহারাজকুমারীর স্বামীর নাম লালা গোপীনাথ মেহেরা। শ্রীমতী ধনদেয়ী দেবীর দত্তক পুত্রের নাম শ্রীমান্ অবনীনাথ মেহেরা।

আফতাপচাঁদ মহাতাব বাহাদুর—অতি অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেও তিনি যে সাধারণের হিতার্থে বর্দ্ধমানে অবৈতনিক কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তথাকার সংস্কৃত কালেজের বৃত্তি বাহুল্য বিধান করিয়াছেন এবং বিস্তৃত ভাবে সাধারণের বুভুৎসা চরিতার্থতা নিমিত্ত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তিনি লোক মণ্ডলীতে চিরস্মরণীয় থাকিবেন।

আফতাপচাঁদ বাহাদুরের পুত্রের নাম মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর। (পর্য্যায় ১৩শ পুরুষ)। ইনি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কর্পূর বাহাদুরের ঔরসে শ্রীমতী প্রণবদেয়ী দেবীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আফতাপচাঁদের পত্নী যিনি বিজয়চাঁদকে তদীয় পতি ও শ্বশুরাদির বংশকর ও জলপিণ্ডের

স্থল বলিয়া দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম মহারাণী বেনদেয়ী দেবী।

বর্দ্ধমানের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। কিন্তু এক্ষণে যে ব্যক্তির বুদ্ধি কৌশলে, আন্তরিক যত্নে এবং সদ্ব্যবহারে গবর্ণমেণ্ট ও উচ্চতন ইংরাজ জাতির সহিত সখ্য নিবন্ধন অধুনা বর্দ্ধমানের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এবং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, প্রসঙ্গক্রমে তদীয় বংশাবলী ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত জানিবার জন্য বঙ্গবাসীর কৌতূহল জন্মিতে পারে বলিয়া শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কর্পূর বাহাদুরের বংশাবলী এখানে স্থূলতঃ নির্দ্দেশ করা হইল। (১ম পুরুষ) প্রহ্লাদদাস কর্পূর।

তদীয় পুত্র মনসারাম কর্পূর (২)।

পৌত্র শ্যামরায় কর্পূর (৩)।

প্রপৌত্র ক্ষেমনাথ কর্পূর (৪)।

বৃদ্ধ প্রপৌত্র কাশীনাথ কর্পূর (৫)।

ইনিই লাহোরের কোটলী হইতে আসিয়া বর্দ্ধমানের অধিবাসী হয়েন। ইহাঁর পুত্রের নাম বাবু পরাণচাঁদ কর্পূর (৬ষ্ঠ)।

(৬) পরাণচাঁদ কর্পূরের ভগিনীদ্বয়ের নাম অম্বিবিবি ও কমলকুমারী। এই কমলকুমারী মহারাজাধিরাজ মহতাব চন্দের প্রতিপালয়িত্রী মাতা এবং মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের মহিষী।

(৬) পরাণচাঁদ কর্পূরের চারি পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্র চতুষ্টয়ের জ্যেষ্ঠ শ্যামচাঁদ কর্পূর, মধ্যম তারাচাঁদ কর্পূর, তৃতীয় রাসবিহারী কর্পূর, কনিষ্ঠ চুনিলাল কর্পূর (৭ম)। ইনিই মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের অভাবে তেজশ্চন্দ্রের দত্তক পুত্ররূপে বর্দ্ধমানের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তখনই মহতাবচন্দ নামে অভি-

হিত হইলেন। পরাণচাঁদের মধ্যমা কন্যা বসন্তকুমারীকে মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্যামচাঁদ বাবুর দত্তক পুত্রের নাম অমরচাঁদ কর্পূর (৮ম)। তারাচাঁদ অপুত্রক। রাসবিহারীর ঔরস পুত্রের নাম ভৈরবচাঁদ কর্পূর, তিনি নিঃসন্তানরূপে মৃত। ভৈরবচাঁদের জন্মের পূর্ব্বেই লালা বনবিহারী কর্পূর রাসবিহারীর দত্তক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হয়েন, এবং পিতৃব্য মহারাজা মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত, বিনীত, প্রতিপালিত ও রাজসম্মানোচিত সম্মানে সম্মানিত হয়েন। বনবিহারীর পর্য্যায় ৮ম। তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ বিজন বিহারী কর্পূর, মহারাজাধিরাজ আফতাপ চাঁদের মহিষী কর্তৃক দত্তক পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইবার পরেই বর্দ্ধমানের রাজ-সিংহাসনে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর এই নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনিও শিক্ষিত, বিনীত ও লোকহিতৈষী এবং সাধারণের আশীর্ব্বাদপাত্র। ইনি বর্দ্ধমান মহারাজার পক্ষে সঙ্গমরায়ের অবস্তন ১৩শ। প্রহ্লাদদাস কর্পূরের পক্ষে অধস্তন ৯ম পুরুষ।

মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের পত্নী নারায়ণকুমারীর ভ্রাতার নাম লালা বংশগোপাল নন্দে। ইনিই মহারাজাধিরাজ আফতাব চাঁদের জনক। বংশগোপাল বাবুর কন্যা প্রণবদেয়ী দেবী, আফতাবচাঁদ বাহাদুরের সহোদরা ভগিনী ও বনবিহারী কর্পূরের সহধর্ম্মিণী এবং বিজয়চাঁদের জননী। বিজয়চাঁদের গ্রহিত্রী মাতা শ্রীমতী বেনদেয়ী দেবী। তিনি যেমন আফতাপের রাজ্ঞী, শ্রীমতী প্রণবদেয়ী দেবীও তদ্রূপ রাজা বনবিহারীর রাজ্ঞী। আফতাপের শ্বশুর লক্ষ্মীনারায়ণ খান্না; ইনি দিল্লী প্রদেশীয় বিশিষ্ট মান্য ক্ষত্রিয়।

বর্দ্ধমান রাজবংশের আমূল ধারা।

১। সঙ্গম রায়

২। বঙ্কুবিহারি রায়

৩। আবু রায়

৪। বাবু রায়

৫। ঘনশ্যাম রায়

৬। কৃষ্ণরাম রায়

৭। জগৎরাম রায়

৮। কীর্ত্তিচন্দ্র

৯। রাজা চিত্রসেন রায়

নিঃসন্তান

৮। মিত্রসেন

৯। মহারাজাধিরাজ ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুর

১০। মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর

ঔরস পুত্র ১১। মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র বাহাদুর

১১। দত্তক পুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুর

১২। দত্তক পুত্র মহারাজাধিরাজ আফতাবচন্দ্র বাহাদুর

১৩। মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ বিজয়চন্দ্র বাহাদুর

আগুরি বা উগ্র ক্ষত্রিয়।

(সম্বন্ধনির্ণয় মূলপুস্তক ১৮৭ পৃষ্ঠ)

এই জাতির সম্ভ্রান্ত ও কুলীনগণ বিবেচনা করেন যে উগ্র ক্ষত্রিয় জাতির উপাধি বঙ্গদেশে আগুরি হইল কেন? তদুত্তরে বা মীমাংসা স্থলে তাঁহারা অনুমান করেন যে মহারাজাধিরাজ মান-সিংহ যখন বাঙ্গালা শাসনে আইসেন, তখন তদীয় সৈন্য সামন্ত মধ্যে যে সকল উগ্র ক্ষত্রিয় প্রধান পদে আসিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে অধিকাংশই আগ্রা নিবাসী। সুতরাং আগ্রাই ক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশে অনায়াসে আগুরি উপাধি হইয়া গেল। সে অনুমান ঠিক হউক আর না হউক, ঐ সকল সেনাপতিবর্গ যে সদারাপত্য বঙ্গদেশে আইসেন নাই তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন আছে। তাঁহারা এদেশের খাদ্যসুখে মোহিত হইয়া পশ্চিম অঞ্চলে প্রত্যা-গমন করিতে সমর্থ হয়েন নাই এবং কালক্রমে এতদ্দেশীয় শূদ্র জাতির কন্যা পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। আগুরী খ্যাতির জনশ্রুতি এই।

উগ্র ক্ষত্রিয়গণ মাতৃবর্ণ। সুতরাং মাতৃসজাতীয় শূদ্রবৎ অশৌচ, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

এই জাতি দুইভাগে বিভক্ত। জানা ও সুত। জানারা বিবাহের পূর্ব্ব দিন উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন এবং ক্ষত্রিয়বৎ দ্বাদশাহে অশৌচান্তে শুদ্ধ হয়েন। তাহা করিলেও শূদ্রাচার ও শূদ্রব্যবহার। সুত আগুরিগণ মাসাশৌচে শুদ্ধ এবং সৎশূদ্রের ন্যায় ক্রিয়াশালী। জানা ও সুত পরস্পর পৃথক্ শ্রেণী, বৈবাহিক সম্বন্ধে ও অন্নগ্রহণে পরস্পরের কোনও সংস্রব নাই। সম্ভ্রান্ত জানাদিগের কুলীনগণ স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করেন না।

সৃত আগুরিদিগের আটপরগনায় আট ঘর কুলীনের বাস। উপাধি দেখিলেই স্থির নিশ্চয়ই হইবে যে, আগ্রাই ক্ষত্রিয়াভিমানী অথবা উগ্র ক্ষত্রিয়গণ বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলের শূদ্র- করিয়াই তদ্বৎ উপাধি পাইয়াছেন।

আগুরির আট ঘর সদ্গৃহস্থ।

ক্ষত্রিয় মধ্যে এ সকল উপাধি নাই। ধর্ম্ম কার্য্য ও বিষয়ে নাম গোত্র কথন এবং সংকল্পিত ব্রতাদি দাস সংযুক্ত নাম উচ্চারণ হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিলেও কুলীনের নিম্নে সদ্গৃহস্থ আছেন, তাঁহারা স্থলবিশেষে কুলীনের সমান থাকেন। উভয়ের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আদান ই। কুলীনেরা স্বহস্তে কর্ষণ করেন না।

ও কানপুর গ্রামের বক্সু। ২য় কালা পাহাড়ি ও সাহেবগঞ্জ)। ৩য় গ্রাম ডিহি বাবঘন্যার (মানকর বা। ৪র্থ বীরভূম জিলার কল গ্রামের রায়। ৫ম সংপুরের (কুচট ও কালেশ্বর অঞ্চল) কোঙার। পুর) এড়ুয়ারের রায় এবং সাকলের রায়। রাজারের র গ্রাম বন কাপাসির নিকট, কাঁটোয়া সব- কেতুগ্রাম।

আচার ব্যবহার কায়স্থ এবং নবশাক প্রভৃতি উচ্চ অন্যান্য কল্প।

সূত আগুরির কুলীন সমাজের বিবরণ।

আটঘর কুলীনের সমাজাদির নাম ও বিবরণ যথা—

১ম। নিঃশঙ্ক পরগণা, ইন্দুদাস, গোত্র শঙ্খ ঋষি, উ[illegible] চৌধুরী, আবাস গ্রাম গোবিন্দপুর শাঁখটিগড়ের নিকট, বর্দ্ধমা[illegible]

২য়। বাবা প', পবিদাস, গোত্র খজ্ঞা ঋষি। উপাধি[illegible] চৌধুরী, আবাস গ্রাম মাহতামল্লিকপুর গুস্করার নিকট, বর্দ্ধ[illegible]

৩য়। বারবাকসাহী পং, সোম দাস সে।) পূর্ব্ব উপাধি[illegible] গোত্র কাঞ্চন। উপাধি রায় চৌধুরী। আবাস স্থান চো[illegible] ও বাহিরী জিলা বীরভূম।

৪র্থ। সাতশৈকা পং, কালনা। হুইদাস বংশ, [illegible]ন রায় চৌধুরী উপাধি, আবাস স্থান গলাতুন, [illegible]ন, বামুনপাড়া জিলা বৰ্দ্ধমান (শ্রীবাটীর নিকট)। কাল[illegible] সর্বাধি[illegible]

৫ম। ধেঁয়ে পং, কাঁটোয়া দাঁ দাস বংশ, ভর[illegible] উপাধি রায় চৌধুরী, ভালিয়া মাজিগাঁ, কাঁটোয়া সব[illegible]।

৬ষ্ঠ। হোসেন মতে (বা) সাহাবাদ পং, বংশ ইন্দুদাস, [illegible] শাণ্ডায়ন, নিঃশঙ্ক পরগণার উগ্র ক্ষত্রিয়গণের সহিত এক[illegible] অর্থাৎ এক বংশসম্ভূত। উপাধি চৌধুরী ও হাজরা। আবা[illegible] মণ্ডল গ্রাম, পলাশন, ভগবানপুর, খাঁড়গ্রাম ও কাষ্ঠকুড়ুম্বা, বর্দ্ধ[illegible]

৭ম। বৰ্দ্ধমান পং, ইন্দুদাস বংশ। গোত্র শাণ্ডায়ন। উ[illegible] চৌধুরী ও হাজরা। আবাসস্থান মাহাচাঁদা ও কাষ্ঠকুড়ুম্বা, বর্দ্ধমা[illegible]

৮ম। এড়ুয়ার (রামপুর) পং, সোমদাসবংশ, [illegible] ৩য় পং দেখ।

বংসা, কেশব চক্রবর্ত্তী (২৪) বংশ (২৮) জগন্নাথ প্রমুখ (২৯) দ্বীপচাঁদের ধারা—

পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ ৩০শ। পৌত্র কালীগোবিন্দ ৩১শ। প্রপৌত্র কিশোরীমোহন ৩২শ। সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ৪৩ পৃঃ। প্রতাপকাটী টাকী বাঙ্গালা সমাজপুস্তক ৩৪৪ পৃঃ দেখ।

ফুলিয়া মেল সাগরদিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ২৯৩ পৃঃ শ্রীপতি প্রমুখ হরিরাম পুত্র রামকৃষ্ণের ধারার একদেশ।

হরিরাম ২৪। তৎপুত্র শ্রীরাম, রাজারাম, রামকৃষ্ণ বা কৃষ্ণরাম, জনমেজয় বা জনার্দ্দন ও রামচন্দ্র ২৫। কিন্তু পূর্ব্বদেশীয় ঘটকের লেখায় শ্রীরাম, গোপীরাম, কৃষ্ণরাম এবং রামরাম এই নাম আছে। সুতরাং রাঢ়দেশী ও বাঙ্গাল ঘটকের লেখা ঐক্য করিতে দুইটী নাম অধিক হয়। যখন কুলীন মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তির অধস্তন বংশের পরিচয় শুনা যায়, তখন গ্রহণ করাই উত্তম কল্প।

শ্রীরাম ২৫। তৎসুত রামকান্ত, ও দেবীবর ২৬। দেবীবর সুত রামনারায়ণ, লক্ষ্মীকান্ত, রামসুন্দর, রামরতন, জীবনকৃষ্ণ ও জগন্নাথ ২৭। জীবনকৃষ্ণ সুত রামনিধি ও জগদ্বন্ধু ২৮। জগদ্বন্ধু সুত হরিকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় নিবাস জাড়া, পরগণা চন্দ্রকোণা, জিলা মেদিনীপুর। হরিকিশোর সুত চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, বিধুশেখর, কালীনাথ, বাণীনাথ, রামানাথ, অকুলনাথ, চণ্ডীচরণ ও সত্যনাথ ৩০। ইহাঁদিগের পুত্রগণের পর্য্যায় ভট্টনারায়ণ হইতে ৩১শ।

এই তালিকা বর্দ্ধমানাধীশের লিগ্যাল মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু বাণী-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত। কিন্তু ঐ তালিকার ঊর্দ্ধতন পরিচয়ে যে কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য আছে তাহারও উল্লেখ করা গেল। মহেশ্বর সুত (তিকু = ভিকু) ভিক, পুরুষোত্তম, ও দুর্ব্বলী। কিন্তু ইহাঁরা মহেশ্বর সুত নহেন পৌত্র। পরিশিষ্ট ৪ পৃঃ দেখ। পৃথ্বীধর পুত্র যদুনাথ নামটী পরিশিষ্টের ৭ পৃঃ নাই। যদুনাথের নামটী গ্রহণ করা গেল।

বারেন্দ্র কুলের কুলীনের-অবসাদ।

অবসাদের নাম।	সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তিগত নাম।
১। অদৃষ্ট কন্যা	১। শ্রীনারায়ণ মৈত্রেয়।
২। আলমাস খানী	২। চকাই সান্যাল।
৩। আলিয়া খানী	৩। কমল সুবুদ্ধি রায়।
৪। আলামি বা মৈসালা	৪। গঙ্গারাম সান্যাল এবং রামচন্দ্র লাহিড়ী।
৫। কালাপুরী	৫। সুহাই বাগচি।
৬। কুতব খানী	৬। মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রেয়।
৭। খোজাম্বরী	৭। গোপীনাথ বাগচি।
৮। চাঁড়ালী	৮। রামচন্দ্র লাহিড়ী।
৯। জোনালী	৯। পুরন্দর মৈত্রেয়।
১০। দর্পনারায়ণী	১০। শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী।
১১। পরনালী	১১। মুকুন্দ ভাদুড়ী।
১২। পরাণ মৌলিকী	১২। ধ্রুব জগন্নাথ বাগচি।
১৩। পাঁচুড়িয়া	১৩। ঠাকুর ভাকুরাই।
১৪। পিতাম্বরতকী	১৪। মুকুন্দ ভাদুড়ী।
১৫। পীয়ারি	১৫। অনন্ত লাহিড়ী।

১৬।	ভাইকয়া	১৬।	দেবাই সান্ন্যাল।
১৭।	ভবানীপুরী	১৭।	রামচন্দ্র বাগচি।
১৮।	রহিলা	১৮।	প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী।
১৯।	বেণী	১৯।	যদুনাথ সান্ন্যাল।
২০।	গুড়রাজ খানি	২০।	মাধব সান্ন্যাল।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী অবসাদ (দোষ) আছে। যথা তের আনী, বাইবাজু, ইরাখানী, সুজাখানী প্রভৃতি ১৯১২০টী অবসাদ অর্থাৎ অতিরিক্ত দোষ আছে। বারেন্দ্র শ্রেণীতে সে সমস্ত দোষ সাম্প্রদায়িকতা ভেদে এক প্রকার নিষ্কৃতি পাইয়াছে। কিন্তু পাঁচুড়িয়া দোষের এখনও নিষ্কৃতি হয় নাই।

কোন্ কোন্ অবসাদে কি কি দোষ সংস্পৃষ্ট।

অদৃষ্ট কন্যা অনুপূর্ব্বা গ্রহণ। মূল পুস্তক ৫২৫ পৃঃ পরে পরিশিষ্ট ৩১।৩৭ পৃষ্ঠের পর।

আলিয়াখানী যাবনিক সংস্রব জন্য অপবাদ—কুতুবখানী-বাদসার সোয়ার কুতুব খাঁ কর্ত্তৃক মথুরার চৌধুরী কন্যা হরণ, ঐ কন্যা মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রেয়ে দান এবং তৎসংস্পৃষ্ট ব্যক্তি গত দোষ।

চাঁড়ালী—চণ্ডাল কন্যাভিগমন জন্য দোষ, তৎসংস্পৃষ্ট ব্যক্তির সহিত আদান প্রদান।

জোনালী—বর্ণিগ্রামে অপরিচিত ব্রাহ্মণের মৃত দেহের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অকরণ ও জোনালী গ্রামে প্রক্ষেপাদি অকার্য্য।

দর্পনারায়ণী—তাহেরপুরের দর্পণারায়ণ ঠাকুরের আবাসে সাতকড়ী নামে কোন ব্রাহ্মণের মৃতদেহ দৃষ্ট হইবামাত্র উহা হত্যা বলিয়া অবধারিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতকের নির্দ্দেশ।

ভবানীপুরী—গ্রামযাজী ও দেবল ব্রাহ্মণে কন্যা সম্প্রদান ও পুটি।ব রামচন্দ্র ঠাকুরের সংস্রব। অযাজ্যযাজন, এবং যাবনিক সংসর্গ রূপ অপবাদ।

বেণী—বেণী রায়ের গার্গ্যি গোত্রের নির্দ্দেশ না থাকায় এবং দস্যু বলিয়া সমাজে অপবাদগ্রস্ত হওয়ায়, তাহার কন্যা গ্রহণ ও সমাজে আদান প্রদান জন্য দোষ।

অন্যান্য অবসাদ এই সকল দোষেরই সদৃশ দোষ এবং এতদ্ব্যতীত যে সকল দোষ আছে তাহা কুলজ্ঞদিগের লিখন ভঙ্গী মাত্র। এবং যখন সকল দোষের নিষ্কৃতি পাইয়া সমাজে সম্প্রদায় বিভাগ হইয়াছে, তখন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে যাহার নিষ্কৃতি হয় নাই, তাহা এই—

পাঁচুড়িয়া দোষের উল্লেখ করিতে গেলে চির প্রবাদ অনুসারে যাহা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা এই।—গোহত্যা, সুরাপান, স্ত্রীহত্যা, গুরুপত্নী গমন ইত্যাদি দোষ। কেহ কেহ বলেন, অধিকন্তু ন্যস্ত ধনের প্রত্যর্পণের অভাবও ঐ সঙ্গে ছিল।

পদ্মা নদীর উত্তরাংশে যে সকল জিলা আছে, তৎসমস্তই বরেন্দ্র ভূমি। রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পাবনা, বগুড়া, মৈমনসিংহ, সুসং দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানই বরেন্দ্রের নির্দ্দিষ্ট সীমা। এই সকল স্থানের অন্যত্র অবস্থিত কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ স্বস্থান ভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈবাহিক সম্বন্ধে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহা কথা মাত্র সার।

পাশ্চাত্য বৈদিক বিপ্র
পঞ্চ গোত্র ও ষষ্ঠ গোত্রের বিবরণ।

সম্বন্ধনির্ণয় বৈদিক ব্রাহ্মণ পাশ্চাত্য পরিশিষ্ট পৃঃ ৩৬৬ মূল ৪৬ পৃঃ।

সৌনক ১। শাণ্ডিল্য ২। বশিষ্ঠ ৩। সাবর্ণ ৪। এবং ভরদ্বাজ ৫। এই পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্যক্তি প্রথমে শ্যামলবর্ম্মা ভূপতি কর্ত্তৃক আনীত হয়েন। সুতরাং ইহাঁরাই পঞ্চ গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক। ইহাদিগের মধ্যে সৌনক গোত্র ঋগ্বেদী এবং আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী। শাণ্ডিল্য,বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ সামবেদী। ইহাঁরা পঞ্চ গোত্র বলিয়া সম্মানিত।

যাঁহারা যজুর্ব্বেদী শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ও ভরদ্বাজ, তাঁহারা ষষ্ঠ গোত্রীয় বলিয়া অভিহিত। সুতরাং সামবেদী চারি গোত্র, ঋগ্বেদী আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী পঞ্চ-গোত্রীয়, তদ্ব্যতীত যাবতীয় গোত্র ষষ্ঠ গোত্র বলিয়া খ্যাত।

কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি গোত্রমধ্যে সাম ও যজুর্ব্বেদ আছে।

অগ্নিবেশ্য গোত্র যজুর্ব্বেদী। ইহাঁরা ষষ্ঠ গোত্র বলিয়া পরিচিত। অগ্নিবেশ মুনির শিষ্য ও সন্ততিবর্গই অগ্নিবেশ্য গোত্রীয়। শিষ্য মধ্যে চরক মুনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চরক গ্রন্থ প্রণেতা। সৌনকাদি পঞ্চ গোত্র প্রথমে বঙ্গে আগমন করেন বলিয়া পঞ্চ-গোত্রীয়; তদ্ব্যতীত সমস্ত ষষ্ঠ গোত্রীয়। যথা—

সৌনকশ্চৈব শাণ্ডিল্যো বশিষ্ঠশ্চ তৃতীয়কঃ।
সাবর্ণশ্চ ভরদ্বাজঃ পঞ্চৈতে গৌড়মণ্ডলে॥
পঞ্চানাং তুল্যমর্য্যাদা রাজ্ঞা দত্তা চ গৌরবাৎ।
চত্বারঃ সামগাশ্চৈব একশ্চাশ্বালয়ঃ (নঃ) স্মৃতঃ॥

পাশ্চাত্য পঞ্জিকা।

জল অনাচমনীয় জাতির মধ্যে কোঁচ পলিয়া ও রাজবংশী প্রভৃতি জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

উত্তর অঞ্চলের অর্থাৎ রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ী, দার্জ্জিলিং, কোঁচবিহার এবং আসামের নিম্নপ্রদেশে উপরি উল্লিখিত জাতির ভাগ অধিক। এই সকল জাতি ব্যতীত আরও অনেক জাতি আর্য্য সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সম্পত্তিশালী এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপরিচিত তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়েন। খশাদি ম্লেচ্ছ ও যবন জাতীয়েরা সগর সন্তান ও যযাতির বংশ হইলেও তাঁহারা হিন্দুজাতি হইতে একেবারে বহিষ্কৃত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ ও যবনাদির ন্যায় অস্পৃশ্য জাতির মধ্যে গণ্য। কোঁচ, পলিয়া, রাজবংশী ও পুঁড়ো প্রভৃতি সে প্রকার নহে। কোঁচেরা বলে তাহারা পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় কালে সঙ্কুচিত হইয়াছিল বলিয়াই "কোঁচ" এই আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পলিয়ারাও ঐ দৃষ্টান্তে আপনাদিগকে, কোঁচের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া পলিয়া নামে বিখ্যাত বলে। সেই দৃষ্টান্তে রাজবংশীরা কহে, তাহারা বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে অগ্রসর নহে, তবে তাহাদিগের জাতীয় উপাধিতে তাহারা যখন রাজবংশী এই খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তখন তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা রাজন্য না হইলে রাজবংশী এই নাম গ্রহণ করিতে কখনই অধিকারী হইত না। পুঁড়ো বা পৌণ্ড্র জাতিরা কহে, যে সকল ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ অব্রাহ্মণ্য বঙ্গদেশের অধিবাসী হইয়াছিল, তাহারাই পুঁড়ো।

এই সকল জাতি যে সকল প্রমাণ প্রয়োগের অবতারণা করেন তাহার সারাংশ কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ পৌণ্ড্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশের উত্তরভাগে তাড়িত হয়েন। ঋগ্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ দেখ। মহাভারতের লেখায় রঞ্জীর পুত্র নিরুদ্দিষ্ট হইয়া বঙ্গদেশে অবস্থান করেন। রঞ্জীর বংশধরগণ রাজবংশী, স্মার্ত্ত-শ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তিথিতত্ত্বের অমাবস্যা প্রকরণে পৌষ-নারায়ণী যোগে করতোয়া নদী পৌণ্ড্রদেশে প্রবাহিত হইয়া রাজ-বংশীদিগকে পবিত্র করিয়াছে। আরও বলে কালিকা পুরাণে কর-তোয়া নদীর পশ্চিম তট জাহ্নবী তুল্য ; পশ্চিম তটে জাহ্নবী (গঙ্গা) সর্ব্বদা বিরাজ করেন ; সুতরাং পশ্চিম তীরস্থ জল গঙ্গাজল ব্যতীত কূপ জল নহে। অতএব পৌণ্ড্রদেশ অব্রাহ্মণ্য দেশ নহে, এবং তথাকার ক্ষত্রিয়গণ (রাজবংশী) স্বস্থান ভ্রষ্ট বলিয়াই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়।

পুঁড়ো জাতি আরো কহে তাহারা রাজবংশী বলিয়া পরিচিত না হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় পৌণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। তাহার কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল বসু-দেবের পুত্র, যিনি বসুদেব হইতে জাত সুতরাং তিনিই প্রকৃত বাসুদেব। অপর বাসুদেবের বিদ্যমানতা ও প্রাধান্য থাকিলে নিজের কৃতিত্বে দোষ স্পর্শ করে। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ। কেবল এই মাত্র কথার উল্লেখ করিয়াই মৌনাবলম্বন করে না, মনুর দশম অধ্যায়ে—কুল্লুক ভট্ট মহোদয় কহেন পৌণ্ড্রদেশে যে সকল রাজন্য ঔপনিবেশিকরূপে আবাস গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পৌণ্ড্র (পুঁড়ো) অর্থাৎ রাজবংশী, পৌণ্ড্র অপভ্রংশ পুঁড়ো জাতি। কোঁচ জাতি রাজবংশী নহে, তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায় ; সম্ভবতঃ তাঁহারা কোচীন হইতে সমাগত। কোচীনের অপভ্রংশ কোঁচ হইয়াছে ; ইহার

প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন উপলক্ষে কহে কোঁচবিহারী-দিগের সহিত রাজবংশীদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ নাই; পরস্পর পৃথক্ জাতি ও পৃথক্ সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত। যোগিনীতন্ত্রের প্রথম পটলে কোঁচদিগের বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত আছে।

ফলকথা যখন সমুদায় জাতিই আর্য্য সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে সমুৎসুক এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিকে উচ্চ করিতে উদ্যত তখন আর কেহ কাহাকেও উচ্চ করিয়া তুলিয়া দিতে পারিবেন না। যে জাতি যেমন ছিল তদ্রূপই থাকিবে। যথা পূর্ব্বং তথাপরং।

ভ্রম সংশোধন নাওডাঙ্গা পাকড়াশীবংশ।

পরমানন্দ সুত দুর্গানন্দ ও মাধবানন্দ ২৬। এই পুস্তকের ৪৮ পৃঃ ১৭ পঙ্‌ক্তিতে পাঠ কর। ২৫ কৃষ্ণগোবিন্দ সুত শিব-গোবিন্দ ২৬। তৎ পুত্র রুক্মিণীগোবিন্দ, লোকনাথ ও দুর্গাগোবিন্দ ২৭। লোকনাথ সুত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ৪৮ পৃঃ ২২ পঙ্‌ক্তিতে, রাজগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য ২৫। ইহার পরে পাঠ কর।

ভ্রম সংশোধন নাওডাঙ্গা পূতিতুণ্ডবংশ।

এই পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি হইতে ১৫ পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপ পাঠ কর। শিবেশ্বর, রামমোহন ও রাজমোহন সেহানবীশ ২৮। শিবেশ্বর সুত তারিণীমোহন (কুচবিহার অঞ্চলের District Magistrate ছিলেন) ও কালীমোহন ২৯। তারিণীমোহন সুত শ্রীবিপিনমোহন, মোহিনীমোহন ও শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ৩০। রাজমোহন ২৮ সুত রমণীমোহন, শ্রীহরমোহন, শ্রীপ্যারীমোহন ও শ্রীদক্ষিণামোহন এই চারি পুত্র।

ক্রোড়পত্রের ৯০ পৃষ্ঠের ভ্রম সংশোধন।

১ পংক্তি জ্ঞানচন্দ্রের পরিবর্ত্তে শ্রীশচন্দ্র ২৮। দেবেন্দ্রসুত সন্তোষকুমার ২৯। এবং ৪ পংক্তিতে নৃপেন্দ্রের পরিবর্ত্তে ভূপেন্দ্র ২৮। পাঠ কর।

ধনবিজয় ও পুরন্দর চট্টোপাধ্যায় বল্লভীর পাল্টী।

২২৯ পৃষ্ঠ পরিশিষ্ট।

সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড়পত্র।

☞ সম্বন্ধ নির্ণয় মূল পুস্তক ৫১১ পৃষ্ঠ ও পরিশিষ্ট ১৮৩ পৃষ্ঠ দেখ।

শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ধারা (২১শ)।

খড়দহমেল কামদেব-বংশের একদেশ।

মুখুটী কামদেব পণ্ডিত (২১)। কামদেব-সুত শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, অনিরুদ্ধ, মধুসূদন আচার্য্য, ভাস্কর, ভরত, বাণীনাথ, মৃত্যুঞ্জয়, বৈকুণ্ঠ, সুধাকর এবং সুনন্দ (২২)। শ্রীধর-সুত পুরাই, হৃদয়. জগদীশ, লোকনাথ, যদুনাথ, জগন্নাথ এবং রতিনাথ (২৩)। লোকনাথের উত্তর-রাঢীয়া পত্নী-গর্ভজাত-সুত রাধাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, গোপীকান্ত এবং লক্ষ্মীকান্ত (২৪)। গোপীকান্ত-সুত রাধাবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ এবং শ্যামসুন্দর (বীরভূম কোতলকোবা গ্রামী) (২৫)। কৃষ্ণবল্লভ-সুত মথুরেশ, মহাদেব, নারায়ণ, শ্রীকান্ত, রামনাথ, গৌরিকান্ত (২৬)। সয়দাবাদ নিবাসী রামনাথ-সুত কৃষ্ণদেব, মুরারি, কালীচরণ এবং ঘনশ্যাম (২৭)। নাদিয়া জিলার গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী কালীচরণ সুত হরিহর (২৮)। হরিহর-সুত রামগোপাল (২৯)। রামগোপাল-সুত মোহনচন্দ্র, আনন্দচন্দ্র এবং

রামগতি (৩০)। মোহনচন্দ্র-সুত যজ্ঞেশ্বর এবং রামেশ্বর (৩১)। আনন্দচন্দ্র-সুত "স্বাস্থ্যরক্ষা","ভূবিদ্যা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা রায়-বাহাদুর এবং C.I.E. উপাধিভূষিত রাধিকাপ্রসন্ন এবং রাজকৃষ্ণ, M A, B L. (৩১)। রামগতি-সুত কালীপ্রসন্ন, সতীশচন্দ্র, M.D., C.M., D P.H, এবংমহেন্দ্র (৩১)। রাধিকাপ্রসন্ন-সুত অভিলাষ, পঞ্চানন, চারুচন্দ্র এবং হেমচন্দ্র (৩২)। রাজকৃষ্ণ-সুত ক্ষেত্রমোহন (৩২)। গোস্বামীদুর্গাপুর ও কলিকাতা নিবাসী।

☞ যদি কেহ গ্রন্থের কোন অংশে কোন ভ্রম দেখেন তাহা সংশোধন পূর্ব্বক নিজ নিজ বংশাবলী সমেত সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্রোড়পত্র বলিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিয়া দিলে পুস্তকের অঙ্গে সংযোজিত হইবে।